উগ্রবাদ ও উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা
বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

(Analysis of Extremist Narratives: Bangladesh Perspective)

কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

উগ্রবাদ ও উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা
বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

(Analysis of Extremist Narratives: Bangladesh Perspective)

প্রকাশনায়

কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

সহযোগিতায়

পার্টনারশিপস ফর এ টলারেন্ট, ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ (পিটিআইবি)
ইউএনডিপি বাংলাদেশ

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০২১

সূচিপত্র

ভূমিকা ০১

অধ্যায়-০১ ০২

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পরিচয় ০২

অধ্যায়-০২ ০৪

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস/উগ্রবাদ/জঙ্গিবাদ ০৪

২.১ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম ০৪

২.২ ইসলামে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ ০৫

২.৩ পৃথিবীতে নৈরাজ্য ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ ০৫

২.৪ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ইসলামের ভূমিকা ০৬

অধ্যায়-০৩ ০৯

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর হামলার পক্ষে উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা ০৯

৩.১ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর হামলার পক্ষে উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা ০৯

৩.১.১ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে সঠিক ব্যাখ্যা ও তৎকালীন প্রেক্ষাপট ০৯

৩.২ মানবহত্যা হারাম ১১

৩.৩ কাফের, মুশরিকদের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের বুঝ ও নীতি ১২

৩.৩.১ বিষয়টি বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতোটা প্রাসঙ্গিক? ১৪

৩.৪ দণ্ড ও দণ্ডবিধি কার্যকর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ১৪

৩.৫ অন্যায় প্রতিরোধে মুমিনের করণীয় ১৫

৩.৬ রাষ্ট্রপ্রধানও আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারেননা ১৫

অধ্যায়-০৪ ১৬

আইন প্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্টদের উপর আক্রমণের পক্ষে উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা ১৬

৪.১ উপরোক্ত বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের আলোকে সঠিক ব্যাখ্যা ১৭

৪.২ অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলমানকে কাফের বলা যাবে না ১৮

৪.৩ রাষ্ট্রের শাসক, বিচারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হত্যা একটি জঘন্যতম অপরাধ ১৮

৪.৪ নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা পৃথিবীর সকল মানুষ হত্যার সমান ১৯

৪.৫ হত্যাকাণ্ড সর্ববৃহৎ গুনাহ্ ১৯

৪.৬ ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সংবিধান ২০

৪.৭ ইসলামে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য বাধ্যতামূলক ২১

অধ্যায়-০৫ ২২

গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের উপর হামলার পক্ষে উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা ২২

৫.১ উপরোক্ত ব্যাপারে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা ২২

৫.২ গণতন্ত্র ও ইসলাম ২৩

৫.৩ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি কতোটা প্রাসঙ্গিক ? ২৪

অধ্যায়-০৬ ২৬

ইসলামে জিহাদ ও এর শর্ত ২৬

৬.১ জিহাদের পরিচয় ২৬

৬.২ ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ২৭

৬.৩ জিহাদের হুকুম ২৮

৬.৪ জিহাদের শর্ত ৩০

৬.৫ জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য ৩০

৬.৬ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা ও সঠিক ব্যাখ্যা ৩২

৬.৬.১ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ ৩২

৬.৬.২ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা ৩৬

৬.৬.৩ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা ৩৬

৬.৭ জিহাদ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয় ৩৬

৬.৮ রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি বা নির্দেশ জিহাদের বৈধতার শর্ত ৩৮

৬.৯ দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে জিহাদের কোনো বৈধতা নেই ৩৯

৬.১০ জিহাদ ইসলামের রুকন বা উদ্দিষ্ট ইবাদত নয় ৪০

৬.১১ সকল ফেতনা ফাসাদ ও উগ্রতাই সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ ৪০

৬.১২ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে রাসূল (সা.) এর কঠোর হুশিয়ারি ৪২

৬.১৩ জিহাদ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতোটা প্রাসঙ্গিক ? ৪২

অধ্যায়-০৭ ৪৩

কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ ৪৩

৭.১ কিতাল সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহ ৪৩

৭.১.১ কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা ৪৮

৭.১.২ কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা ৪৮

৭.২ কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি ও তার তৎকালীন প্রেক্ষাপট ৪৯

৭.৩ কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় ফরয ইবাদত ৫২

৭.৪ কিতাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতোটা প্রাসঙ্গিক ? ৫৪

অধ্যায়-০৮ **৫৫**

ফিতনা ও ফাসাদ **৫৫**

৮.১ ফিতনা শব্দের ব্যবহার ও এর উদ্দেশ্য ৫৫

৮.২ ফাসাদ শব্দের ব্যবহার ও এর উদ্দেশ্য ৬১

অধ্যায়-০৯ **৬৪**

উগ্রবাদী কার্যক্রমের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নিষেধাজ্ঞা **৬৪**

৯.১ সন্ত্রাসী হামলা ও সন্ত্রাসবাদ ৬৪

৯.২ ইসলামের দিকে আহ্বানের পদ্ধতি ৬৫

৯.৩ ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে নিপীড়নের শিকার হলে ধৈর্যধারণ করতে হবে, পাল্টা আঘাত করা যাবে না ৬৫

৯.৪ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের শাস্তি ৬৭

৯.৫ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হত্যা নিষিদ্ধ, তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতে হবে ৬৭

৯.৬ নিরপরাধ মানুষ হত্যার শাস্তি ৬৯

৯.৭ যে হাদীসগুলোতে হত্যাকান্ডের ভয়াবহতা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় ৭০

৯.৮ আত্মঘাতী হামলা ৭৪

৯.৮.১ আত্মঘাতী হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার হুঁশিয়ারি ৭৪

৯.৮.২ আত্মঘাতী হামলাকারীদের বিরুদ্ধে রাসূল (সা.) এর হুঁশিয়ারি ৭৫

উপসংহার **৮১**

ভূমিকা

সন্ত্রাসবাদ বা উগ্রবাদ একটি ভয়াবহ সমস্যা। বিশ্বায়নের ফলে বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি মোকাবেলা করছে। প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধরণের সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ডের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও ধর্মের অপব্যাখ্যা আশ্রিত উগ্রবাদ বা সন্ত্রাসবাদই বর্তমান বিশ্বে অন্যতম প্রধান নিরাপত্তা হুমকিতে পরিণত হয়েছে। পরিকল্পিত ও বেআইনীভাবে সহিংস কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে তথাকথিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং আদর্শিক লক্ষ্য অর্জনই সন্ত্রাসবাদের মূল চালিকাশক্তি বলে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন উগ্রবাদী গোষ্ঠীসমূহ দ্বারা বিশ্বব্যাপী ধর্মকে সন্ত্রাসবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ভয়ংকর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যার প্রভাব বাংলাদেশেও অনুভূত হচ্ছে। বাংলাদেশের আপামর জনগণ শান্তিপ্রিয়। এদেশে সকল ধর্মের মানুষ সামাজিক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী। তারপরও বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মের অপব্যাখ্যা আশ্রিত সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। প্রশ্ন হচ্ছে দেশে ধর্মের নামে সন্ত্রাস, বোমাবাজি, হত্যা, আত্মঘাতী হামলা, নিরীহ নিরপরাধ মানুষ খুন, সরকার প্রধানের উপর আক্রমণ, বিচারকদের উপর হামলা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর হামলা ইত্যাদি হচ্ছে কেন ? এ সকল প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই রয়েছে সন্ত্রাস দমন ও নিয়ন্ত্রনের উপায়।

সন্ত্রাসের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম পৃথিবীতে শান্তি, নিরাপত্তা, সফলতা ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছে। ইসলামে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, গোষ্ঠীর কোনো ভেদাভেদ নেই। ইসলাম ও প্রকৃত মুসলামানদের সাথে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। ইসলামে অন্যায়ভাবে মানব হত্যা, ত্রাস সৃষ্টি করা মহাপাপ। তথাপিও কিছু অপরিণামদর্শী বিভ্রান্ত ব্যক্তি/গোষ্ঠী শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার ধর্ম ইসলামকে উগ্রবাদের নামে কলুষিত করার চেষ্টা করছে। জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির পায়তারা ও অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষকে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে উগ্রবাদের দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করছে।

তাই এখন সময়ের দাবী হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ সম্পর্কে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষাকে দেশ ও বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। একই সাথে প্রয়োজন জিহাদ, কিতাল, সশস্ত্র যুদ্ধ, গণতন্ত্র, ভিন্ন মতবাদ ও ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীদের উপর আক্রমণ, আত্মঘাতী হামলা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর হামলাসহ নিরপরাধ মানুষ হত্যা সম্পর্কে উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা বিশ্লেষণপূর্বক ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা। একটি ভুল দর্শনকে কেবলমাত্র আরেকটি নির্ভুল দর্শনের মাধ্যমেই সফল ও সার্থকভাবে মোকাবেলা করা যায়। এ চিন্তা থেকেই মূলত প্রথিতযশা ইসলামিক স্কলারগণের সহযোগিতায় কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) কর্তৃক ***উগ্রবাদ ও উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*** বিষয়ক গবেষণাধর্মী গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। যারা না বুঝে ধর্মকে কলুষিত করছে, যারা জিহাদের অপব্যাখ্যা দিয়ে দেশে সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ ছড়াচ্ছে, যারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী শিক্ষা-দীক্ষায় বিশ্বাসী; তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও সংশয় দূরীকরণে উক্ত গ্রন্থটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে সিটিটিসি প্রত্যাশা করে।

অধ্যায়-০১

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পরিচয়

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ শব্দগুলো সমসাময়িককালে অতি পরিচিত। 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি বহুল আলোচিত হয় নাইন/ইলেভেন (৯/১১) ঘটনার পর তৎকালীন মার্কিন সরকার কর্তৃক 'ওয়ার অন টেরর' ঘোষণার পর থেকে। যদিও এর ব্যবহার অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছিল।

জঙ্গিবাদ শব্দটি ইংরেজি Militancy শব্দের অনুবাদ। মিলিট্যান্ট বা জঙ্গি শব্দের অর্থে বলা হয়েছেঃ (aggressive: extremely active in the defense or support of a cause, often to the point of extremism): "আগ্রাসীঃ কোনো বিষয়ের পক্ষে বা সমর্থনে চরমভাবে সক্রিয়, যা প্রায়শ চরমপন্থা পর্যন্ত পৌঁছায়।" শক্তিমত্তা বা উগ্রতা বুঝাতেও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। *Oxford English Dictionary*-তে বলা হয়েছেঃ militant. (adj.) favouring confrontational methods in support of a cause. militant: (n.) a militant person.[1]

যদিও এখন পর্যন্ত উগ্রবাদ বা জঙ্গিবাদের সার্বজনীন কোন সংজ্ঞা প্রণয়ন করা যায়নি, তথাপি প্রচলিত অর্থে জঙ্গিবাদ বলতে সাধারণ মানুষ যা বোঝে তা হল সহিংসতা। আমরা যদি এ অর্থের পরিভাষা খুঁজি তাহলে দেখবো যে, এ জন্য বহুল ব্যবহৃত ও সুপরিচিত পরিভাষা হল সন্ত্রাস। বাংলা ভাষায় চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গিবাদ-এর মধ্যে অর্থগত পার্থক্য রয়েছে যদিও এরূপ বিভাজন বা পার্থক্যের কোনো ভাষাগত বা তথ্যগত ভিত্তি আছে বলে জানা যায় না। যারা সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র বা সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ বা সহিংসতায় লিপ্ত হন তাদেরকে বলা হয় 'চরমপন্থী'। যারা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য উগ্রতা, অস্ত্রধারণ ও সহিংসতায় লিপ্ত হয় তাদেরকে বলা হয় 'সন্ত্রাসী'। আর যারা তথাকথিত আদর্শ বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত তাদেরকে বলা হয় 'জঙ্গি'।

এভাবে দেখা যায় যে, 'জঙ্গিবাদ' শব্দটি কোনোরূপ ভাষাগত ভিত্তি ছাড়াই 'আদর্শের নামে সহিংসতা' অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইসলামের নামে, অন্য ধর্মের নামে, অন্য যেকোন মতবাদ, আদর্শ বা অধিকারের নামে উগ্রতার আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষকে জঙ্গি বলা হয় এবং তার মতবাদকে জঙ্গিবাদ বলা হয়। বস্তুত জঙ্গিবাদ বলতে আমরা যা বুঝি সে অর্থটি প্রকাশের জন্য সঠিক শব্দ হল, 'সন্ত্রাস'। সন্ত্রাস শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অতিশয় ত্রাস, ভয়ের পরিবেশ (Terror, a cause of great fear)। আর সন্ত্রাসবাদ হল রাজনৈতিক বা তথাকথিত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক কর্ম অবলম্বন।

---

[১] Angus Stevenson, Maurice Waite (ed.), *Concise Oxford English Dictionary*, Oxford University Press (12th Edition, 2011), p. 906.

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধকে একটি *'ল এনফোর্সমেন্ট ইস্যু'* হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ রোধে দেশে প্রথম আইন তৈরি হয় ২০০৯ সালে যা 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯' নামে অভিহিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে আইনটির কিছু ধারা সংশোধন করা হয়েছে। সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধিত ২০১৩) এর ধারা-৬ এ 'সন্ত্রাসী কার্য' এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশের অখন্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করতে বা করা হতে বিরত রাখতে বাধ্য করবার উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করে; প্রজাতন্ত্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতি করে.....তবে উক্ত ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক "সন্ত্রাসী কার্য" করেছে বলে গণ্য হবে।[২]

সন্ত্রাস (Terrorism)-এর সাধারণ পরিচয় দিয়ে সন্ত্রাস বিষয়ক আলোচনার শুরুতে এনসাইক্লোপিডীয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছেঃ Terrorism: the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective.[3] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফ. বি. আই) Terrorism বা সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় বলেছেঃ "the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives.[4]

শক্তি, ক্ষমতা বা সহিংসতার ব্যবহার যদি বেআইনী হয় তবে তা 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য হবে। সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করা কঠিন এবং এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ প্রায় অসম্ভব। এজন্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী কর্মের উপর নির্ভর না করে আক্রান্তের উপর নির্ভর করে সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের ভাষায়ঃ "Terrorism is premeditated, politically or ideologically motivated violence perpetrated against noncombatant targets" রাজনৈতিক বা আদর্শিক উদ্দেশ্যে প্রভাবিত হয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে অযোদ্ধা লক্ষ্যের বিরুদ্ধে সহিংসতাই হল সন্ত্রাস।"

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারিভাষিক অর্থে সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসবাদের সঠিক ও সর্বসম্মত অর্থ এখনো নির্ধারণ করা যায়নি। বিভিন্ন জন বিভিন্ন অর্থে একে ব্যবহার করে থাকেন। এ কারণে দেখা যায়, যা একটি গোষ্ঠীর নিকট স্বাধিকার আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তা অন্য জনের নিকট সন্ত্রাস।

---

[২] সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯, ধারাঃ ০৬।

[৩] Encyclopædia Britannica, Inc. *The New Encyclopedia Britannica*, (Vol. 11, 15th Edition, 2002), p. 650.

[৪] FBI Definition of Terrorism, Available at *https://www.fbi.gov/investigate/terrorism*, accessed on 07 December 2021.

অধ্যায়-০২

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস/উগ্রবাদ/জঙ্গিবাদ

আরবিতে সন্ত্রাসবাদকে বলা হয় ইরহাব (إرهابية/إرهاب)। কুরআন ও হাদীসে ইরহাব শব্দটি ব্যবহৃত হলেও তা দ্বারা সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসবাদ বুঝানো হয়নি। বরং সন্ত্রাসীদেরকে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার জন্য তাদের মধ্যে ভীতিসঞ্চার করার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে তাদের এহেন অপকর্ম থেকে মানুষ মুক্তি পায়। কুরআনুল কারীমে সন্ত্রাসবাদকে বোঝাতে ফেতনা ও ফাসাদ এ দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি ও ভয়াবহ শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, উগ্রতা, বিচ্ছিন্নতা, ভয়ভীতি সৃষ্টি, নৈরাজ্য, অস্থিরতা ও অরাজকতা, হত্যা, ধর্ষণ, বোমাবাজি, খুন, গুম, ছিনতাই ইত্যাদি কর্মকাণ্ড হারাম ও অবৈধ। এসব কর্মকাণ্ড যারা করে তাদের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী।

২.১ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার, অবিচার, হত্যা, রক্তারক্তি ইত্যাদিকে ইসলাম সমর্থন করেনা। ইসলাম কখনো কোনো অনাচারকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং ইসলাম সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন করে সমাজে পরস্পরের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা, সুবিচার, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনার শিক্ষা দেয়। সকল অন্যায়, অত্যাচার, দীনতা, হীনতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে পদদলিত করে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ মুক্ত একটি শান্তির সমাজ উপহার দেওয়াই ইসলামের মূল শিক্ষা।

বর্তমান বিশ্বে অন্যতম আলোচিত বিষয় হল সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। সন্ত্রাসের ভয়াল থাবা আজ বিশ্বকে অক্টোপাসের ন্যায় ঘিরে ফেলেছে। উগ্রবাদী অপশক্তি পুরো পৃথিবীতে ব্যাপক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা শুরু করেছে। নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষ হত্যা, বোমাবাজি, গুপ্ত হামলা করছে। অন্যদিকে কুচক্রীরা ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে এক করে ফেলার অপচেষ্টা করছে। এতে মুসলমান জনগোষ্ঠী একদিকে যেমন আতংকিত হচ্ছে, অন্যদিকে ইসলাম সম্পর্কে একটি ভুল বার্তা যাচ্ছে।

ইসলাম শব্দের ব্যুতপত্তিগত অর্থই শান্তি। ইসলামের এরূপ নামকরণই এটা প্রমান করে যে, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ্য। সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি বিনষ্ট করে এমন সকল কর্মকাণ্ডকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

উচ্চারণ: ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ইতা-ই যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশা-ই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগয়ি। ইয়ায়িযুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন।

অনুবাদ: আল্লাহ ন্যায়-বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়দেরকে দেয়ার হুকুম দিচ্ছেন, আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অপকর্ম আর বিদ্রোহ থেকে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।[৫]

২.২ ইসলামে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ

দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ বাড়াবাড়ি ও একটি চরম সীমালঙ্ঘন। তাই আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সকল ধরণের বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ

উচ্চারণ: কুল ইয়া আহলাল কিতাবি লা তাগলূ ফি দীনিকুম গাইরাল হাক্কি ওয়া লা তাত্তাবিউ আহওয়া কাউমিন কাদ দালু মিন কাবলু ওয়া আদালু কাসীরাও দালু আন সাওয়া-ইস সাবীল।

অনুবাদ: বল, হে কিতাবধারীগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না, আর সেই সম্প্রদায়ের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না যারা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে আর সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।[৬]

غُلُوّ শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ইসলাম যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা লংঘন করা। আলোচ্য আয়াতে (لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ) বলার সাথে সাথে (غَيْرَ الْحَقِّ) বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়ি করো না। তাফসীরকারকদের মতে এ শব্দটি এখানে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য তাকীদ হিসেবে এসেছে। কেননা, দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোন যৌক্তিকতা ও সম্ভাবনাই নেই, থাকতেও পারে না।[৭]

২.৩ পৃথিবীতে নৈরাজ্য ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করে। তাই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এমন সবকিছুকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

উচ্চারণ: ওয়া লা তুফসিদূ ফিল আরদি বা'দা ইসলাহিহা ওয়াদউহু খাওফাউ ওয়া তমায়া। ইন্না রাহমাতাল্লাহি কারীবুম মিনাল মুহসিনীন।

---

[৫] সূরা নাহাল (১৬), আয়াত: ৯০।

[৬] সূরা মাইদা (৫), আয়াত: ৭৭।

[৭] তাফসীরে বাগাবী, ৩/৮৩, দার তাইবাহ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৭, তাফসীরে কাশশাফ, ১/৬৯৯, দার ইহইয়া আত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত।

অনুবাদ: দুনিয়ায় শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করনা, আল্লাহকে ভয়-ভীতি ও আশা আকাঙ্খার সাথে ডাক, নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতি সন্নিকটে।[৮] আয়াতটির ব্যাখ্যায় বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির ইমাম ইবনে কাসীর (র.) বলেন:

শান্তি স্থাপনের পর ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করা এবং যেসকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা থেকে আল্লাহ্ তাআলা বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। কারণ যখন সবকিছু স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণভাবে চলতে থাকে, তখন যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়, তা হলে তা মানুষের জন্য বেশী ক্ষতিকর। এ জন্য আল্লাহ্ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।[৯]

এভাবে কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, ফেতনা, ফাসাদ, মানব হত্যাসহ সকল ধরণের অরাজকতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। বিভিন্ন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। রাসূল (সা.) এসব আয়াতের ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের সাবধান করেছেন। এরূপ ব্যাখ্যা সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যাও অনেক। এক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন:

لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يُروِّعَ مسلمًا

উচ্চারণ: লা ইয়াহিল্লু লিমুসলিমিন আন ইয়ুরাউ য়িআ মুসলিমান।

অনুবাদ: কোন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিম ভাইকে আতংকিত করা বৈধ নয়।[১০]

২.৪ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ইসলামের ভূমিকা

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম অনেক কঠোরতা আরোপ করেছে। ইসলাম কখনোই কোনো সন্ত্রাসীকে ছাড় দেয়নি। সবসময় অঙ্কুরেই তার বিনাশ করেছে। কেননা সন্ত্রাস যদি অঙ্কুরেই বিনাশ করা না হয় তাহলে তা ক্রমেই বাড়তে থাকবে। তখন ইচ্ছে করলেই সহজে তা নির্মূল করা যাবে না। মহানবী (সা.) আজ থেকে প্রায় ১৪৫০ বছর পূর্বে কঠিন হস্তে সন্ত্রাসকে দমন করেছিলেন। নিম্নোক্ত এই হাদীসটি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

উল্লেখিত হাদীস: উকল গোত্রের একদল লোক মদীনায় এলো, তখন নবী (সা.) তাদেরকে দুগ্ধবতী উটের কাছে যাওয়ার নির্দেশ করলেন। তাদেরকে আরো নির্দেশ করলেন যেন তারা সে সব উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করে। তারা তা পান করল। অবশেষে যখন তারা সুস্থ হয়ে গেল, তখন রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাকিয়ে নিয়ে চলল। ভোরে নবী (সা.) এর কাছে এ সংবাদ পৌছঁল। তিনি তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রৌদ্র চড়ার আগেই তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্পর্কে তিনি নির্দেশ করলেন, তাদের হাত-পা কাটা হল। লৌহশলাকা দিয়ে তাদের চোখগুলো ফুড়ে দেয়া হল। এরপর প্রখর রৌদ্র তাপে ফেলে রাখা হল। তারা পানি পান করতে চাইল। কিন্তু পান

[৮] সূরা আল আরাফ (৭), আয়াত: ৫৬।
[৯] তাফসীরে ইবনে কাসীর, দার তায়্যিবাহ, রিয়াদ, ৩/৪২৯।
[১০] সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস: ৫০০৪, মাকতাবা আসরিয়্যাহ, সইদা, বৈরুত, সুনান আল বাইহাকী, হাদীস: ২১১৭৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩।

করানো হল না। আবূ কিলাবা (রহ.) বলেন, ঐ লোকগুলো এমন একটি দল যারা চুরি করেছিল, হত্যাও করেছিল, ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল আর আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।[১১]

সন্ত্রাসীদের চিরতরে উৎখাত করার নিমিত্তে রাসূল (সা.) সন্ত্রাসীদেরকে গোষ্ঠীসহ উৎখাত করেছিলেন। ইহুদী গোত্র বনূ নাযীর রাসূল (সা.) কে সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। ঘটনা সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর রাসূল (সা.) তাদেরকে তাদের এলাকা থেকে উৎখাত করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। এভাবে তিনি মদীনাকে সন্ত্রাসমুক্ত করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইয়াহূদী গোত্রসমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইয়াহূদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোনো আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আক্রান্ত হলে মুসলিমরা তাদেরকে সাহায্য করবে। শান্তিচুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল। এমনিভাবে বনু নাযীরসহ ইয়াহূদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনু নাযীরের বসতি, দূর্ভেদ্য দূর্গ এবং বাগ-বাগিচা ছিল। ওহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত বাহ্যতঃ তাদেরকে এই শান্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের পরে বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দুরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনু নাযীরের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশজন ইয়াহূদীদের সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহুদ যুদ্ধ ফেরত কুরাইশী কাফেরদের সাথে সাক্ষাৎ করে।

দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় পক্ষের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি চুড়ান্ত হয়। চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ (সা.) কে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। এরপর বনু নাযীর আরও অনেক চক্রান্ত করতে থাকে। তন্মধ্যে একটি আলোচ্য আয়াতের সাথে সম্পর্কিত যার কারণে তাদেরকে মদীনা থেকে চলে যেতে হয়। ঘটনাটি হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় আগমন করার পর ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তির একটি শর্ত এই ছিল যে, কারো দ্বারা ভুলবশত: হত্যা হয়ে গেলে মুসলিম ও ইয়াহুদী সবাই এর রক্তের বিনিময় পরিশোধ করবে।

একবার আমর ইবনে উমাইয়া দুমাইরীর হাতে দুটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসলিম-ইয়াহুদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য মুসলিমদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইয়াহুদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সে মতে তিনি বনু নাযীর গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, রাসূলকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি।

---

[১১] সহীহ বুখারী হাদীস: ৬৮০৫, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি, সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস: ৪৭৬২, মাকতাবা আসরিয়্যাহ, সইদা, বৈরুত, সহীদ ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৪৪৬৯, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩।

এরপর এরা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও ভারী পাথর তার উপর ছেড়ে দিবে, যাতে তার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইয়াহুদীদেরকে বলে পাঠালেনঃ তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লঙ্ঘন করেছ। অতএব, তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেয়া হলো। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এ স্থানে দৃষ্টিগোচর হলে তাকে প্রাপ্য শাস্তি দেয়া হবে।

বনু নাযীর মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বলল: তোমরা এখানেই থাক। অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দিবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দিবে না। বনু নাযীর তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সদর্পে বলে পাঠালঃ আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে বনু নাযীর গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনু নাযীর দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খেজুর বৃক্ষে আগুন ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরূপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড মেনে নিল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের আদেশ দিলেন। আসবাবপত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোনো অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবে না। এগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। সে মতে বনু নাযীরের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খাইবারে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসাধারণ মোহের কারণে তারা গৃহের কড়ি-কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর উমর (রা.) তার খেলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইয়াহুদীদের সাথে খাইবার থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন।[১২]

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ব বিনির্মাণে মুসলমানদের ব্যাপক অবদান। মুসলিম নামধারী কিছু অপরিপক্ক, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মানুষের কারণে ইসলাম পৃথিবীতে আজ অযাচিতভাবে বিতর্কিত হচ্ছে। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে দিনদিন নিত্য নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তবে সন্ত্রাসের সঙ্গে যে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো মুসলিম কখনো সন্ত্রাসী, উগ্রপন্থী ও জঙ্গি হতে পারে না তা এই আলোচনা দ্বারা কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয়েছে।

[১২] তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১৩/৪৭২, মুআসসাসা কুরতুবাহ, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ২০০০।

অধ্যায়-০৩

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর হামলার পক্ষে উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা

৩.১ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর হামলার পক্ষে উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

উচ্চারণ: ফা-ইযান সালাখাল আশহুরুল হুরুমু ফাকতুলুল মুশরিকীনা হাইসু ওয়া জাদতুমূহুম।

অনুবাদ: "অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাবে সেখানেই তাদের হত্যা করবে।"[১৩]

এই আয়াতটিতে অমুসলিম তথা কাফির মুশরিকদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর যেখানেই কোনো অমুসলিম পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করতে হবে, তা না হলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অমান্য করা হবে। আর কেউ আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করলে কাফের হয়ে যাবে।

৩.১.১ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে উক্ত আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যা ও তৎকালীন প্রেক্ষাপট

সূরা তাওবার এ আয়াত এবং এর পূর্বের চারটি ও পরের দশটি আয়াতসহ প্রথম পনেরটি আয়াত একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ সুরায় আলোচিত ঘটনাবলীর মধ্যে একটি পরম্পরার সম্পর্ক রয়েছে, যার সূত্রপাত ঘটেছে ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার বিভিন্ন মুশরিক গোত্রের সাথে নির্ধারিত মেয়াদে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তন্মধ্যে কেবল বনূ নাযীর ও বনূ কেনানা ব্যতীত অন্য সকল গোত্রই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই চুক্তিটি ভঙ্গ করে। এরকমই একটি গোত্র হল, বনু খুযা'আ। এ গোত্রের সঙ্গেও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শান্তিচুক্তি ছিল। এদিকে মক্কার মুশরিকরা হুদায়বিয়ার শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে বনূ খুযা'আর ওপর গোপনে অতর্কিত হামলা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল, একটি অরাজকতা ও অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে মুসলামানদেরকে যুদ্ধের উস্কানি দেওয়া। মক্কার মুশরিকদের এ আক্রমনের পর বনূ খুযা'আ রাসূল (সা.) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। চুক্তির একটি শর্তে এটিও ছিল যে, চুক্তিবদ্ধ কোনো এক দল আক্রান্ত হলে আরেক দল তাকে সাহায্য করবে। অন্যদিকে মক্কার মুশরিকদের এ আক্রমণের কারণে তাদের সঙ্গে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি বাতিল হয়ে যায়। ফলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং যুদ্ধ শুরুর

[১৩] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ৫।

পূর্বে তাদেরকে চার মাস সময় দেওয়া হয়, এবং বলা হয়: এ চার মাসের মধ্যে তারা শান্তি স্থাপন করলে বা ঈমান আনলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে না। আর চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও যদি তারা শান্তি স্থাপন না করে বা ঈমান না আনে তাহলে পরবর্তী করণীয় কী হবে তা এই পাঁচ নং আয়াতটিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও যারা শান্তি স্থাপন বা ঈমান গ্রহণ করবে না, অধিকন্তু যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর থাকবে যুদ্ধরত অবস্থায় তাদের যেখানেই পাবে হত্যা করবে। আর এটি সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক নিয়ম যে, যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে শত্রুকে আঘাত করার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে। অন্যথায় নিজের জীবনই বিপন্ন হবে।[১৪]

মূলত এ আয়াতে যেসব গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধের সংকল্প করেছিল তাদের জন্য ছিল এই নির্দেশ। পক্ষান্তরে যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ বিষয়টি উক্ত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত, অর্থাৎ চার নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

উচ্চারণ: ইল্লাল্লাযিনা আহাদতুম মিনাল মুশরিকীনা সুম্মা লাম ইয়ানকুসূকুম শাইআন। ওয়া লাম ইয়ুযাহিরু আলাইকুম আহাদান ফাআতিম্মু ইলাইহিম আহদাহুম ইলা মুদ্দাতিহিম। ইন্নাল্লাহা ইয়ুহিব্বুল মুত্তাকীন।

অনুবাদ: "তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তোমরা তাদেরকে দেয়া চুক্তি তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।"[১৫] এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মুশরিকরা যদি (ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে কৃত) অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তবে তাদেরকে হত্যা করা জায়েয। তবে এর বিপরীতে কাউকে হত্যা করা জায়েয নয়।[১৬] আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَن قَتَلَ نَفْسًا مُعاهَدًا لَمْ يَرِحْ رائِحَةَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عامًا.

উচ্চারণ: মান কাতালা নাফসান মুআহাদান লাম ইয়ারিহ রা-ইহাতাল জান্নাহ। ওয়া ইন্না রিহাহা লাইয়োজাদু মিন মাসিরাতি আরবাঈনা আমান।

অনুবাদ: "যে কোন অঙ্গীকারাবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ এর গন্ধ চল্লিশ বছরের পথের দুরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।"[১৭]

---

[১৪] তাফসীরে তারাবী, ১১/৩৪১,৩৪২, হাজর লিত তবাআহ, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ২০০১; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭/১৪৭, মুআসসাসা কুরতুবাহ, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ২০০০।

[১৫] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ৪।

[১৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭/১৪৭, মুাসসাসা কুরতুবাহ, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ২০০০; তাফসীর আহসানুল বায়ান, পৃ: ৩২৭, তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, ২/১১৪, দারুল ফিকর, বৈরুত, সংস্করণ, ১১৯৫।

[১৭] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৯১৪, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ৬৯৫০, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৪০৩।

মুআহাদ বলতে যে বা যাদের সাথে আহ্‌দ বা চুক্তি হয়েছে তাদেরকে বুঝায়। ফিকহী ভাষায় সে যিম্মি হোক বা সুলাহকারী মুআহাদ বা মুসতামান (আশ্রয় গ্রহণকারী)। যারা মুসলিম দেশে ভিসা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে থাকছে তারা যে মুআহাদের অন্তর্ভুক্ত এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ ধরনের অমুসলিমদের ব্যাপারে বলেছেন:

مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا ، وَدِيَتُهُ كَدِيَتِنَا

উচ্চারণ: মান কানা লাহু যিম্মাতুনা ফাদামুহূ কা-দামিনা ওয়া দিয়াতুহূ কা-দিয়াতিনা।

অনুবাদ: যার সঙ্গে আমাদের আহ্‌দ বা চুক্তি রয়েছে তার জান আমাদের জানের মত এবং তার দিয়ত (রক্তপণ) আমাদের দিয়তের পরিমাণ।[১৮]

সুতরাং শরীয়তে যেসব কারণে প্রাণদণ্ডের বিধান রয়েছে ঐসব কারণ সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়া ছাড়া কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়। অমুসলিমের ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য। সুতরাং কোনো অমুসলিমকে শুধু অমুসলিম হওয়ার কারণে হত্যা করা বৈধ হয় না।

৩.২ মানবহত্যা হারাম

ইসলামী শরীয়তে শুধু মুসলিমকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা হারাম তা নয়, যেকোনো মানুষকে হত্যা করা হারাম। এটাও সুসাব্যস্ত যে, যেকোনো অপরাধের শাস্তি কার্যকর বা বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কোনো নাগরিকের এ দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার নেই। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

উচ্চারণ: মিন আজলি যালিকা, কাতাবনা আলা বানী ইসরাঈলা আন্নাহু মান কাতালা নাফসান বিগাইরি নাফসিন আউ ফাসাদিন ফিল আরদি ফাকাআন্নামা কাতালান নাসা জামীআ। ওয়া মান আহইয়াহা ফাকাআন্নামা আহইয়ান নাসা জামীআ। ওয়া লাকাদ জাআতহুম রুসুলুনা বিল বায়্যিনাতি। সুম্মা ইন্না কাসীরাম মিনহুম বা'দা যালিকা ফিল আরদি লামুসরিফুন।

অনুবাদ: এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের জন্য বিধান দিয়েছিলাম যে, যে ব্যক্তি মানুষ হত্যা কিংবা যমীনে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে সে যেন তামাম মানুষকেই হত্যা করল। আর যে মানুষের প্রাণ বাঁচালো, সে যেন তামাম মানুষকে বাঁচালো। তাদের কাছে আমার রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল, এরপরও তাদের অধিকাংশই পৃথিবীতে বাড়াবাড়িই করেছিল।[১৯] তিনি আরও বলেছেন:

---

[১৮] কুতুবিল সুনানে বাইহাকী, হাদীস ১৫৯৩৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩, মুসনাদে শাফেয়ী, হাদীস ১৫৮৫, দারুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

[১৯] সূরা মাইদা (৫), আয়াত: ৩২।

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

উচ্চারণ: ওয়া লা তাকরাবুল ফাওয়াহিশা মা যহারা মিনহা ওয়া মা বাতানা, ওয়া লা তাকতুলুন নাফসাল লাতি হাররামাল্লাহু ইল্লাহ বিল হাক্কি, যালিকুম ওয়াসসাকুম বিহী লাআল্লাকুম তা'কিলূন।

অনুবাদ: আর তোমরা প্রকাশ্যে হোক বা গোপন কোনও রকম অশ্লীল কাজের নিকটেও যেওনা আর আল্লাহ যে প্রাণীকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করো না। হে মানুষ! এই হচ্ছে সেই সব বিষয়, যার প্রতি আল্লাহ গুরুত্বারোপ করেছেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর।[২০]

অনেক সময় অপব্যাখ্যাকারী জঙ্গি বা আবেগী মুজাহিদগণ কুরআনের অন্যান্য আয়াত বাদ দিয়ে এবং আয়াতের আগের ও পরের বক্তব্য বাদ দিয়ে শুধু এ কথাগুলো উদ্ধৃত করে দাবী করেন যে, ইসলামে সকল কাফের বা অমুসলিমকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্যান্য আয়াত বাদ দিলেও সূরা তাওবার প্রথম পনেরটি আয়াত খুবই স্পষ্ট। এখানে অযোদ্ধা মুশরিক বা সাধারণ মানুষকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং বলা হয়েছে যে সকল কাফির জনগোষ্ঠীর সাথে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে যে সকল গোত্র, গ্রাম বা রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তাদের চুক্তি বহাল থাকবে। আর যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে তাদেরকে চুক্তি বাতিল ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়ে চার মাসের সময় দেওয়া হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে তার যদি দীন গ্রহণ করে বা বশ্যতা গ্রহণ করে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে হবে।অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ঘোষিত চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে। তাদের বাহিনীকে যেখানে পাওয়া যাবে আক্রমন করা হবে এবং হত্যা বা বন্দী করা হবে।

৩.৩ কাফের, মুশরিকদের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের বুঝ ও নীতি

এ আয়াতের নির্দেশ পালনে কখনোই রাসূলুল্লাহ (সা.) অযোদ্ধা মুশরিকদেরকে পথে-প্রান্তরে ধরে হত্যা করতে নির্দেশ দেননি। তার সাহাবারাও যুদ্ধের বাইরে কোনও কাফেরকে হত্যা করেননি। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কখনো কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেননি। সমাজে তারা মুসলমান, কাফের, মুশরিক, মুনাফিকদের সাথে একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছেন। এখানে মুশরিকগণ বলতে চুক্তিভঙ্গকারী মুশরিক জনগোষ্ঠী বা মুশরিক রাষ্ট্রের যোদ্ধাদেরকে বুঝিয়েছেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের প্রায়োগিক সুন্নাত থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারি যে, জিহাদের নামে নির্বিচারে ঢালাওভাবে যত্রতত্র কাফের মুশরিক হত্যা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনোই বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বা যুদ্ধরত কাফের ছাড়া অন্যদেরকে হত্যা করেননি। তার রাষ্ট্রে অগণিত কাফের সকল নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছেন। তিনি কখনোই তাদের হত্যা করেননি বা হত্যার অনুমতি দেননি। ঈমানের দাবিদার মুনাফিকদের তিনি চিনতেন। তাদেরকেও হত্যার অনুমতি তিনি দেননি। উপরন্তু তিনি অযোদ্ধা সাধারণ অমুসলিম নাগরিককে হত্যা কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। আয়াতে উল্লেখিত এ ঘোষণার উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বেশি জিহাদ করে বেশি মুশরিক হত্যা করা নয়, বরং এ ঘোষণার উদ্দেশ্য জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সীমিত করা এবং যত বেশি সম্ভব মানুষকে বাঁচানো। আধুনিক যুগেও

[২০] সূরা আনআম (৬), আয়াত: ১৫১।

আগ্রহী অযোদ্ধাদের সুযোগ দেওয়ার জন্য বা যুদ্ধরত রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠীর মনোবল দুর্বল করে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য এরূপ ঘোষণা দেওয়া হয়। যেকোন আন্তর্জাতিক ও মানবিক বিচারে যুদ্ধের জন্য এর চেয়ে মানবিক ও যৌক্তিক ঘোষনা হতে পারে না। সূরা তাওবার ছয় নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

উচ্চারণ: ওয়া ইন আহাদুম মিনাল মুশরিকীনাস তাজারাকা ফাআজিরহু হাত্তা ইয়াসমাআ কালামাল্লাহি সুম্মা আবলিগহু মা'মানাহু। যালিকা বিআন্নাহুম কাওমুল লা ইয়া'লামুন।

অনুবাদ: "আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে, অতঃপর তাকে পৌঁছিয়ে দাও তার নিরাপদ স্থানে। তা এই জন্য যে, তারা এমন এক কওম, যারা জানে না।"[২১]

এই আয়াত থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়:

১. কোন ভিন্নধর্মী যদি ইসলামের সত্যতার দলিল জানতে চায়, তবে প্রমাণপঞ্জী সহকারে তার সামনে ইসলামকে পেশ করা মুসলিমদের কর্তব্য। অনুরূপভাবে কোনো ভিন্নধর্মী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তত্ত্বাবলী হাসিলের জন্যে যদি মুসলমানদের কাছে আসে, তবে এর অনুমতি দান ও তার নিরাপত্তাবিধান করা মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব। তাকে বিব্রত করা বা তার ক্ষতিসাধন করা হারাম। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থান যেখান থেকে সে এসেছে সেখানে পৌঁছে দেয়াও মুসলমানদের দায়িত্ব।[২২]

২. ভিন্নধর্মীদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করাও মুসলমানদের ওপর আবশ্যক। কাফের মুশরিকদেরকে আল্লাহর কালাম শুনে এবং মুসলিমদের বাস্তব অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুশরিকগণ রাসুল (সা.) এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও রাসূলের প্রতি সাহাবাদের ভালবাসা দেখার পরে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল যা তাদের ঈমান গ্রহণে সহযোগিতা করেছিল।[২৩]

তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, তারা মূর্খতা বা অজ্ঞতা বশত: বিরোধিতায় লিপ্ত। আল্লাহর কালাম শোনার পর তাদের মধ্যে ভাবান্তর হবে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।[২৪] অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

উচ্চারণ: ওয়া কাতিলূ ফি সাবিলিল্লাহিল্লাযীনা ইয়ুকাতিলুনাকুম ওয়া লা তা'তাদূ। ইন্নাল্লাহা লা ইয়ুহিব্বুল মু'তাদীন।

---

[২১] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ৬।

[২২] তাফসীরে তাবারী, ১৪/১৩৮, মুআসসাসাতুর নিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০০০ আইসারুত তাফাসীর, ২/৩৪০, মাকতাবতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৩।

[২৩] তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪/১১৩, দার তাইবাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯।

[২৪] তাফসীরে সা'দী, পৃ. ৩২৯, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০০০।

অনুবাদ: "আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, এবং সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেননা।"[২৫]

৩.৩.১ বিষয়টি বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতোটা প্রাসঙ্গিক?

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এজন্য কুরআন ও হাদীসে মানব জীবনের সকল দিকের বিধিবিধান বিদ্যমান। কোনো বিধান ব্যক্তিগতভাবে পালনীয়, কোনো বিধান সামাজিকভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। প্রত্যেক বিধান পালনের জন্য নির্ধারিত শর্তাদি রয়েছে। কুরআনে 'সালাত' প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার কুরআনে 'চোরের হাত কাটার', 'ব্যভিচারীর বেত্রাঘাতের' ও জিহাদ বা কিতালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ইবাদতটি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। অন্য কেউ পালন না করলেও মুমিনকে ব্যক্তিগভাবে পালন করতেই হবে। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্দেশটি 'রাষ্ট্রীয় ভাবে' পালনীয়। কখনোই একজন মুমিন তা ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে পালন করতে পারেন না। এ জন্য জিহাদের শর্ত পাওয়া যেতে হবে। জিহাদ বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলাম অনেক শর্ত আরোপ করেছে। সেগুলির অন্যতম হল, (১) রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি, (২) রাষ্ট্র বা মুসলিমদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া, (৩) সন্ধি ও শান্তির সুযোগকে প্রাধান্য দেওয়া ও (৪) কেবলমাত্র যোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা।[২৬]

৩.৪ দণ্ড ও দণ্ডবিধি কার্যকর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের

ইসলামের যুদ্ধ বিধানের উপরোক্ত শর্ত ও আলোচনার দ্বারা এটি স্পষ্ট যে, ইসলামে জিহাদের নামে উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কোনো স্থান নেই। যে কেউ জিহাদের আহ্বান করতে পারে না। হাতে অস্ত্র তুলে নিতে পারেনা। মানুষ খুন করতে পারে না। ইসলামে মানুষ হত্যা মহাপাপ ও সুস্পষ্ট হারাম। এতে মুসলিম অমুসলিম বলে কোনো কথা নেই। ইসলামের এ বিধান পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো স্বীকৃত একটি স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ মুসলিম দেশে ধর্মের নামে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করার কোনো সুযোগই নেই। সে যে ধর্মেরই হোক, যে দেশেরই হোক না কেন। এখানে সবাই স্বাধীনভাবে ধর্মীয় জীবন যাপন করছে। কেউ কাউকে বাঁধা দিচ্ছে না। হ্যাঁ কেউ অপরাধ করলে তার বিচার হবে। এবং বিচার অবশ্যই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বিচারকের আদালতে যথাযথ সাক্ষ্য, প্রমাণ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে। মুমিনকে ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের নিষেধ ও পরিবর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাকে অন্যায়ের বিচার বা আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

---

[২৫] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ১৯০।

[২৬] আল মুগনি, ১০/৩৬৮, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৫, আসসিয়ারুল কাবীর, ১/৩২, শামেল, শারহুস সয়ারিল কাবীর, ১/৬৭, মাত্তকি আল ইসলাম, শামেলা, ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ২/১২৯, দারুল ফিকর, ১৯৯১, শামেলা, আহকামুল কুরআন, ১/৫১৮. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৮/৮, দারুল ফিকর, দামেস্ক, সিরিয়া, চতুর্থ সংস্করণ, আল আমাল আল ফিদাইয়্যাহ, ১/৮৬, রিসালাহ মাজিসতীর, শামেলা।

من رأى منْكرًا فاستطاعَ أن يغيّرَهُ بيدِهِ فليغيّرْهُ بيدِهِ فإن لم يستطع فبلسانِهِ فإن لم يستطع فبقلبِهِ وذلِكَ أضعفُ الإيمانِ

উচ্চারণ: মান রাআ মুনকারান ফাসতাতা'আ ফাল ইয়ুগায়্যিরহু বিইয়াদিহী, ফা-ইন লাম ইয়াসতাতি' ফাবিলিসানিহী, ফা-ইন লাম ইয়াসতাতি ফাবিকালবিহী। ওয়া যালিকা আদআফুল ঈমান।

অনুবাদ: "তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় দেখে তবে সে তার বাহুবল দিয়ে তা পরিবর্তন করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পবিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তবে সে তার অন্তর দিয়ে তা পরিবর্তন (কামনা) করবে, আর এটা ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।"[২৭]

৩.৫ অন্যায় প্রতিরোধে মুমিনের করণীয়

প্রত্যেক মুমিনেরই দায়িত্ব অন্যায় দেখতে পেলে সাধ্য ও সুযোগ মত তার পরিবর্তন বা সংশোধন করা। যেমন, মদ্যপান একটি মুনকার বা অন্যায়। কেউ অন্য কাউকে মদ্যপান করতে দেখলে সম্ভব হলে তা 'পরিবর্তন' করবেন। অর্থাৎ তিনি মদ্যপান বন্ধ করবেন। তা সম্ভব না হলে তিনি মুখ দ্বারা তা নিষেধ করবেন। তাও সম্ভব না হলে তিনি অন্তর দিয়ে তা পরিবর্তন করবেন, অর্থাৎ তা পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করবেন বা ঘৃণা করবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মুমিন 'মদ্যপানের' অপরাধে উক্ত ব্যক্তিকে বিচার করতে বা শাস্তি দিতে পারবেন না। প্রয়োজনে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে আইনের হাতে সোপর্দ করবেন। কাউকে কোনো অপরাধে লিপ্ত দেখে তাকে বিচারকের নিকট সোপর্দ করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে বিচার ছাড়া কেউ শাস্তি দিতে পারেন না। এ প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান বিচারপতিও কাউকে শাস্তি দিতে পারেন না।

৩.৬ রাষ্ট্রপ্রধানও আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারেননা

খলীফা উমর (রা.) আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রা.) কে বলেন:

لورأيت رجلا على حد زنا اوسرقة وانت اميرفقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت

উচ্চারণ: লাও রাআইতা রাজুলান আলা হাদ্দি যিনা আও সারিকাতিন ওয়া আনতা আমিরুন। ফা-কালা শাহাদাতুকা শাহাদাতু রাজুলিম মিনাল মুসলিমীন। কালা সাদাকতা।

অনুবাদ: "আপনি শাসক থাকা অবস্থায় যদি কাউকে ব্যভিচারের অপরাধে বা চুরির অপরাধে রত দেখতে পান তাহলে তার বিচারের বিধান কী? (নিজের দেখাতেই কি বিচার করতে পারবেন?)" আব্দুর রাহমান (রা.) বলেন, "আপনার সাক্ষ্যও একজন সাধারণ মুসলিমের সাক্ষ্যের সমান।" উমর (রা.) বলেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন।"[২৮] অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান নিজের হাতে বিচার তুলে নিতে পারবেন না। এমনকি তার সাক্ষ্যের অতিরিক্ত কোনো মূল্যও নেই।

---

[২৭] সহীহ মুসলিম হাদীস: ৭৮, দার ইহয়া আত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, শামেলা, সুনান আল আইহাকী, হাদী ২০১৭৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩০৭, মুআসসাসাহতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩।

[২৮] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭১৬৯, দার তওকুন, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি.।

অধ্যায়-০৪

আইন প্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্টদের উপর আক্রমণের পক্ষে উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা

উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা: বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসিত একটি তাগুতী রাষ্ট্র। এ দেশের শাসকবর্গ তাগুত ও কাফের। দেশের সকল সরকার আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানকে মানবরচিত আইন দ্বারা পরিবর্তন করেছে। যার ফলে তারা তাগুত হয়ে যায়; কাফের হয়ে যায় এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ অর্থাৎ সশস্ত্র কিতাল করা ফরজে আইন হয়ে যায়। এই সরকারের সকল সদস্য, বিচারক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সমর্থকরা তাগুত তথা কুফুরি শিরকের সমর্থক। তারা চাকুরীর মাধ্যমে সরকার ও সরকারি লোকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে, তাদের এবং তাদের বিধিবিধান ও নীতিমালার সাহায্য-সহযোগিতা করছে, তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে, দাওয়াতের মাধ্যমে, পরিচালনার মাধ্যমে বা স্বেচ্ছায় তাদের আদালতে গিয়ে তাদের সাহায্য করছে যা সরাসরি শিরক, স্পষ্ট কুফুরী এবং আল্লাহর দ্বীন থেকে সরে যাওয়া। তারা এ চাকুরীতে লিপ্ত সে তাগুতদেরকে পরিত্যাগ করার মূলনীতি ভঙ্গ করেছে।" ঈমানের মূলনীতি হল, তাগুতের উপাসনা পরিত্যাগ করা, নিজ ইচ্ছায় তাদের আদালতে যাওয়া থেকে বিরত থাকা, তাদের বিধিবিধান ও আইন-কানুন সংরক্ষণ করা বা শ্রদ্ধা করা থেকে বেচে থাকা, ইত্যাদি।

সুতরাং বর্তমান দুনিয়াতে দাউলাতুল ইসলাম (আইএস) ছাড়া সকল রাষ্ট্র দারুল কুফর তথা কাফের রাষ্ট্র। এ সকল রাষ্ট্র ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয, যতক্ষণ না দীন কায়েম হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

উচ্চারণ: ওয়া কাতিলূহুম হাত্তা লা তাকূনা ফিতানতুন ওয়া ইয়াকূনাদ দীনু কুল্লুহূ লিল্লাহ। ফাইনিন তাহাও ফাইন্নাল্লাহা বিমা ইয়ামালূনা বাসীর।

অনুবাদ: তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না ফিতনা (কুফর ও শিরক) খতম হয়ে যায় আর দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর তারা যদি বিরত হয় তাহলে তারা (ন্যায় বা অন্যায়) যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।[২৯]

এ ছাড়া যেসকল মুসলিম সরকার ইসলামী বিধান অনুযায়ী দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেননা বা যেসব আদালত তদনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করে না, তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করে তাদের হত্যা করার পক্ষে নিম্নের আয়াতটিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন সূরা মাইদার ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

[২৯] সূরা আনফাল (৮), আয়াত: ৩৯।

উচ্চারণ: ওয়া মান লাম ইয়াহকুম বিমা আনযালাল্লাহু ফা-উলা-ইকা হুমুল কাফিরূন।

অনুবাদ: যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার বা শাসন করেনা, তারা কাফের।[৩০]

এর পরের আয়াত ৪৫ এ রয়েছে তারা যালেম فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (ফা-উলা-ইকা হুমুয যালিমূন) এবং ৪৭ এ রয়েছে, তারা ফাসেক فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (ফা-উলা-ইকা হুমুল ফাসিকূন)। একই অপরাধের তিন রকম পরিণতি: কাফের, যালেম ও ফাসেক।

৪.১ উপরোক্ত বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা

এক, সূরা আনফালের ৩৯ নং আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যা: আমরা ইতিপূর্বে জিহাদ ও কিতাল সংক্রান্ত আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যায় বলেছি যে, কুরআনের যত জায়গায় আল্লাহ তাআলা জিহাদ, কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধের আদেশ করেছেন তার প্রত্যেকটির পেছনে কোনো না কোনো ঐতিহাসিক পটভূমি বা প্রেক্ষাপট বা বিশেষ কিছু পরিস্থিতি রয়েছে। এগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো নির্দেশ নয়। কিন্তু জঙ্গিরা সবসময় এ আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। উল্লেখিত আয়াতটিও এমন একটি আয়াত যা জঙ্গিবাদীরা অপব্যাখ্যা করে থাকে। আয়াতটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রখ্যাত মুফাসসিরদের ব্যাখ্যা এখানে তুলে ধরা হল।

আয়াতে ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য:

আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) প্রমূখ সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে, আয়াতে ফিতনা অর্থ হচ্ছে, দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের ধারা, পক্ষান্তরে দ্বীন' শব্দের অর্থ প্রভাব ও বিজয়। মক্কার কাফেররা সদাসর্বদা মুসলিমদের উপর এ ফিতনা অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থান করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদীনায় হিজরত করেন, তারপরও গোটা মদীনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা-রোষই প্রকাশ পেতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এখানে আয়তটির অর্থ হবে, মুসলিমগণকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তারা অন্যায়-অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন, মুসলিম আপন দ্বীন পালন করতে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়।[৩১]

যদি কোনো আমলের কারণে কোনো মুসলিম শাসক বা সেনাপতিকে মূলধারার জমহুর উলামাগণ বিধি মোতাবেক কাফের বা মুরতাদ ফাতওয়া প্রদান করে থাকেন, তাহলে ইসলামী আদালত বা বিচারিক রায় ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া কারো জন্য বৈধ নয়। সুতরাং কাফের বা ফাসেক যে কাউকে আঘাত বা আক্রমণ করা কোনো ব্যক্তি/গোষ্ঠীর জন্য অপরাধ।

[৩০] সূরা আনফাল (৮), আয়াত: ৩৯।
[৩১] সূরা মায়ইদা (৫), আয়াত: ৪৪।

৪.২ অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলমানকে কাফের বলা যাবে না

কোন মানুষ নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিলে সে কাফের নয়। অনুরূপভাবে মুসলিম বিশ্বের শাসকবর্গ নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিলে তারা কাফের নন। কোনো মুসলিম পাপ করলে কাফের হয় না এবং ইসলাম থেকেও খারিজ হয়ে যায় না। ব্যক্তিগত কারনে কোন ব্যক্তি ইসলামী বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারছেন না বলে তারা গুনাহগার হতে পারেন, তবে কাফের হওয়ার কোনো দলিল নেই। আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إذا قال الرجلُ لأخيهِ يا كافِرُ باءَ بِه أحَدُهما

উচ্চারণ: ইযা কালার রাজুলু লিআখিহি ইয়া কাফিরু, বাআ বিহী আহাদুহুমা।

অনুবাদ: কোন ব্যক্তি যদি (অন্যায়ভাবে) তার মুসলমান ভাইকে কাফের বলে, নিঃসন্দেহে তাদের যেকোনো একজনের প্রতি কুফরি আপতিত হবে। তার কথায় বাস্তবতা না থাকলে কুফরি তার নিজের দিকেই বর্তাবে।[৩২]

এই হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়, অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলমানকে কাফের বলা হারাম। এমনকি অজ্ঞতাবশত কেউ শরিয়তের কোনো বিধান অস্বীকার বা বিরোধিতা করলেও তার বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।[৩৩] আকীদা তাহাবিয়ায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنبٍ ما لم يستحلَّه

উচ্চারণ: লা নুকাফফিরু আহাদান মিন আহলিল কিবলাতি বিযানবিন মা লাম ইয়াসতাহিল্লাহু

অনুবাদ: "আমরা কা'বাকে কিবলা স্বীকারকারী কোনো মুসলিমকে তার অপরাধের কারণে কাফির আখ্যায়িত করি না, যতক্ষণ না সে অপরাধকে বৈধ মনে করে।"[৩৪]

৪.৩ রাষ্ট্রের শাসক, বিচারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও কর্মচারীর উপর আক্রমন একটি জঘন্যতম অপরাধ

রাষ্ট্রের শাসক, বিচারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারী উপর আক্রমন একটি জঘন্যতম অপরাধ। এ ধরণের অপরাধীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা চির জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তিনি তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হবেন বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়া

---

[৩২] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬১০৩, ৬১০৪, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সহীহ মুসলীম, হাদীস: ৬০, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, শামেলা, মুয়াত্তা মালিক, হাদীস: ১, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, সংস্করণ সন, ১৯৮৫।

[৩৩] মুখতাসারুল ফাতাওয়া আল মিসরিইয়্যাহ, পৃ: ৫৭২ ।

[৩৪] শাহরুল আকীদা আত তাহাবিয়া, শায়খ আব্দুল্লাহ জিবরীন, ৩৮/২, শামেলা, শারহু লুমআতিল ইতিকাদ, ১৭/৬, শামেলা, কিতাব উসূলুদ্দীন, পৃ: ৩০৪, দারুল বাশাইর আল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮।

হত্যাকারীর উপর তাঁর অভিশাপ ও আখিরাতে তার জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

উচ্চারণ: ওয়া মান ইয়াকতুল মুমিনাম মুতাআম্মিদান ফাজাযা-উহু জাহান্নামু খালিদান ফীহা ওয়া গাদিবাল্লাহু আলাইহি ওয়া লাআনাহু ওয়া আ'আদ্দা লাহু আযাবান আযীমা।

অনুবাদ: "আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। তার মধ্যে সে সদা সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন ও তাকে অভিশাপ দিবেন। তেমনিভাবে তিনি তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ভীষণ শাস্তি"।[৩৫]

৪.৪ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা পৃথিবীর সকল মানুষ হত্যার সমান

নিরপরাধ মানুষ হত্যা পৃথিবীর সকল মানুষ হত্যার সমান। এ কারণেই শুধুমাত্র একজনের হত্যাকারীকে আল্লাহ্ তাআআলা সমগ্র মানবতার হত্যাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

উচ্চারণ: মিন আজলি যালিকা, কাতাবনা আলা বানী ইসরাঈলা আন্নাহু মান কাতালা নাফসান বিগাইরি নাফসিন আও ফাসাদিন ফিল আরদি ফাকাআন্নামা কাতালান নাসা জামীআ। ওয়া মান আহইয়াহা ফাকাআন্নামা আহইয়ান নাসা জামীআ। ওয়া লাকাদ জাআতহুম রুসুলুনা বিল বায়্যিনাতি। সুম্মা ইন্না কাসীরাম মিনহুম বা'দা যালিকা ফিল আরদি লামুসরিফুন।

অনুবাদ: "এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যার বিনিময় অথবা ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টির হেতু ছাড়া অন্যায়ভাবে হত্যা করলো সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কাউকে অবৈধ হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা করলো সে যেন সকল মানুষকেই রক্ষা করলো"।[৩৬]

৪.৫ হত্যাকাণ্ড সর্ববৃহৎ গুনাহ্

হত্যাকাণ্ডকে হাদীসের পরিভাষায় সর্ববৃহৎ গুনাহ্ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন:

---

[৩৫] সূরা নিসা (৪), আয়াত: ৯৩।
[৩৬] সূরা মাইদা (৫), আয়াত: ৩২।

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ،وَقَتْلُ النَّفْسِ،وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ،وَقَوْلُ الزُّوْرِ،أَوْقَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

উচ্চারণ: আকবারুল কাবাইরি আল ইশরাকু বিল্লাহ ওয়া কাতলুন নাফসি ওয়া উকূকুল ওয়ালিদাইনি ওয়া কাওলুয যূরি আও কালা শাহাদাতুয যূরি।

অনুবাদ: "সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে চারটি: আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা। বর্ণনাকারী বলেন: হয়তো বা রাসূল (সা.) বলেছেন: মিথ্যা সাক্ষী দেয়া"।[৩৭] আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন:

لو أنَّ أهلَ السَّماءِ وأهلَ الأرضِ اشتركوا في دمٍ لأكبَّهم اللهُ في النَّارِ

উচ্চারণ: লাও আন্না আহলাস সামা-ই ওয়া আহলাল আরদি ইশতারাকূ ফী দামিন, লাআকাব্বাহুমুল্লাহু ফিন নারি।

অনুবাদ: "যদি আকাশ ও পৃথিবীর সকলে মিলেও কোন মু'মিন হত্যায় অংশ গ্রহণ করে তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন"।[৩৮]

আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি :

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

উচ্চারণ: কুল্লু যানবিন আসাল্লাহু আন ইয়াগফিরাহু ইল্লা মান মাতা মুশরিকান আও মুমিনুন কাতালা মুমিনান মুতাআম্মিদান।

অনুবাদ: "আল্লাহ হয়তো সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু তাঁর সাথে শিরককারী বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যাকারীর গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না"।[৩৯]

৪.৬ ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সংবিধান

উগ্রবাদীদের এটি অপব্যাখ্যা যে, বাংলাদেশ মানবরচিত আইনে পরিচালিত, তাই এ সরকারের বিচারালয়ে বা অধীনে চাকুরি করা কুফরি ও শিরক। এটি একটি চরম অজ্ঞতা প্রসূত ভয়ঙ্কর বক্তব্য। বিশুদ্ধ কথা হল, কোনো দেশ মানব রচিত আইনে শাসিত হলেই তার অধীনে চাকরি করা হারাম হয়ে যায় না। এমন কোন কথা কুরআন সুন্নাহর কোথাও নেই। বরং এ ক্ষেত্রে ইসলামের কথা হল, কাজটি যদি হালাল হয় এবং তাতে যদি ইসলাম বিরোধী কিছু না থাকে তাহলে তা হালাল।[৪০]

---

[৩৭] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৮১৭, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৮৮, দার ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[৩৮] সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১৩৯।

[৩৯] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৪২৭০।

[৪০] কিতাবুন নাওয়াযেল, ১৭/৫০৪ ।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনকে জঙ্গিরা বলছে যে, এ আইন মানবরচিত কুফুরি আইন যা একজন তাওহীদবাদী মুসলিম মানতে পারে না। এটিও জঙ্গিদের একটি ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচার। বাংলাদেশের আইন সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ফৌজদারি এবং দেওয়ানি আইন সার্বজনীন ও ধর্মনিরপেক্ষ। তবে এখানেও কিছু ইসলামী আইনের মূলনীতি প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন: হত্যা, ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি।

এছাড়াও ইসলামী আইনের আওতায় রয়েছে, ১. বিবাহ ২. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার ৩. মোহরানা ৪. বিবাহবিচ্ছেদ ও তালাক ৫. পিতৃত্ব বৈধতা এবং স্বীকৃতি ৬. ওয়াকফ ৭. হেবা ও দান ৮. উইল ৯. শুফা, উত্তরাধিকার প্রভৃতি আইন। এর বাইরে প্রচলিত ফৌজদারি আইনেই ধর্ম অবমাননা এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ২৯৫ থেকে ২৯৮ ধারার আইনে এ সংক্রান্ত অপরাধ এবং শাস্তির বিধান আছে।

সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের আইন-কানুন ইসলাম বিরোধী নয়। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনে (সংবিধান) ইসলামসহ সকল ধর্মের মানুষের স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মকর্ম পালন করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪.৭ ইসলামে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য বাধ্যতামূলক

আবদুল্লাহ (রা.) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

السمعُ والطاعةُ حقٌّ على المرْءِ فيما أَحَبَّ أَوْ كرِهَ ما لمْ يُؤْمَرْ بِمعصيةٍ ، فإذا أُمِرَ بمعصيةٍ فلا سمْعَ عليه ولا طاعةَ

উচ্চারণ: আস সামউ ওয়াত তাআতু হাক্কুন আলাল মার-ই ফীমা আহাব্বা আউ কারিহা মা লাম ইয়ুমার বিমা'সিআতিন। ফা-ইযা উমিরা বিমা'সিআতিন ফালা সামআ ওয়া লা তাআতা।

অনুবাদ: যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া না হয়, ততক্ষন পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সব বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার মান্যতা ও আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন আর মান্যতা ও আনুগত্যের প্রয়োজন নেই।[৪১]

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলাম ধর্ম নিয়ে উগ্রতা বা চরমপন্থা অবলম্বন করে রাষ্ট্রের কোন কর্মচারীকে হত্যা একটি চরম সীমালঙ্ঘন ও অমার্জনীয় অপরাধ। জঙ্গিদের বক্তব্য, অবস্থান ও কর্মতৎপরতা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, তাদের অবস্থান ইসলাম, মুসলমান, বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তথা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। তাদের প্রধান টার্গেট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিচারক ও বিচারব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তারা দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়।

[৪১] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৬৫৯, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি.।

অধ্যায়-০৫

গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের উপর হামলার পক্ষে উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা

অপব্যাখ্যা: গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি তন্ত্র। এই তন্ত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণের হাতে অথবা তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধি (পার্লামেন্ট সদস্য) এর হাতে অর্পণ করা হয়। তাই এ তন্ত্রের মাধ্যমে গায়রুল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়না; বরং জনগণ ও জনপ্রতিনিধির শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে জানিয়েছেন, হুকুম বা শাসনের মালিক একমাত্র তিনি এবং তিনিই হচ্ছেন উত্তম হুকুমদাতা বা শাসক। পক্ষান্তরে অন্যকে তাঁর শাসনে অংশীদার করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

উচ্চারণ: ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ। আমারা আল লা তা'বুদূ ইল্লা ইয়্যাহু। যালিকাদ দীনুল কায়্যিমু। ওয়া লাকিন্না আকসারান নাসি লা ইয়া'লামূন।

অনুবাদ: "আল্লাহ ছাড়া কোন বিধান দাতা নেই। তিনি আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না, এটাই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।"[৪২]

উগ্রবাদীরা বলতে চায়, যে বা যারা আল্লাহর শাসন মানল না, সে বা তারা পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে না পারার কারণে কাফের হয়ে যাবে। আর কাফেরদেরকে হত্যা করা মুসলমানদের জন্য হালাল ও আবশ্যক।

৫.১ উপরোক্ত ব্যাপারে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা

এ সূরার নাম সূরা ইউসুফ। সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। এর নামকরণ এ কারণে হয়েছে যে, পুরো সূরা জুড়ে আছে হযরত ইউসুফ (আ.) এর ঘটনা রয়েছে।

সূরা ইউসুফের কিছু বৈশিষ্ট্য: এ সূরায় ইউসুফ (আ.) এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই উল্লেখিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র ইউসুফ (আ.) এর কাহিনীরই বৈশিষ্ট্য।[৪৩]

এ ছাড়া অন্য সব আম্বিয়া (আ.) এর ঘটনাবলী সমগ্র কুরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.) এর কাছে সুন্দর কিচ্ছা শোনানোর আবদার করলে আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউসুফ নাযিল করেন।[৪৪]

---

[৪২] সূরা ইউসুফ (১২), আয়াত: ৪০।

[৪৩] তাফসীরে কুরতুবী, ৯/১১৮, দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৪।

[৪৪] কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, ১/১১৮৮, কিং ফাহাদ কুরআন কমপ্লেক্স, মদীনা।

সূরা ইউসুফে বর্ণীত কাহিনীর একটি অংশ হচ্ছে এ আয়াতটি। এটি মূলত ইউসুফ (আ.) এর তাওহীদ বিষয়ক ভাষণ। ভাষণটি কুরআনেরও তাওহীদ সম্পর্কিত সর্বোত্তম ভাষণগুলোর অন্যতম। ইউসুফ (আ.) এর একটি নবুওয়াতের দাওয়াতি উদ্দেশ্য ছিল, এবং তার দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ তিনি কারাগারেই শুরু করে দিয়েছিলেন। এ প্রথম তিনি লোকদের সামনে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করেন। প্রথমেই তিনি বলেন যে, হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন রব উত্তম, না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ? যিনি তাঁর সম্মান ও মাহাত্ম্য দিয়ে সবকিছুর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন? তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, যেগুলোর তোমরা ইবাদত কর এবং যাদেরকে তোমরা ইলাহরূপে নাম দিয়েছ, সেটা নিতান্তই তাদের মূর্খতা। তারা নিজেরাই সেগুলোর নাম রেখেছে। তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেছে মাত্র। এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তারপর তিনি বললেন, রাজত্ব ও হুকুম সবই একমাত্র আল্লাহর।

আর তিনি তাঁর বান্দাদের সবাইকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কারও যেন ইবাদত করা না হয়। তারপর তিনি বললেন, আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র তাওহীদের (একাত্মবাদ) দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহর জন্য তাওহীদ, একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য নিষ্ঠাসহকারে আমল করা সেটাই তো সরল সোজা প্রকৃত দ্বীন; যা গ্রহণ করার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন। যার জন্য তিনি দলিল-প্রমাণাদি নাযিল করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না বলেই শিরকে লিপ্ত হয়।[৪৫]

ইবনে জারির (রা.) বলেন, তিনি যখন দেখলেন যে, তারা তাকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে প্রশ্ন করছে তখন এটাকেই তাদেরকে তাওহীদ ও ইসলামের দিকে দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি দেখতে পেলেন যে, তাদের প্রকৃতিতে কল্যাণ গ্রহণের ও শোনার প্রবণতা রয়েছে। আর সেজন্যই যখন তিনি তার দাওয়াত ও নসীহত শেষ করলেন, তখনি তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যার দিকে মনোনিবেশ করলেন। দ্বিতীয় বার প্রশ্নের অপেক্ষায় থাকলেন না।[৪৬]

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এটি সুস্পষ্ট যে, উগ্র জঙ্গিবাদীরা আয়াতের যে ব্যাখ্যা প্রদান করে তা নিতান্তই ভুল ও বিভ্রান্তকর ব্যাখ্যা। ইসলাম বিদ্বেষী খারেজী ও জঙ্গি সম্প্রদায় তাদের নিজেদের স্বার্থে এ ধরণের অপব্যাখ্যা করে থাকে। এ আয়াতে মূলত বোঝানো হয়েছে যে, হুকুম বা শরীয়তের বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহ তা'আলাই রাখেন, অন্য কেউ নন। অথবা এ আয়াতে প্রকৃতির মাঝে কেবল আল্লাহ তা'আলার হুকুমই চলে-এ কথাটি বোঝানো হয়েছে।[৪৭]

৫.২ গণতন্ত্র ও ইসলাম

বিশ্বের অতীত ও বর্তমান বিভিন্ন শাসনপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে আমরা বলতে পারি যে, শাসনপদ্ধতি মূলত দুই প্রকারের হতে পারে:

(১) জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এবং

(২) শাসকের একচ্ছত্র ক্ষমতার ভিত্তিতে।

---

[৪৫] তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৮/৪৩, দার তাইবাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯।

[৪৬] তাফসীরে তবারী, ১৩/১৬৪, ১৬৫ হাজার লিত তবাআহ, কায়রো, প্রথম সংস্কারণ, ২০০১।

[৪৭] আশরাফ আলী থানবী, বয়ানুল কুরআন, ২খ, ভারত, দেওবন্দ, মাকতাবায়ে আয়রাফিয়া তা.বি. পৃ.।

আধুনিক পরিভাষায় শাসনব্যবস্থার প্রথম পদ্ধতি গণতন্ত্র (Democracy) এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি স্বৈরতন্ত্র (Autocracy) নামে পরিচিত। আর যদি শাসক বা শাসকগোষ্ঠী ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব বা ধর্মীয় অভ্রান্ততা দাবি করেন তাহলে তা "পুরোহিততন্ত্র", "যাজকতন্ত্র" বা Theocracy নামে পরিচিত। এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামের উপযুক্ত "শাসনপদ্ধতি"-কে আমরা কোন প্রকারের বলে গণ্য করব? বা শাসনপদ্ধতি বিষয়ে ইসলামের দিক নির্দেশনার সমষ্টিকে আমরা সহজবোধ্যভাবে কী বলতে পারি? ইসলামের শাসনপদ্ধতি কি গণতন্ত্র? না স্বৈরতন্ত্র? না পুরোহিততন্ত্র? অথবা অন্তত এর কোনটির সবচেয়ে নিকটবর্তী?

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, ইসলামের শাসনপদ্ধতি গণতান্ত্রিক। কিন্তু ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে পাশ্চাত্য গবেষকগণ একে Theocracy বলে উল্লেখ করেছেন। Theocracy শব্দটি গ্রীক *Theokratia* থেকে আগত। এর অর্থ Governemnt by a God বা দেবতার সরকার। এ ব্যবস্থায় দেবতা, ঈশ্বর বা মহান স্রষ্টাকে একচ্ছত্র ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ মালিকানার অধিকারী, এবং সকল আইনকে ঈশ্বরের নির্দেশ বলে গণ্য করা হয়। স্বভাবতই দেবতা বা ঈশ্বর নিজে শাসন করেন না। কাজেই ঈশ্বরের নামে পুরোহিতগণ বা রাজাই শাসন পরিচালনা করেন। তবে তারা নিজেদেরকে "ঈশ্বরের প্রতিনিধি" বলে দাবি করেন এবং তাদের আদেশ নিষেধকে অলঙ্ঘনীয় ঐশ্বরিক নির্দেশ বলে গণ্য করেন।

ইসলামে আল্লাহকে সর্বোচ্চ মালিকানার অধিকারী (Sovereign) বলে বিশ্বাস করা হয়। তিনিই হুকুম, নির্দেশ বা বিধান প্রদানের অধিকারী। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা থিওক্রাটিক। থিওক্র্যাসির সাথে ইসলামের মৌলিক পার্থক্য হলো, থিওক্র্যাসিতে রাজা বা পুরোহিতগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তারা ধর্মের নামে বা ঈশ্বরের নামে যে ব্যাখ্যা, আইন বা বিধান প্রদান করবেন তা মান্য করা জনগণের "ধর্মীয়" দায়িত্ব এবং অমান্য করা "ধর্মদ্রোহিতা"। থিওক্র্যাসি হলো ঈশ্বরের বা ধর্মের নামে স্বৈরতন্ত্র।

গণতন্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব যে, গণতন্ত্র অর্থ নির্ধারিত কোনো সরকার ব্যবস্থা নয়। শাসনব্যবস্থায় যেকোনোভাবে জনগণের অংশীদারিত্ব, পরামর্শগ্রহণ ও জনগণের নিকট জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকলেই তাকে "গণতন্ত্র" বলা যায়।

৫.৩ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি কতোটা প্রাসঙ্গিক ?

উপরের আলোচনা থেকে এটি সহজেই অনুমেয় যে, গণতন্ত্র মানে সুনির্ধারিত সরকার ব্যবস্থার নাম নয়। এর অর্থ হল, শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশীদারিত্ব, পরামর্শগ্রহণ ও জনগণের নিকট জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থাকেই "গণতন্ত্র" বলা হয়। এটির সুনির্দিষ্ট কোনো রূপরেখা নেই। পৃথিবীর একেক দেশে এর রুপ একেক রকম। প্রতিটি দেশই সে দেশের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সভ্যতা, সংস্কৃতির আলোকে জনগণের অংশগ্রহণে এ আইন প্রণয়ন করে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ব্যতিক্রম নয়।

অতএব ঢালাওভাবে গনতন্ত্র কুফুরি, শিরকি মতবাদ বলে প্রচার করা, গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের উপর আক্রমণ করা, হত্যা করা, একটি চরম অপরাধ ও জ্ঞানপাপ। এভাবে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে কখনো ইসলাম কায়েম করা যাবে না। দুষ্কৃতিকারী জঙ্গিরা তাদের এ অপরাধের জন্য অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا

উচ্চারণ: ওয়া মান ইয়াকতুল মুমিনাম মুতাআম্মিদান ফাজাযা-উহু জাহান্নাহু খালিদান ফীহা ওয়া গাদিবাল্লাহু আলাইহি ওয়া লাআনাহু ওয়া আ'আদ্দা লাহু আযাবান আযীমা।

অনুবাদ: "আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো ম'মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। তার মধ্যে সে সদা সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন ও তাকে অভিশাপ দিবেন। তেমনিভাবে তিনি তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ভীষণ শাস্তি"।[৪৮] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِيْ الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

উচ্চারণ: মিন আজলি যালিকা, কাতাবনা আলা বানী ইসরাঈলা আন্নাহু মান কাতালা নাফসান বিগাইরি নাফসিন আউ ফাসাদিন ফিল আরদি ফাকাআন্নামা কাতালান নাসা জামীআ। ওয়া মান আহইয়াহা ফাকাআন্নামা আহইয়ান নাসা জামীআ।

অনুবাদ: "এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যার বিনিময় অথবা ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টির হেতু ছাড়া অন্যায়ভাবে হত্যা করলো সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কাউকে অবৈধ হত্যাকান্ড থেকে রক্ষা করলো সে যেন সকল মানুষকেই রক্ষা করলো"।[৪৯]

আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন:

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوْا فِيْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِيْ النَّارِ.

উচ্চারণ: লাও আন্না আহলাস সামা-ই ওয়া আহলাল আরদি ইশতারাকূ ফী দামিন, লাআকাব্বাহুমুল্লাহু ফিন নারি।

অনুবাদ: "যদি আকাশ ও পৃথিবীর সকলে মিলেও কোন মু'মিন হত্যায় অংশ গ্রহণ করে তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন"।[৫০]

---

[৪৮] সূরা নিসা (৪), আয়াত: ৯৩।

[৪৯] সূরা মাইদাহ, (৫), আয়াত: ৩২।

[৫০] সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১৩৯৮, শারিকাতু মাকতাবা ওয়া মাতআব মুস্তফা আল হালাবী, মিশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, সুনান আল বাইহাকী, হাদীস ১৫৮৬৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩।

অধ্যায়-০৬

ইসলামে জিহাদ ও এর শর্ত

৬.১ জিহাদের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

(اَلْجِهَادُ) জিহাদ শব্দটি আরবি। এটি جَاهَدَ، يُجَاهِدُ، مُجَاهَدَةً وَ جِهَاداً শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে। এর অর্থ: চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, সাধনা, কঠোর পরিশ্রম ইত্যাদি।[৫১]

আল্লামা ইবনে মানযূর তার প্রখ্যাত আরবি ভাষার বিশ্বকোষ লিসানুল আরবে লিখেছেন: اَلْجَهْدُ وَالْجُهْدُঅর্থ শক্তি সামর্থ্য, সক্ষমতা।[৫২]

আল্লামা ইবরাহীম মুস্তফা তার বিখ্যাত অভিধানগ্রন্থ আল মুজাম আল ওয়াসীত-এ লিখেছেন: جَهَدَ جَهْدًاঅর্থ পরিশ্রান্ত প্রচেষ্টা, যেমন বলা হয় তিনি কোনো বিষয়ে চেষ্টা করেছেন।[৫৩] পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: وَ اَقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ (ওয়া আকসামূ বিল্লাহি জাহদা আইমানিহিম) তারা আল্লাহ্র নামে কসম করে তাদের কার্যাবলীর বৈধতা প্রমাণের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করছে।[৫৪]

প্রখ্যাত ভাষাবিদ আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী তার প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ আল কামুস আল মুহীত-এ লিখেছেন: اَلْجَهْدُ الطَّاقَةُ وَالْجُهْدُঅর্থ চেষ্টা, সাধনা, পরিশ্রম। যেমন, اِجْهَدْ جَهْدَكَ অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো।[৫৫]

পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ বলতে বলা হয়, মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকে। ফিকহের পরিভাষায় জিহাদের পারিভাষিক অর্থ কিতাল বা ইসলামী রাষ্ট্রের সশস্ত্র যুদ্ধ।[৫৬]

---

[৫১] ইবনে মানযূর, আবুল ফযল জামালউদ্দীর মুহাম্মদ বিন মুকাররম, লিসানুল আরব, ৪/১৩৩-১৩৫, দারুস সাদীর, বৈরুত, ১৯৫৬।

[৫২] ইবনে সানযূর, আবুল ফযল জামালউদ্দীর বিন মুকাররম, লিসানুল আরব,৪/১৩৩-১৩৫, দারুস সাদীর, বৈরুত, ১৯৫৬।

[৫৩] ইবরাহীম মুস্তফা, আল মুজাম আল ওয়াসীত, ১/১৪২, দারুল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৮০।

[৫৪] সূরা নাহাল (১৬), আয়াত: ৩৮।

[৫৫] মাজদুদ্দীন বিন ইয়াকুব ফিরোযাবাদী, আল কামুস আল মুহীত, পৃ: ৩৫১, মুআসসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৭।

[৫৬] ইবনু হাজার আসকালীন, ফাতহুল বারী ৬/৩, দারুল ফিকর, বৈরুত, সানআনী, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল, সুবুলুস সালাম ৪/৪১, দার ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৭৯ হি., শাওকারী, মুহাম্মদ ইবনু আলী, নাইলুল আওতার ৮/২৫, দারুল জীল, বৈরুত, ১৯৭৩।

৬.২ ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এর সওয়াব ও প্রতিদান অফুরন্ত। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে জিহাদের প্রতি অনীহা, অনিচ্ছা ও অপছন্দতাকে ঈমানের দুর্বলতা ও নেফাকের প্রমাণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেছেন:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

উচ্চারণ: মান মাতা ওয়া লাম ইয়াগযু ওয়া লাম ইয়ুহাদ্দিস বিহী নাফসাহূ মাতা আলা শু'বাতিম মিন নিফাকি।

অনুবাদ: "যদি কেউ এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি এবং যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণের কোনো কথাও নিজের মনকে কখনো বলে নি, তবে সে ব্যক্তি মুনাফিকীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল।"[৫৭]

জিহাদ ফরযে কিফায়া অবস্থায় যদি সকল মুসলিম তা ত্যাগ করে, এবং ফরযে আইন অবস্থায় মুসলমানগণ তা ত্যাগ করে তবে তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা লাঞ্চনা চাপিয়ে দিবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ , وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ، بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

উচ্চারণ: ইযা তাবাইয়া'তুম বিল ইনাতি ওয়া আখাযতুম আযনাবাল বাকারি ওয়া রাদিতুম বিয যারঈ ওয়া তারাকতুমুল জিহাদা সাল্লাতাল্লাহু আলাইকুম যুল্লান লা ইয়ানযিউহু হাত্তা তারজি-উ ইলা দীনিকুম।

অনুবাদ: "যখন তোমরা অবৈধ ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত হবে, গবাদিপশু লেজ ধারণ করবে, চাষাবাদেই তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, দীনে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত যা তিনি অপসারণ করবেন না।"[৫৮]

উপরোক্ত দুটি হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুমিন হৃদয়ে অবশ্যই জিহাদের প্রতি আবেগ, ভালোবাসা ও আগ্রহ থাকতে হবে। শর্ত সাপেক্ষে যখন তা বৈধ হবে তখন কোনো মুসলিম জিহাদকে অবজ্ঞা করতে পারবে না। উপরন্তু তাদের দায়িত্ব হবে রাষ্ট্রীয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের আহ্বানে জিহাদের দায়িত্ব পালন করা। অন্যথায় তা তাদের জন্য অপমান ও লাঞ্চনা বইয়ে আনবে।

---

[৫৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৯১০, দার ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস: ২৫০২, আল মাকতাবাহ আল আসরিয়্যাহ, সইদা, বৈরুত, সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ৩০৯৭, মুআসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ২০০১, সুনানে বাইহাকী, হাদীস: ১৭৯৪১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০৩।

[৫৮] সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস: ২৭৪, মাকতাবা আসরিয়্যাহ, সইদা, বৈরুত, সুনান আল বাইহাকী, হাদীস: ১৮৮১৬, দারুল কুতুবিল আলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩।

৬.৩ জিহাদের হুকুম

জিহাদ সাধারণ অবস্থায় ফরযে কিফায়া। সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির মতো ফরযে আইন নয়। অর্থাৎ জিহাদকে দ্বীনের রুকন বা মূল স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। বরং তা ফরযে কিফায়া বা উম্মাহর কিছু মুসলিম সদস্য এই ইবাদত পালন করলে বাকিদের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবেন তারা জিহাদের নেকি অর্জন করবেন। আর যারা বিরত থাকবেন তারা গুনাহগার হবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنٰى ؕ وَ فَضَّلَ اللهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا

উচ্চারণ: লা ইয়াসতাবিল কা-ইদূনা মিনাল মুমিনীনা গাইরু উলিদ দারারি ওয়াল মুজাহিদূনা ফী সাবিলিল্লাহি বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহীম। ফাদ্দালাল্লাহুল মুজাহিদীনা বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম আলাল কা-ইদীনা দারাজাতান, ওয়া কুল্লান ওয়াআদাল্লাহুল হুসনা। ওয়া ফাদ্দালাল্লাহুল মুজাহিদীনা আলাল কাঈদীনা আজরান আযীমা।

অনুবাদ: মু'মিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়; যারা ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্ তাদেরকে গৃহে অবস্থানকারীদের উপর উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন; এবং সকলকেই আল্লাহ্ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এবং উপবিষ্টদের উপর জিহাদকারীগণকে মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন।[৫৯]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, কোনোরূপ ওজর, আপত্তি, সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ জিহাদের ইবাদতকে পরিত্যাগ করে তবে সে গুনাহগার হবে না, শুধু অতিরিক্ত নেকি ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে জিহাদকারীগণ সওয়াবপ্রাপ্ত ও গৌরবান্বিত হবে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন:

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

উচ্চারণ: ওয়া মা কানাল মুমিনূনা লিইয়ানফিরূ কাফফাতান, ফালাওলা নাফারা মিন কুল্লি ফিরকাতিম মিনহুম তা-ইফাতান লিইয়াতাফাক্কাহূ ফিদ্দীনি ওয়া লিইয়ুনযিরূ কাওমাহুম ইযা রাজা-উ ইলাইহিম লাআল্লাহুম ইয়াহযারূন।

অনুবাদ: আর মু'মিনদের এটাও সমীচীন নয় যে, (জিহাদের জন্য) সবাই একত্রে বের হয়ে পড়ে; সুতরাং এমন করা হয়না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বহির্গত হয়, যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কাওমকে (নাফরমানী

[৫৯] সূরা নিসা (৪), আয়াত: ৯৫।

হতে) ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা পরহেয করে চলতে পারে।[৬০]

এ ছাড়াও পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রূষা, তাদের খেদমত ও দেখাশোনা ইত্যাদি সঙ্গত কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন মর্মে বিভিন্ন হাদীস পাওয়া যায়। এসব হাদীস থেকেও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদ ফরযে কিফায়াহ পর্যায়ের ইবাদত। অন্যথায় রাসূল (সা.) জিহাদ থেকে বারণ করতেন না। এ অর্থে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত নিম্মোক্ত হাদিসটিতে রাসূল (সা.) বলেন:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» وَفِي رِوَايَةٍ «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا»

উচ্চারণ: জাআ রাজুলুন ইলান নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফাসতা'যানাহু ফিল জিহাদি। ফাকালা লাহু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, আ হাইয়ুন ওয়ালিদাক? কালা নাআম. কালা ফাফীহিমা ফাজাহিদ। ওয়া ফী রিওয়ায়াতিন, ইরজি ইলাইহিমা ফাআদহিকহুমা কামা আবকাইতাহুমা।

অনুবাদ: "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এসে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি বলেন: তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে বলল: হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন: তোমার পিতা-মাতাকে নিয়ে তুমি জিহাদ কর। (অন্য বর্ণনায়: তাহলে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং সুন্দরভাবে তাঁদের খেদমন ও সাহচার্যে জীবন কাটাও।"[৬১]

এ হাদীসটি থেকেও স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, জিহাদ সর্বাবস্থায় ফরয নয়, বরং ফরযে কিফায়াহ। কতিপয় মুসলিম এ আমল করলে অন্যরা তা থেকে মুক্তি পাবেন। তবে যদি উম্মাহর কেউ এ দায়িত্ব আদায় না করেন তবে প্রত্যেকে গুনাহগার হবেন।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে মুসলিম জাহানের প্রসিদ্ধ ফকীহ, আলেম-ওলামাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, জিহাদ ফরযে কিফায়া। কতিপয় মুসলিম এ দায়িত্ব পালন করলে অন্যদের পক্ষ থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে। এবং জিহাদকারীগণ সওয়াবের অধিকারী হবেন, যারা করবেন না তাদের কোনো পাপ হবে না। তবে কখনো যদি শত্রুবাহিনী দেশ দখল করে নেয়, বা রাষ্ট্র যদি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, দেশের সেনাবাহিনীর পক্ষে এ আগ্রাসন প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয়, এবং রাষ্ট্রপ্রধান সকল নাগরিককে জিহাদে অংশ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন তবে এমতাবস্থায় জিহাদ ফরযে কিফায়া থেকে ফরযে আইনে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতিত জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। এ তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা, ফিকহসহ ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের সকল নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে ফুকাহা, ওলামাদের ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবি (রা.) বলেন ঃ

---

[৬০] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ১২২।

[৬১] সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৪, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৭৫, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত।

الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل امة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين

উচ্চারণ: আল্লাযি ইসতাকার্‌রা আলাইহিল ইজমা-উ আন্নাল জিহাদা আলা কুল্লি উম্মাতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ফারদু কিফায়াতিন। ফা-ইযা কামা বিহী মান কামা মিনাল মুসলিমীনা, সাকাতা আনিল বাকীনা ইল্লা আন ইয়ানযিলাল আদুউ-উ বিসাহাতিল ইসলামি। ফাহুয়া হিনা-ইযিন ফারদু আইনিন।

অনুবাদ: "যে বিষয়ে ইজমা বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হল, উম্মতে মুহাম্মাদীর সকলের উপর জিহাদ ফরযে কিফায়া। যখন কিছু মানুষ তা পালন করবে তখন অন্য সকলের দায়িত্ব অপসারিত হবে। তবে যখন শত্রুগণ ইসলামী রাষ্ট্রে অবতরণ করে তখন তা ফরয আইন হয়ে যায়।"[৬২]

৬.৪ জিহাদের শর্ত

জিহাদ বা সশস্ত্র যুদ্ধ একটি রাষ্ট্রীয় ফরয ইবাদত। তাই যে কেউ চাইলেই জিহাদের আহ্বান করতে পারে না। জিহাদের আহ্বানের ক্ষমতা একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান সংরক্ষণ করেন। জিহাদ বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলাম অনেক শর্ত আরোপ করেছে। সেগুলির অন্যতম হল, (১) রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি, (২) রাষ্ট্র বা মুসলিমদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া, (৩) সন্ধি ও শান্তির সুযোগকে প্রাধান্য দেওয়া ও (৪) কেবলমাত্র যুদ্ধ লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা।[৬৩]

৬.৫ জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য

জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান বিস্তর। সন্ত্রাসের সঙ্গে জিহাদের কোনো সম্পর্ক নেই। একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই এটি আমরা বুঝতে পারি যে, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য বিশাল। উৎপত্তি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে উভয় যেমন ভিন্ন, তেমনি কর্মপন্থা, প্রয়োগ, বাস্তবতা, ফলাফল ও সমাজ এবং রাষ্ট্রে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার বিবেচনায় ভিন্ন। সুতরাং জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে দেখার কোনো কারণ ও যৌক্তিকতা নেই।

---

[৬২] কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন ৩/৩৮, দারুশ শাব, কায়রো, দ্বিতীয় প্রকাশ।

[৬৩] আল মুগনি, ১০/৩৬৮, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৫, আসসিয়ারুল কারীর, ১/৩২, শামেলা, শাহরুসু সিয়ারিল কাবীর, ১/৬৭, মাওকি আল ইসলাম, শামেলা, ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ২/১২৯, দারুল ফিকর, ১৯৯১, শামেলা আহকামুল কুরআন, ১/৫৮১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাহতুহু, ৮/৮, দারুল ফিকর, দামেস্ক, সিরিয়া, চতুর্থ সংস্করণ, আল আমাল আল ফিদাইয়্যাহ, ১/৮৬, রিসালাহ, মাজিসতীর, শামেলা।

এক. লক্ষ্যের দিক থেকে পার্থক্য

'জিহাদ ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা মাত্র। রাষ্ট্রের জনগণের জানমালের সার্বিক নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নিমিত্তে বিশেষ অবস্থায় জিহাদের বিধান প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়া যখন আর কোনো উপায় থাকে না তখন ইসলাম অস্ত্র ধারণের অনুমতি প্রদান করে। তাই জিহাদ একটি আল্লাহ্ প্রদত্ত শর্তসাপেক্ষ ইবাদত। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসবাদ স্বার্থান্বেষী বিচ্ছিন্নতাবাদী কিছু ভ্রান্ত গোষ্ঠীর একটি মানব বিধ্বংসী জঘন্য সহিংসতা, ত্রাস ও রক্তপাতমূলক কার্যক্রম। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, অর্থলিপ্সা, ক্ষমতা দখল ও পদ-পদবী লোভ ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্য। দেশীয় কোনো বা কিছু ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা ভিনদেশী কোনো স্বার্থই এখানে মুখ্য।

দুই. প্রক্রিয়াগত দিক থেকে পার্থক্য

উগ্র সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেমন নীতি ও নৈতিকতা বহির্ভূত, গর্হিত ও অমানবিক, তেমনি এর প্রক্রিয়াগুলোও ভয়াবহ রকমের ধ্বংসাত্মক, হিংস্র ও অমানুষিক। সন্ত্রাসবাদীরা যেসব পাশবিক নৃশংসতা প্রদর্শন করে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল:

বেসামরিক লোক, নারী, শিশু ও বৃদ্ধ হত্যা। সন্ত্রাসবাদীরা মূলত সকল শ্রেণীর মানুষকেই হত্যা করে। তাদের এই যুলুম, অত্যাচার থেকে কেউই রেহাই পায় না। এছাড়া আত্মঘাতী হামলা, অতর্কিত হামলা, মানুষ পোড়ান, লাশ অবমাননা, জ্বালিয়ে দেওয়া ও বিকৃত করা, যুদ্ধবন্দীদের সাথে অসদাচরণ, দূত হত্যা, অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, লুটপাট ও তাণ্ডব ইত্যাদিও সন্ত্রাসবাদীদের নৃশংস কার্যক্রম।

পক্ষান্তরে ইসলামে যুদ্ধের নীতি ও প্রক্রিয়া যুক্তিযুক্ত ও মানবিক। এখানে কোনো ধনের নৃশংসতা নেই। বরং ইসলামের যুদ্ধ নীতিতে সকল ধরণের পৈশাচিকতা, অমানবিকতা, বর্বরতা, বেসামরিক লোক, নারী, শিশু ও বৃদ্ধ হত্যা একেবারেই নিষিদ্ধ। আগুন দিয়ে পোড়ানো ইসলামে হারাম। দূত হত্যা নিষিদ্ধ। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, বন্দীদের সাথে অসাদাচরন, লুটপাট, লাশের অবমাননা, আত্মঘাতী হামলা, অতর্কিত হামলা ইত্যাদি সকল কিছু ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

তিন. প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবগত পার্থক্য

ইসলামে জিহাদের অন্যতম মূল লক্ষ্য হল, দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা। তাই জিহাদের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলে ইসলামী আইনের সুশাসন কায়েম হওয়ার ফলে সন্ত্রাস, শোষণ, যুলুম, অত্যাচার মূলোৎপাটিত হয়। পরিণামে সেখানে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজিত অঞ্চলের মানুষের সাথে ইসলাম সুন্দর, মার্জিত, উদার ও দায়িত্বশীল আচরণের কথা বলে। এক্ষেত্রে কোনোরুপ বৈষম্য প্রদর্শনের সুযোগ নেই।

পক্ষান্তরে সন্ত্রাসবাদীরা যখন কোনো অঞ্চলে আক্রমণ করে, দখল করে, তখন সেখানে তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও তাণ্ডব চালায়। ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে। সেখানে ধর্ষণ, লুণ্ঠন, জ্বালাও পোড়াও করে। সম্পদের হরিলুট হয়। ভীষণ অরাজকতা, অস্থিরতা ও চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, ইসলাম, ইসলামের জিহাদ বা যুদ্ধ নীতির সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনো যোগসূত্র নেই। জিহাদ কখনো সন্ত্রাস নয়, বরং জিহাদ আল্লাহ্ তা'আলার রহমত। আর সন্ত্রাসবাদ হল বিশ্বমানবতার শান্তির জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি। তথাপিও জিহাদকে সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করা বা সন্ত্রাসের সাথে জিহাদকে গুলিয়ে ফেলা একটি চরম জ্ঞানপাপ ও অজ্ঞতা।

৬.৬ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা ও সঠিক ব্যাখ্যা

৬.৬.১ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ

উগ্রবাদী ও জঙ্গিরা জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকে। এতে মানুষ জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা বুঝে বিপথগামী হয়। নিম্নে জিহাদ সম্পর্কিত ১৫টি আয়াতের অর্থ ও তার সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হল। উগ্র জঙ্গিদেরকে এ আয়াতগুলো বেশী ব্যবহার করতে দেখা যায়।

১.

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّۃَ وَ لَمَّا یَعۡلَمِ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ جٰہَدُوۡا مِنۡکُمۡ وَ یَعۡلَمَ الصّٰبِرِیۡنَ

উচ্চারণ: আম হাসিবতুম আন তাদুখুলুল জান্নাতা ওয়া লাম্মা ইয়া'লামিল্লাহুল্লাযিনা জাহাদূ মিনকুম ওয়া ইয়ালামাস সাবিরীন।

অনুবাদ ঃ "তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্তও পরখ করেননি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কারা ধৈর্যশীল।"[৬৪]

২.

اِنَّمَا یَسۡتَاۡذِنُکَ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰہِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ ارۡتَابَتۡ قُلُوۡبُہُمۡ فَہُمۡ فِیۡ رَیۡبِہِمۡ یَتَرَدَّدُوۡنَ

উচ্চারণ: ইন্নামা ইয়াসতাযিনুকাল্লাযিনা লা ইয়ুমিনূনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়ারতাবাত কুলূবুহুম ফাহুম ফী রাইবিহিম ইয়াতারাদ্দাদূন।

অনুবাদ ঃ "একমাত্র সেসব লোক অনুমতি চায় যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না, আর তাদের অন্তরসমূহ সংশয়গ্রস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তারা তাদের সংশয়েই ঘুরপাক খেতে থাকে"[৬৫]

৩.

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قَاتِلُوا الَّذِیۡنَ یَلُوۡنَکُمۡ مِّنَ الۡکُفَّارِ وَ لۡیَجِدُوۡا فِیۡکُمۡ غِلۡظَۃً ؕ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰہَ مَعَ الۡمُتَّقِیۡنَ

উচ্চারণ: ইয়া আয়্যুহাল্লাযিনা আমানূ কাতিলুল লাযীনা ইয়ালূনাকুম মিনাল কুফফারি ওয়াল ইয়াজিদূ ফীকুম গিলযাতান। ওয়া'লামূ আন্নাল্লাহা মাআল মুত্তাকীন।

অনুবাদ ঃ হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।[৬৬]

৪.

اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ ہَاجَرُوۡا وَ جٰہَدُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ بِاَمۡوَالِہِمۡ وَ اَنۡفُسِہِمۡ ۙ اَعۡظَمُ دَرَجَۃً عِنۡدَ اللّٰہِ ؕ وَ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡفَآئِزُوۡنَ

---

[৬৪] সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত: ১৪২।
[৬৫] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ৪৫।
[৬৬] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ১২৩।

উচ্চারণ: আল্লাযীনা আমানূ ওয়া হাজারূ ফি সাবিলিল্লাহি বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম। আ'যামু দারাজাতান ইনদাল্লাহি। ওয়া উলা-ইকা হুমুল ফা-ইযূন।

অনুবাদ: "যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সফলকাম।"[৬৭]

৫.

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ ۙ وَ نَبْلُوَاْ اَخْبَارَكُمْ

উচ্চারণ: ওয়া লানাবলূওয়ান নাকুম হাত্তা না'লামাল মুজাহিদীনা মিনকুম ওয়াস সাবিরীনা ওয়া নাবলুওয়া আখবারাকুম।

অনুবাদ: "আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি জেনে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ আর ধৈর্যশীলদেরকে, আর তোমাদের অবস্থা যাচাই করতে পারি"।[৬৮]

৬.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ

উচ্চারণ: ইয়া আয়্যুহান নাবিয়্যু জাহিদিল কুফফারা ওয়াল মুনাফিকীনা ওয়াগলুয আলাইহিম। ওয়া মা'ওয়াহুম জাহান্নামু ওয়া বি'সাল মাসীর।

অনুবাদ: "হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।"[৬৯]

৭.

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

উচ্চারণ: ফালা তুতীঈল কাফিরীনা ওয়া জাহিদহুম বিহী জিহাদান কাবীরা।

অনুবাদ: "সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর।"[৭০]

৮.

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَ الْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا

উচ্চারণ: লা ইয়াসতাবিল কা-ইদূনা মিনাল মুমিনীনা গাইরু উলিদ দারারি ওয়াল মুজাহিদূনা ফী সাবিলিল্লাহি বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহীম। ফাদ্দালাল্লাহুল মুজাহিদীনা বিআমওয়ালিহিম ওয়া

[৬৭] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ২০।
[৬৮] সূরা মুহাম্মদ (৮৭), আয়াত: ৩১।
[৬৯] সূরা তাহরীম (৬৬), আয়াত: ৯।
[৭০] সূরা ফুরকান (২৫), আয়াত: ৫২।

আনফুসিহিম আলাল কা-ইদীনা দারাজাতান, ওয়া কুল্লান ওয়াআদাল্লাহুল হুসনা। ওয়া ফাদ্দালাল্লাহুল মুজাহিদীনা আলাল কাঈদীনা আজরান আযীমা।

অনুবাদ ঃ "মু'মিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়; যারা ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে গৃহে অবস্থানকারীদের উপর উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন; এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। এবং উপবিষ্টদের উপর ধর্মযোদ্ধাগণকে মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন।"[৭১]

৯.

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاہِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

উচ্চারণ: ইনফিরূ খিফাফাও ওয়া সিকালাও ওয়া জাহিদূ বিআমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম ফী সাবিলিল্লাহি। যালিকুম খাইরুল লাকুম ইন কুনতুম তা'লামূন।

অনুবাদ ঃ "যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে পড়, অবস্থা হালকাই হোক আর ভারীই হোক (অস্ত্র কম থাকুক আর বেশি থাকুক) আর আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের সম্পদ দিয়ে আর তোমাদের জান দিয়ে জিহাদ কর, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, তোমরা যদি জানতে।"[৭২]

১০.

وَ اِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ جَاہِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِیْنَ

উচ্চারণ: ওয়া ইযা উনযিলাত সূরাতুন আন আমিনূ বিল্লাহি ওয়া জাহিদূ মাআ রাসূলিহী ইসতাযানাক উলুত তাওলি মিনহুম ওয়া কালূ যারনা নাকুম মাআল কাঈদীন।

অনুবাদ: "যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় যে, 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর আর তাঁর রাসূলের সঙ্গে থেকে জিহাদ কর'- তখন শক্তি-সামর্থ্য সম্পন্ন লোকেরা তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে আর বলে, 'আমাদেরকে রেহাই দিন, যারা (ঘরে) বসে থাকে আমরা তাদের সঙ্গেই থাকব (ঘরে)।"[৭৩]

১১.

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوْۤا اَنْ یُّجَاہِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِی الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا یَفْقَهُوْنَ

উচ্চারণ: ফারিহাল মুখাল্লাফূনা বিমাকআদিহিম খিলাফা রাসূলিল্লা ওয়া কারিহূ আন ইয়ুজাহিদূ বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম ফী সাবিলিল্লাহি ওয়া কালূ লা তানফিরূ ফিল হাররি। কুল নারু জাহান্নামা আশাদ্দু হাররান, লাও কানূ ইয়াফকাহূন।

---

[৭১] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ১২৩।
[৭২] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ৪১।
[৭৩] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ৮৬।

অনুবাদ: "পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হল, আর তারা অপছন্দ করল তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা বলল, 'তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ো না'। বল, 'জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝত'।"[৭৪]

১২.

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

উচ্চরণ: ইন্নাল্লাযিনা আমানূ ওয়াললাযীনা হাজারূ ওয়া জাহাদূ ফী সাবিলিল্লাহি। উলা-ইকা ইয়ারজূনা রাহমাতাল্লাহি। ওয়াল্লাহু গাফূরুর রাহীম।

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, এরাই আল্লাহর রহমত আশা করে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৭৫]

১৩.

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ لَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لَا رَسُوْلِهٖ وَ لَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

উচ্চারণ: আম হাসিবতুম আন তুতরাকূ ওয়া লাম্মা ইয়ালামিল্লাহুল্লাযীনা জাহাদূ মিনকুম ওয়া লাম ইয়াততাখিযূ মিন দূনিল্লাহি ওয়া লা রাসূলিহী ওয়ালাল মুমিনীনা ওয়ালীজাতান। ওয়াল্লাহু খাবীরুন বিমা তা'মালূন।

অনুবাদ: "তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।"[৭৬]

১৪.

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

উচ্চারণ: ওয়াললাযীনা জাহাদূ ফীনা লানাহ্‌দিয়ান্নাহুম সুবুলানা। ওয়া ইন্নাল্লাহা লামাআল মুহসিনীন।

অনুবাদ: "যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে থাকেন।"[৭৭]

১৫.

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

[৭৪] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ৮১।
[৭৫] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ৮১।
[৭৬] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ১৬।
[৭৭] সূরা আনকাবূত (২৯), আয়াত: ৬৯।

উচ্চারণ: তু'মিনূনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহী ওয়া তুজাহিদূনা ফী সাবিলিল্লাহি বিআমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম। যালিকুম খাইরুল লাকুম ইন কুনতুম তা'লামূন।

অনুবাদ: তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।[৭৮]

৬.৬.২ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা

অপব্যাখ্যা: উল্লিখিত আয়াতগুলোতে স্পষ্টভাবে কাফের, মুশরিকদের ও তাদের অনুসারীদের যেখানেই পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলা হয়েছে। জিহাদ সর্বাবস্থায় ফরযে আইন, এটা কখনো ছাড়া যাবে না। যে ছাড়বে সে কাফের হয়ে যাবে। জিহাদের আয়াতগুলোর আলোকে এটা স্পষ্ট যে, আইএস অধ্যুষিত ইরাক ব্যতীত পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র কাফের রাষ্ট্র। এ সকল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয। কাফেরের রক্ত মুসলমানদের জন্য হালাল। সরকার ও সরকারের অধীনস্ত কর্মচারীরা তাগুতের সমর্থক, তাই তাদেরকে হত্যা করাও জিহাদের সওয়াব। এ ধরণের আরও বহু ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জঙ্গিরা দেশে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে।

৬.৬.৩ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে জিহাদের ফযিলত ও এর বিভিন্ন বিধিবিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের যত জায়গায় সশস্ত্র জিহাদের আদেশ করা হয়েছে তার সবগুলোর পেছনেই কোনো না কোনো ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া আল্লাহ তা'আলা জিহাদের আদেশ দেননি। কিন্তু জঙ্গিবাদীরা অজ্ঞতার দরুন বা অসৎ উদ্দেশ্যে এ আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদের বিশেষ করে মুসলিম যুবক যুবতীদের বিভ্রান্ত করছে। তারা আয়াতের আগের বা পরের অংশ ও তার প্রেক্ষাপট বা শানে নুযূলকে অস্বীকার করে বা ইচ্ছে করে গোপন করে। প্রতিনিয়ত জঙ্গিরা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে দেশে ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি করছে। তাদের আবেগময় কথায় সাধারণ মানুষও সহজেই তাদের খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে। পরিণতিতে দেশে নিরপরাধ মানুষ হত্যা, বোমাবাজি, গোপনে আক্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জঙ্গিদের এসব অশুভ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আল্লাহ্, আল্লাহর রাসূল, কুরআন, হাদীস, ইসলাম ও দেশ-বিদেশের প্রতিষ্ঠিত শীর্ষস্থানীয় আলেম-ওলামা, স্কলার ও দাঈদের একবিন্দুও সম্পর্ক নেই। জিহাদের নামে এসব হল জঙ্গিদের নিরপরাধ মানুষ হত্যা। শান্তিময় পৃথিবীতে অশান্তির বিষদাবানল প্রজ্বলন। মূলত জিহাদ সম্পর্কে অজ্ঞতা ও জ্ঞানের অপরিপক্কতার দরুণ তাদের এ পদস্খলন।

৬.৭ জিহাদ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়

জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ চেষ্টা, প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ অর্থ কিতাল বা রাষ্ট্র ও ইসলামের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এটিকে জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সাধারণত দুই শ্রেণীর লোক

[৭৮] সূরা আস-সাফ (৬১), আয়াত: ১১।

জিহাদের অপব্যাখ্যা করে থাকে। জঙ্গি ও উগ্রবাদী সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় রাজনৈতিক দলসমূহ। ইসলামী আন্দোলন বা রাজনীতিকে কিছু গবেষক ও নেতারা প্রচলিত রাজনীতি, আন্দোলন, সংগ্রাম এবং এ জন্য বল প্রয়োগ, শক্তি প্রদর্শন, অস্ত্র ধারণ, বিক্ষোভ মিছিল, হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদিকে পারিভাষিক জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। জঙ্গিরা মনে করে ইসলাম রক্ষা বা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ জিহাদ। আর জিহাদ হলে তো যুদ্ধ, অস্ত্র ধারণ, হত্যা, মারামারি, খুন, রক্তপাত হবেই।

বস্তুত, এ ধরণের চিন্তা-চেতনা ও উগ্রতার ভিত্তি দুটি বিষয়ের উপর: জিহাদই ইসলাম প্রচার বা প্রতিষ্ঠার পথ বলে দাবি করা। এবং জিহাদের জন্য অস্ত্রধারণ, হত্যা, মৃত্যুবরণ ইত্যাদিকে বৈধ বা আবশ্যকীয় বলে বিশ্বাস ও দাবি করা। কুরআন-হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস থেকে দ্বিতীয় বিষয়টি প্রমাণ করা তাঁদের জন্য খুবই সহজ বিষয়। এজন্য তাঁদের বিভ্রান্তির মূল উৎস প্রথম বিষয়ের মধ্যে নিহিত। আমরা দেখেছি যে, পারিভাষিক 'জিহাদ' কখনোই ইসলাম, ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। জিহাদ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, নাগরিক ও দীনী দাওয়াতের নিরাপত্তা রক্ষার মাধ্যম। কিন্তু জিহাদ শব্দের অতি-ব্যবহারের ফলে অনেকের মনেই বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, জিহাদই দ্বীন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা সকলের জন্য ফরয। জঙ্গিদের প্রচারকর্ম এতে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। তারা কিছু সরলপ্রাণ আবেগী যুবককে সহজেই একথা বুঝাতে পারছে যে, জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম ফরয, জিহাদ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না। আর জিহাদ মানেই তো অস্ত্র, যুদ্ধ ও হত্যা। কাজেই এখনই তাদের সে কাজে নেমে পড়তে হবে। এভাবেই গুরুত্বারোপের জন্য একটি পরিভাষার আভিধানিক অর্থের অতিব্যবহার বিভিন্ন বিভ্রান্তির পথ উন্মুক্ত করছে।

পক্ষান্তরে দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ সকল কর্মকে "আল্লাহর পথে দাওয়াত" নামে আখ্যায়িত করলে একদিকে যেমন সঠিক ইসলামী পরিভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে অস্পষ্টতা বা বিভ্রান্তির পথ রুদ্ধ হবে, অন্যদিকে এ সকল ইবাদত পালনের সঠিক সুন্নাত ও ইসলামী আদব জানা সহজ হবে। কারণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ সকল কর্মকে সর্বদা জিহাদ বলে আখ্যায়িত করার ফলে আগ্রহী মুমিন এ সকল কর্মের ইসলামী নির্দেশনা, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের সুন্নাত ও ইসলামী আদব জানার জন্য হাদীস ও ফিকহের "জিহাদ" অধ্যায় অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেন; কিন্তু "আল্লাহর পথে দাওয়াত" বা "ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ" অধ্যায় অধ্যয়নের কথা তার মনে আসে না। দ্বীনী দাওয়াতের এ কার্যক্রমে যারা যুক্ত এবং এ সকল বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, তারা এ সকল বিষয়ের সঠিক পারিভাষিক পরিচয় নিশ্চিত করবেন। এগুলোকে "ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ" বা "আল্লাহর পথে দাওয়াত" নামে আখ্যায়িত করলে ইসলামী দাওয়াতের আবেগ ও জযবাকে বিপথগামী করার বা সহিংসতায় পর্যবসিত করার একটি বড় পথ রুদ্ধ হবে বলে আশা করা যায়।[৭৯]

উগ্র জঙ্গি ও সন্ত্রাসীরা চরম পর্যায়ের বিভ্রান্ত। তাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ও বিভ্রান্তি হল এই যে, তারা জিহাদ ও সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তারা চরম মিথ্যাচার আর অন্যায়ভাবে এ দুটোকে একসাথে গুলিয়ে ফেলেছে। অথচ একটির সাথে আরেকটির নিকটতম সম্পর্ক তো দূরের কথা দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। একটি আরেকটি থেকে যোজন যোজন দূরে। তাদের এসব অনৈতিক ও হারাম করমকান্ড সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

[৭৯] ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃ: ১৩৮, ১৩৯।

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ. مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۪ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

উচ্চারণ: ওয়া লা তাকূলূ লিমা তাসিফু আলসিনাতুকুমুল কাযিবা হাযা হালালুন ওয়া হাযা হারামুন লিতাফতারূ আলাল্লাহিল কাযিবা। ইন্নাললাযীনা ইয়াফতারূনা আলাল্লাহিল কাযিবা লা ইয়ুফলিহূন। মাতউন কালীলুন। ওয়া লাহুম আযাবুন আলীমুন।

অনুবাদ: তোমাদের জিহ্বা থেকে সাধারণতঃ যে সব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে সেরূপ তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলনা- এটা হালাল এবং ওটা হারাম। যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না।[৮০]

৬.৮ রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি বা নির্দেশ জিহাদের বৈধতার শর্ত

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে অনেক সাহাবী অনুমতি চেয়েছেন কাফিরদের সহিংস আচরণকে প্রতিরোধ করতে বা তাদের বর্বরতার প্রতিবাদে অস্ত্র তুলে নিতে। কিন্তু কখনোই সে অনুমতি দেওয়া হয়নি। এক পর্যায়ে দাওয়াতের ভিত্তিতে মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) কে তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গ্রহণ করেন। এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুশরিকগণ এ নতুন রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেষ্টা করে। তখন রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের বিধান প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি বা নির্দেশ জিহাদের বৈধতার শর্ত বলে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

إنما الإمامُ جُنةٌ . يُقاتَلُ من ورائِهِ

উচ্চারণ: ইন্নামাল ইমামু জুন্নাতুন। ইয়ুকাতালু মিন ওয়ারা-ইহী।

অনুবাদ: "রাষ্টপ্রধান ঢাল, যাকে সামনে রেখে যুদ্ধ পরিচালিত হবে।"[৮১]

এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে যুদ্ধে লিপ্ত হননি। আলী (রা.) এর সাথে মু'আবিয়া (রা.) এর যুদ্ধ ছিল রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। ইয়াযিদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইন (রা.) যুদ্ধ ও উমাইয়া শাসকদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) যুদ্ধ ছিল একান্তই রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। মু'আবিয়া (রা.) এর মৃত্যুর পরে কূফাবাসীগণ ইমাম হুসাইন (রা.) কে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাইয়াত করে পত্র লিখেন। তারা ইমাম হুসাইনকেই বৈধ রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইয়াযিদের রাষ্ট্রক্ষমতার দাবি অস্বীকার করেন। এভাবে মুসলিম সমাজ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) এর ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরূপ ছিল। এ সকল বৈধ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধও যেহেতু মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতো, সেজন্য সাহাবীগণ সাধারণত এগুলিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন, যদিও তাঁরা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক বিদ্রোহী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতা স্বীকার করতেন। আমরা দেখেছি যে, আলী (রা.) এর সময়ের যুদ্ধে ৩০ জনেরও কম সাহাবী অংশ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন

---

[৮০] সূরা নাহাল (১৬), আয়াত: ১১৬-১১৭।

[৮১] সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৪১, দার ইহইয়াত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, সুনানে আবূ দাঈদ, হাদীস: ২৭৫৬, মাকতাবা আসরিয়্যাহ, সইদা, বৈরুত, শামেলা, সুনান আল বাইহাকী, হাদীস: ১৮৮১৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইবনু সিরীন, যদিও তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। ৭৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ যখন মক্কা অবরোধ করে ইবনু যুবাইর (রা.) বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমন চালাতে থাকে, তখন দুই ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) এর নিকট এসে বলে:

إنَّ الناسَ ضَيَّعوا وأنتَ ابنُ عُمَرَ، وصاحبُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فما يَمنَعُكَ أن تَخرُجَ ؟ فقال : يَمنَعُني أنَّ اللهَ حَرَّمَ دمَ أخي وفي رواية: ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت

উচ্চরণ: ইন্নান্নাসা দায়্যা-উ ওয়া আনতা ইবনু উমার, ওয়া সাহিবুন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, ফামা ইয়ামনা-উকা আন তাখরুজা। ফাকালা, ইয়ামনা-উ নি আন্নাল্লাহা হাররামা দামা আখী। ওয়া ফী রিওয়াতিন, মা হামালাকা আলা আন তাহুজ্জা আমান ও তা'তামিরা আমান ওয়া তাতরুকাল জিহাদা ফী সাবিলিল্লাহি আযযা ওয়া জাল্লা। ওয়া কাদ আলিমতা মা রাগ্গাবাল্লাহু ফীহি। কালা, ইয়া ইবনা আখী, বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন। ঈমানিন বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহী ওয়াস সালাওয়াতিল খামসি ওয়া সিয়ামি রামাদানা ওয়া আদা-ইযা যাকাতি ওয়া হাজ্জিল বাইতি।

অনুবাদ: মানুষেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমর, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবী, আপনাকে বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে কিসে? তিনি বলেন, "আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন, এই আমাকে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে।" অন্য বর্ণনায় তারা বলে, "কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন?" তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) বলেন, "ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর: আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের সিয়াম, যাকাত প্রদান ও বাইতুল্লাহর হজ্জ।"[৮২] এখানে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) জিহাদের আদেশ ও হত্যার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তুলনা করছেন। ইসলামের মূলনীতি, আদেশ পালনের চেয়ে নিষেধ বর্জন অগ্রগণ্য।[৮৩]

৬.৯ দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে জিহাদের কোনো বৈধতা নেই

দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে জিহাদের কোনো বৈধতা নেই। কিতাল বা জিহাদ কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম দাওয়াত বা প্রচার। কিতাল হল প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (সা.) দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। দাওয়াতের বিরুদ্ধে অমানবিক বর্বরতা ও

[৮২] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪৫১৩, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সুনান আল বাইহাকী, হাদীস: ১৬৮০৫, দারুল কুতুবিল আলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ,২০০৩, ফাতহুল বারী ৮/১৮৩, দারুল ফিতর, শারহুস সুন্নাহ, ইমাম বাগাবী, ১৫/২৩, আল মাকতাবুল ইসলামী, দামেস্ক, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩।
[৮৩] ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃ: ১০৮।

সহিংস প্রতিরোধকে তিনি পরিপূর্ণ অহিংস উত্তম আচরণ দিয়ে মোকাবিলা করেছেন, তবুও কারো বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেননি।

৬.১০ জিহাদ ইসলামের রুকন বা উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়

জিহাদ মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় বা উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়; বরং তা উদ্দিষ্ট ইবাদতগুলো পালনের উপকরণ মাত্র। জিহাদের মাধ্যমে মূল ইবাদতগুলো পালনের পরিবেশ রক্ষা করা হয়। পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে আর জিহাদের প্রয়োজন থাকে না। উদ্দিষ্ট ইবাদত কখনো স্থগিত হয় না; উপকরণ স্থগিত হতে পারে। সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদত সর্বদা সর্বাবস্থায় পালনীয়। পক্ষান্তরে "জিহাদ" কেবলমাত্র এ সকল ইবাদত পালনের বিঘ্ন ঘটলেই পালনীয়। সালাত, সিয়াম, তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদি কর্ম সরাসরি ইবাদত। মুমিন যত বেশি পালন করবেন তত বেশি সওয়াব লাভ করবেন। পক্ষান্তরে জিহাদ হলো অপরাধীর শাস্তি দেওয়ার মত ইবাদত। এক্ষেত্রে যত বেশি অপরাধীর শাস্তি দেওয়া হবে তত বেশি সওয়াব হবে বলে মনে করার কোনো সুযোগ নেই। যদি অপরাধ প্রমাণিত হয় তাহলে শরীয়ত অনুসারে শাস্তি প্রদান ইবাদত বা দায়িত্বে পরিণত হয়। এজন্য ইসলামে শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া কঠিন করা হয়েছে এবং সামান্যতম সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রদান থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আর এজন্যই জিহাদ এড়ানোর জন্য ইসলামে সন্ধি ও শান্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জিহাদ মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও ইসলামী দাওয়াতকে এগিয়ে নেওয়ার "উপকরণ"। প্রয়োজনে তা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। তবে সর্বাবস্থায় চেষ্টা করতে হবে এ ব্যবস্থা এড়িয়ে সন্ধি বা শান্তির মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য সাধান করার। জিহাদের বারংবার আদেশ করা হলেও তার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে ফরযে আইন বলে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি এবং তা পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই পরিত্যাগযোগ্য একটি কর্ম পালনের জন্য মুমিন কখনোই ভয়ঙ্করতম একটি হারামে লিপ্ত হতে পারেন না। এক্ষেত্রে সাহাবীগণের মূলনীতি ছিল যে, ভুল মানুষ হত্যা বা মানুষের ক্ষতি করার চেয়ে সঠিক জিহাদ বর্জন করা অনেক শ্রেয়। এভাবে আমরা দেখি যে, সাহাবীগণ সন্দেহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে বৈধ জিহাদেও অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। আর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে কখনোই কোনো যুদ্ধ তারা বৈধ বলে মনে করেন নি। খারিজীগণের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক হাদীসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) খারিজীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে পাবে তারা যেন তাদেরকে হত্যা করে।' সাহাবীগণ এ থেকে কখনোই বুঝেননি যে, খারিজীদেরকে পেলেই হত্যা করতে হবে। তাঁরা কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যত্র কোনো সুপরিচিত খারিজী নেতাকেও হত্যা করেননি।[৮৪]

৬.১১ সকল ফেতনা ফাসাদ ও উগ্রতাই সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ

পবিত্র কুরআনে জিহাদ, আন্দোলন, রাজনীতির নামে উগ্রতা ও জঙ্গিবাদকে 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' তথা সন্ত্রাস হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সন্ত্রাস ও উগ্রতা মহান আল্লাহর কাছে একটি মহাপাপ, শক্ত গুনাহ। এসব অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

[৮৪] ড. আল-আকল, আল খাওারিজ, পৃ: ৪৭-৫৭, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪১৭।

وَ ابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ اَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

উচ্চারণ: ওয়াবতাগি ফীমা আতাকাল্লাহুদ দারাল আখিরাতা ওয়া লা তানসা নাসীবাকা মিনাদ দুনইয়া ওয়া আহসিন কামা আহাসানাল্লাহু ইলাইকা ওয়া লা তাবগিল ফাসাদা ফিল আরদি। ইন্নাল্লাহা লা ইয়ুহিব্বুল মুফসিদীন।

অনুবাদ: আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না'।[৮৫] আল্লাহ্ তা'আলা আরোও বলেন:

وَ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

উচ্চারণ: ওয়া লা তুফসিদূ ফিল আরদি বা'দা ইসলাহিহা ওয়াদউহু খাওফাউ ওয়া তমায়া। ইন্না রাহমাতাল্লাহি কারীবুম মিনাল মুহসিনীন।

অনুবাদ: দুনিয়ায় শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করনা, আল্লাহকে ভয়-ভীতি ও আশা আকাঙ্খার সাথে ডাক, নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতি সন্নিকটে।[৮৬] অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

উচ্চারণ: ওয়ালা তা'সাও ফিল আরদি মুফসিদীন।

অনুবাদ: দুষ্কৃতিকারীর মত পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।[৮৭] তিনি অন্যত্র বলেন:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ. وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَ اِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ.

উচ্চারণ: ওয়া মিনান নাসি মান ইয়ু'জিবুকা কাওলুহূ ফিল হায়াতিদ দুনইয়া ওয়া ইয়ুশহিদুল্লাহা আলা মা ফী কালবিহী, ওয়া হুয়া আলাদ্দুল খিসামি। ওয়া ইযা তাওয়াল্লা সাআ ফিল আরদি লিইয়ুফসিদূ ফীহা ওয়া ইয়ুহলিকাল হারসা ওয়ান নাসলা। ওয়াল্লাহু লা ইয়ুহিব্বুল ফাসাদ। ওয়া ইযা কীলা লাহুত তাকিল্লাহা আখাযাতহুল ইয্যাতু বিল ইসমি ফাহাসবুহূ জাহান্নামু। ওয়া লাবি'সাল মিহাদু।

অনুবাদ: এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যার পার্থিব জীবন সংক্রান্ত কথা তোমাকে চমৎকৃত করে, আর সে নিজের (অন্তরস্থ সততা) সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী করে থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ সে হচ্ছে কঠোর কলহপরায়ণ ব্যক্তি। যখন সে প্রত্যাবর্তন করে তখন তার উদ্দেশ্য থাকে দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করা এবং

[৮৫] সূরা কাসাস (২৮), আয়াত: ৭৭।
[৮৬] সূরা আল আরাফ (৭), আয়াত: ৫৬।
[৮৭] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ৬০।

শস্য-ক্ষেত্র ও জীব-জন্তু বিনাশ করা; এবং আল্লাহ অশান্তি ভালবাসেন না। যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন প্রতিপত্তির অহমিকা তাকে অধিকতর অনাচারে লিপ্ত করে। অতএব জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই ওটা নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।[৮৮]

৬.১২ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে রাসূল (সা.) এর কঠোর হুঁশিয়ারি

জিহাদের অপব্যাখ্যাকারী এসব মানুষেরা মূলত সমাজে বৈষম্য, অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি করছে। রাসূল (সা.) এসব বিভ্রান্তি ও বিভক্তির ফেতনা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কঠোরভাবে নির্দেশ করেছেন। হাদীসে এসেছে:

عن عَرْفَجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

উচ্চারণ: আন আরফাজাতা কালা, সামি'তু রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়াকূলু, ইন্নাহু সাতাকূনু হানাতুন ওয়া হানাতুন, ফামান আরাদা আন ইয়ুফাররিকা আমরা হাযিহিল উম্মাতি ওয়া হিয়া জামীউন, ফাদরিবূহু বিস সাইফি কা-ইনান মান কানা।

অনুবাদ: আরফাজা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে আমি বলতে শুনেছি, অচিরেই নানা প্রকার ফিৎনা-ফাসাদের উদ্ভব হবে। যে ব্যাক্তি উম্মাতের এ সংঘবদ্ধ অবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস পাবে, তরবারী দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে, সে যে কেউ হোক না কেন।[৮৯]

৬.১৩ জিহাদ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতোটা প্রাসঙ্গিক ?

ইসলামী রাষ্ট্রের সুরক্ষার পাশাপাশি জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হল মানব জীবন রক্ষা ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। ইসলাম কখনো জিহাদের নামে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যার কথা বলে না। বাংলাদেশের মতো একটি শান্তি ও স্থিতিশীল মুসলিম দেশে এ ধরণের জিহাদের কোনো প্রশ্নই আসে না। এদেশে সকল ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ ধর্মীয় বিধিবিধান পালন করছে এবং সরকার এক্ষেত্রে সবসময় সহযোগিতা করে আসছে।

অতএব বাংলাদেশে জিহাদ ফরয হয়ে গেছে মর্মে জঙ্গিরা যে মিথ্যাচার ছড়াচ্ছে তার কোনো ভিত্তি নেই। এটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত ও অপপ্রচার। এদেশে জিহাদের কোনো প্রেক্ষাপট তৈরি হয়নি। এ ধরণের অপপ্রচার থেকে সকলকে সাবধান থাকতে হবে। তা না হলে দেশে জঙ্গিরা ভীষণ অরাজকতা সৃষ্টি করবে। বহির্বিশ্বেও দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে। উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হবে। দেশ পিছিয়ে পড়বে। তাই সরকারের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তর (Whole of Society Approach) থেকে উগ্রবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

---

[৮৮] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ২০৪-২০৬।

[৮৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৮৫২, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, শামেলা, সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস: ৪৭৬২, মাকতাবা আসরিয়্যাহ, সইদা, বৈরুত, শামেলা, সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ৪০২১, মাকতাবাতুল মাতবুআত আল ইসলামিয়্যাহ, হালাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬।

অধ্যায়-০৭

কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ

৭.১ কিতাল সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহ

উগ্রবাদী জঙ্গি ও সন্ত্রাসীরা কুরআন হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। তারা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি সংবলিত খিলাফত, ইকামতে দ্বীন, ইসলামী রাষ্ট্র, জিহাদ ও কিতাল সংক্রান্ত বই-পুস্তক প্রচার করে থাকে। এসব বই-পুস্তকে আইন, শাসন, বিচার ও জিহাদ বিষয়ক আয়াতগুলোর শানে নুযূল ও প্রাসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ ব্যতিরেকে উগ্রবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক প্রদত্ত একপেশে, খণ্ডিত অথবা অগ্রহণযোগ্য তাফসীর কিংবা মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভরপুর। এভাবে তারা তথাকথিত জিহাদের নামে শাহাদাত, খিলাফত, জান্নাত ইত্যাদি বিষয়গুলোর বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিপথগামী করে। নিম্নে কিতাল সংক্রান্ত ১৫টি আয়াতের অর্থ ও তার সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হল।

১.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

উচ্চারণ: কুতিবা আলাইকুমুল কিতালু ওয়া হুয়া কুরহুল লাকুম। ওয়া আসা আন তাকরাহূ শায়আন ওয়া হুয়া খাইরুল লাকুম। ওয়া আসা আন তুহিব্বূ শায়আন ওয়া হুয়া শাররুল লাকুম। ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু ওয়া আনতুম লা তা'লামূন।

অনুবাদ: "তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।"[৯০]

২.

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

[৯০] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ২১৬।

উচ্চারণ: ওয়াকতুলূহুম হাইসু সাকিফতুমূহুম ওয়া আখরিজূহুম মিন হাইসু আখরাজূকুম ওয়াল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাতলি। ওয়ালা তুকাতিলূহুম ইনদাল মাসজিদিল হারামি হাত্তা ইয়ুকাতিলূকুম ফীহি। ফা-ইন কাতালূকুম ফাকতুলূহুম কা যালিকা জাযা-উল কাফিরীনা।

অনুবাদ: "আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছিল। আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর এবং তোমরা মাসজিদুল হারামের নিকট তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে লড়াই করে। অতঃপর তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে তাদেরকে হত্যা কর। এটাই কাফিরদের প্রতিদান।"[৯১]

৩.

وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

উচ্চারণ: ওয়াল্লাহু মুহীতুন বিল কাফিরীন।

অনুবাদ: "আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন।"[৯২]

৪.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

উচ্চারণ: ইয়া আয়্যুহান নাবিয়্যু হাররিদিল মুমিনীনা আলাল কিতালি।

অনুবাদ: "হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে কিতালের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।"[৯৩]

৫.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ: ওয়া কাতিলূহুম হাত্তা লা তাকূনা ফিতানাতুন ওয়া ইয়াকূনাদ দীনু লিল্লাহি। ফা-ইনিন তাহাও ফালা উদওয়ানা ইল্লা আলায যালিমীনা।

অনুবাদ: "আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই।"[৯৪]

৬.

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

[৯১] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ১৯১।
[৯২] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ১৯।
[৯৩] সূরা আনফাল (৮), আয়াত: ১৬৫।
[৯৪] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ১৯৩।

উচ্চারণ: কুল ইন কানা আবা-উকুম ওয়া আবনা-উকুম ওয়া ইয়াখনুকুম ওয়া আযওয়াজুকুম ওয়া আশীরাতুকুম ওয়া আমওয়ালুনিক তারাফতুমূহা ওয়া তিজারাতুন তাখশাওনা কাসাদাহা ওয়া মাসাকিনু তারদাওনাহা আহাব্বা ইলাইকুম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহী ওয়া জিহাদিন ফী সাবীলিহী ফাতারাব্বাসূ হাত্তা ইয়া'তিয়াল্লাহু বিআমরিহী। ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কাওমিল ফাসিকীন।

অনুবাদ: বল, "তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"[৯৫]

৭.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

উচ্চারণ: ইনফিরূ খিফাফান ওয়া সিকালান ওয়া জাহিদূ বিআমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম ফী সাবীলিল্লাহি। যালিকুম খাইরুল লাকুম ইন কুনতুম তা'লামুন।

অনুবাদ: "তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"[৯৬]

৮.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

উচ্চারণ: ইয়া আয়্যুহাল লাযীনা আমানূ কাতিলুল লাযীনা ইয়ালূনাকুম মিনাল কুফফারি ওয়াল ইয়াজিদূ ফীকুম গিলযাতান। ওয়া'লামূ আন্নাল্লাহা মাআল মুত্তাকীন।

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।"[৯৭]

৯.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

উচ্চারণ: ওয়া কাতিলূহুম হাত্তা লা তাকূনা ফিতানতুন ওয়া ইয়াকূনাদ দীনু কুল্লুহূ লিল্লাহ। ফাইনিন তাহাও ফাইন্নাল্লাহা বিমা ইয়ামালূনা বাসীর।

[৯৫] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ২৪।
[৯৬] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ৪১।
[৯৭] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ১২৩।

অনুবাদ: "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তারা যা করে সে বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।[৯৮]

১০.

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

উচ্চারণ: কুল লিল মুখাল্লাফীনা মিনাল আ'রাবি সাতুদআওনা ইলা কাওমিন উলী বা'সিন শাদীদিন তুকাতিলূনাহুম আও ইয়ুসলিমূন। ফাইন তুতী-উ ইয়ুতিকুমুল্লাহু আজরান হাসানা। ওয়া ইন তাতাওয়াল্লাও কামা তাওয়াল্লাইতুম মিন কাবলু ইয়ুআযযিবকুম আযাবান আলীমা।

অনুবাদ: "পেছনে পড়ে থাকা বেদুঈনদেরকে বল, "এক কঠোর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে শীঘ্রই তোমাদেরকে ডাকা হবে; তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে। অতঃপর তোমরা যদি আনুগত্য কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর পূর্বে তোমরা যেমন ফিরে গিয়েছিলে তেমনি যদি ফিরে যাও তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন।"[৯৯]

১১.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

উচ্চারণ: ওয়া মা লাকুম লা তুকাতিলূনা ফী সাবিলিল্লাহি ওয়াল মুসতাদআফীনা মিনার রিজালি ওয়ান নিসা-ই ওয়ালবিলদানিল্লাযীনা ইয়াকূলুনা রাব্বানা আখরিজনা মিন হাযিহিল কারইয়াতিয যালিমি আহলুহা। ওয়াজ আল লানা মিল লাদুনকা ওয়ালিয়্যান, ওয়াজ আল লানা মিল লাদুনকা নাসীরা।

অনুবাদ: "আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।[১০০]

১২.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

উচ্চারণ: কাতিলুল্লাযীনা লা ইয়ুমিনূনা বিল্লাহি ওয়া লা বিল ইয়াউমিল আখিরি ওয়া লা ইয়ুহাররিমূনা মা হাররামাল্লাহু ওয়া রাসূলুহূ ওয়া লা ইয়াদীনূনা দীনাল হাক্কি মিনাল লাযীনা উতুল কিতাবা হাত্তা ইয়ুতুল জিযইয়াতা আন ইয়াদিন ওয়া হুম সাগীরুন।

---

[৯৮] সূরা আনফাল (৮), আয়াত: ৩৯।
[৯৯] সূরা ফাত্হ (৪৮), আয়াত: ১৬।
[১০০] সূরা নিসা (৪), আয়াত: ৭৫।

অনুবাদ: "যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলিকে হারাম মনে করেনা যেগুলিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজা রূপে জিযিয়া দিতে স্বীকার করে।[১০১]

১৩.

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

উচ্চারণ: ওয়া কাআইয়্যিন মিন নাবিয়্যিন কাতালা মাআহু রিব্বিয়্যূনা কাসীরুন। ফামা ওয়াহানূ লিমা আসাবাহুম ফী সাবীলিল্লাহি ওয়া মা দউফূ ওয়া মাস তাকানূ। ওয়াল্লাহু ইয়ুহিব্বুস সাবিরীন।

অনুবাদ: "কত নবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে ছিল বহু লোক, তখন তারা আল্লাহর পথে তাদের উপর সংঘটিত বিপদের জন্য হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি, অপারগ হয়নি, বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।[১০২]

১৪.

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ ۖ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ

উচ্চারণ: ওয়ালিইয়া'মাল্লাযীনা নাফকূ, ওয়া কীলা লাহুম তাআলাও কাতিলূ ফী সাবীলিল্লাহি আবিদফা-উ। কালূ লাও না'লামু কিতালাল লাত্তাবা'নাকুম। হুম লিলকুফরি ইয়াওমা-ইযিন আকরাবু মিনহুম লিল ঈমান। ইয়াকূলূনা বিআফওয়াহিহিম মা লাইসা ফী কুলূবিহীম। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিমা ইয়াকতুমূন।

অনুবাদ: "আর যাতে তিনি জেনে নেন মুনাফিকদেরকে। আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'এসো, আল্লাহর পথে লড়াই কর অথবা প্রতিরোধ কর'। তারা বলেছিল, 'যদি আমরা লড়াই হবে জানতাম তবে অবশ্যই তোমাদেরকে অনুসরণ করতাম'। সেদিন তারা কুফরীর বেশি কাছাকাছি ছিল তাদের ঈমানের তুলনায়। তারা তাদের মুখে বলে, যা তাদের অন্তরসমূহে নেই। আর তারা যা গোপন করে সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত।[১০৩]

[১০১] সূরা তাওবা (৯), আয়াত: ২৯।
[১০২] সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত: ১৪৬।
[১০৩] সূরা আল ইমরান (৩), আয়াত: ১৬৭।

১৫.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

উচ্চারণ: আলাম তারা ইলাল মালা-ই মিন বানী ইসরা-ইলা মিন বা'দি মূসা ইয কালূ লিনাবিয়্যিল লাহুমুবআস লানা মালিকান নুকাতিল ফী সাবিলিল্লাহি, কালা হাল আসাইতুম ইন কুতিবা আলাইকুমুল কিতালু আল লা তুকাতিলূ। কালূ ওয়া মা লানা আন লা নুকাতিলা ফী সাবিলিল্লাহি ওয়া উখরিজনা মিন দিয়ারিনা ওয়া আবনা-ই না। ফালাম্মা কুতিবা আলাইহিমুল কিতালু তাওয়াল্লাও ইল্লা কালীলাম মিনহুম। ওয়াল্লাহু আলীমুন বিয যালিমীন।

অনুবাদ: "তুমি কি মূসার পর বনী ইসরাঈলের প্রধানদেরকে দেখনি? যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা পাঠান, তাহলে আমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করব'। সে বলল, 'এমন কি হবে যে, যদি তোমাদের উপর লড়াই আবশ্যক করা হয়, তোমরা লড়াই করবে না'? তারা বলল, আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করব না, অথচ আমাদেরকে আমাদের গৃহসমূহ থেকে বের করা হয়েছে এবং আমাদের সন্তানদের থেকে (বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে)'? অতঃপর যখন তাদের উপর লড়াই আবশ্যক করা হল, তখন তাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তারা বিমুখ হল। আর আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।"[১০৪]

৭.১.১ কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা

উপরোক্ত আয়াতসমূহে কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে বিবরণ ও নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ পালন সকল মুসলিমের জন্য সর্বাবস্থায় সবসময় আবশ্যিক ফরয। এই ফরয কেউ তরক করলে কাফের হয়ে যাবে।

এভাবে জঙ্গিবাদীরা এ আয়াতগুলোকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করে দেশ ও দেশের বাইরে সর্বাত্মক সশস্ত্র যুদ্ধ ফরয বলে ব্যাখ্যা দেয়। অর্থাৎ তারা বলে কিছু এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করা ফরয।

৭.১.২ কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা

পবিত্র কুরআনের যত জায়গায় আল্লাহ তা'আলা কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধের আদেশ করেছেন তার প্রত্যেকটির পেছনে কোনো না কোনো ঐতিহাসিক পটভূমি বা প্রেক্ষাপট বা বিশেষ কিছু পরিস্থিতি রয়েছে। এগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো নির্দেশ নয়। কিতালের এমন কোনো আয়াত পাওয়া যাবে না, যেখানে আল্লাহ তা'আলা সঙ্গত কোনো কারণ ছাড়া এমনিতেই মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে বলেছেন। তাই যখন কেউ জিহাদ বা কিতালের আয়াতগুলোর প্রেক্ষাপট, দাবী ও শিক্ষা সম্পর্কে না জেনে, এবং আয়াতের আগের

[১০৪] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ২৪৬।

বা পরের অংশ না দেখে তা থেকে উদ্ধৃতি দেয়, তখন সে মারাত্মক ভুল করে। এ ভুল অনেক সময় অজ্ঞতার কারণে হয়, কখনো বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়।

৭.২ কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি ও তার তৎকালীন প্রেক্ষাপট

সাধারণত উগ্রপন্থী গোষ্ঠী যখন সশস্ত্র যুদ্ধের কথা বলে তখন তারা আয়াতের আগের বা পরের অংশ ও তার প্রেক্ষাপট ইচ্ছে করেই লুকিয়ে রাখে। এ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের সুপ্ত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের মন মত কুরআনের অপব্যাখ্যা অপপ্রচার করে। অথচ এসব আয়াতগুলোতে মুসলিমদের লড়াই করার নির্দেশ তখনই দেওয়া হয়েছে, যখন কাফেররা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে, বা ইসলাম মেনে চলতে বাঁধা দেয়। কিতালের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি দিবালোকের মত একেবারে সুস্পষ্ট হয় যে, মক্কায় নবুয়তের ১৩ বছরের জীবনে কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধের বিধান ছিল না। এই ১৩ বছরে রাসূল (সা.) ও তার সাথীরা বহু দুঃখ, কষ্ট, নির্যাতন, নিপীড়ন ও অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। কিন্তু তবুও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেননি। কারো গায়ে আঘাত করেননি। উপরন্তু যখন কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা দিনদিন বাড়ছিল তখন নিজের ভিটে বাড়ি রেখে ঈমান রক্ষার জন্য জীবন নিয়ে রাসূল (সা.) ও মুসলমানরা হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন। কেউ কেউ হাবশায় গেলো। কিন্তু এর পরও যখন মক্কার কুরাইশরা নিবৃত হল না, মদীনার মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করল, মদীনায় এসে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে চাইল, তাদের ওপর সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল, অনাকাঙ্খিত ত্রাস ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মদীনায় মুসলমানদের শান্তিতে থাকার অবকাশ দিলনা, ঈমান রক্ষার জন্য দেশত্যাগী হয়ে প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার সুদূরের এক নিভৃত নগরী মদীনা মুনাওয়ারায় চলে যাওয়ার পরও সেখানেও তাদেরকে সুখ-শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করার অবকাশ দিচ্ছিল না। মক্কার কাফেররা এই ক্ষুদ্র জনপদকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য, মুসলমানদেরকে দুনিয়া থেকে চিরতরে খতম করে দেওয়ার জন্য বারবার তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। এমতাবস্থায় মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য তাদের প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কোনো উপায়ান্তর ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা কিতালের নির্দেশ জারি করেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

উচ্চারণ: উযিনা লিল্লাযীনা ইয়ুকাতালূনা বিআন্নাহুম যুলিমূ। ওয়া ইন্নাল্লাহা আলা নাসরিহিম লাকাদীর।

অনুবাদ: "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।[১০৫] আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বলেন: এ আয়াত মুহাম্মাদ (সা.) ও তার সাহাবীদের ব্যাপারে তখনই নাযিল হয়েছে। যখন তাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয়।[১০৬]

[১০৫] সূরা হজ্জ (২২), আয়াত: ৩৯।

[১০৬] তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১০/৭৩, মুআসসা কুরতুবাহ, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ২০০০।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মক্কা থেকে বের করে দেয়া হল, তখন আবু বকর (রা.) বললেন: এরা অবশ্যই ধ্বংস হবে, তারা তাদের নবীকে বের করে দিয়েছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আবু বকর (রা.) বললেন: তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, যুদ্ধ হতে যাচ্ছে। আর এটিই প্রথম যুদ্ধের আয়াত।[১০৭] এর আগে মুসলিমদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। তাদেরকে সবর করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল।[১০৮]

মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের উপর কী ধরনের অত্যাচার করে বের করে দিয়েছিল তা একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়; সুহাইব রুমী (রা.) যখন হিজরত করতে থাকেন তখন কুরাইশের কাফেররা তাকে বলে, তুমি এখানে এসেছিলে খালি হাতে। এখন অনেক ধনী হয়ে গেছ। যেতে চাইলে তুমি খালি হাতে যেতে পারো। নিজের ধনসম্পদ নিয়ে যেতে পারবে না। অথচ তিনি নিজে পরিশ্রম করেই এ ধন-সম্পদ-উপার্জন করেছিলেন। কারো দান-সদকা তিনি খেতেন না। ফলে বেচারা হাত-পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং সবকিছু ঐ জালেমদের হাওয়ালা করে দিয়ে এমন অবস্থায় মদীনায় পৌঁছেন যে, নিজের পরিধান করার কাপড়গুলো ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই ছিলনা।[১০৯]

মূলত মক্কা থেকে মদীনায় যারাই হিজরত করেন তাদের প্রায় সবাইকেই এ ধরনের যুলুম, নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ঘর, বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময়ও যালেমরা তাদেরকে নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বের হয়ে আসতে দেয়নি।

অর্থাৎ, মক্কায় মুসলিমদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে, কোন না কোন মুসলিম তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলিমদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের যুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) জবাবে বলতেন: সবর কর। আমাকে এখনো যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল।

অধিকাংশ মনীষী বলেছেন, এই আয়াতের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। যার দু'টি উদ্দেশ্য এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অত্যাচার বন্ধ করা ও আল্লাহর কালেমা উঁচু করা। কারণ যদি অত্যাচারিত মানুষকে সাহায্য না করা হয় এবং তাদের ফরিয়াদে সাড়া না দেওয়া হয়, তাহলে পৃথিবীতে সবলরা দুর্বলদেরকে এবং শক্তিশালীরা শক্তিহীনদেরকে বাঁচতেই দেবে না। যার কারণে পৃথিবী অরাজকতা ও অশান্তিতে ভরে উঠবে। অনুরূপ আল্লাহর কালেমাকে উঁচু এবং বাতিলকে ধ্বংস করার চেষ্টা না করলে, বাতিল শক্তির আধিপত্য পৃথিবীর সুখ-শান্তি হরণ করে নেবে, এবং আল্লাহর নাম নেওয়ার জন্য কোনো উপাসনালয় অবশিষ্ট থাকবে না। যা সূরা হজ্জ এর ৪০ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।[১১০]

---

[১০৭] সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ৩১৭১, শারিকাতু মাকতাবা ওয়া আতবাআ মুস্তফা আল হালাবী, মিশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪৭১০, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩।

[১০৮] তাপসীরে মুইয়াসসার, পৃ: ৬/৫৯, কিং ফাহাদ কুরআন কমপ্লেক্স, মদীনা।

[১০৯] সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৭০৮২, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩।

[১১০] তাফসীরে তবারী,১৬/৫৭৬, হাজর লিত তবাআহ, কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ২০০১, তাফসীরে দুররে মানসূর, ৬/৫৭, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রথম প্রকাশনা, ১৯৯৩, তাফসীরে আহসানুল বায়ার, পৃ: ৫৮৯।

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

উচ্চারণ: আল্লাযীনা উখরিজূ মিন দিয়ারিহিম বিগাইরি হাক্কিন ইল্লা আন ইয়াকূলূ রাব্বুনাল্লাহু। ওয়া লাওলা দাফউল্লাহিন নাসা বা'দাহুম বিবা'দিল লাহুদ্দিমাত সাওয়ামি-উ ওয়া বিয়াউন ওয়া সালাওয়াতুন ওয়া মাসাজিদু ইয়ুযকারু ফীহাসমুল্লাহি কাসীরান। ওয়া লাইয়ানসুরান্নাল্লাহু মান ইয়ানসুরুহূ। ইন্নাল্লাহা লাকাবিয়্যুন আযীযুন।

অনুবাদ: "যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ী-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ'। আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।[১১১] একই কথা সূরা বাক্বারার ২৫১ নং আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

উচ্চারণ: ওয়া লাওলা দাফউল্লাহিন নাসা বা'দাহুম বিবা'দিল লাফাসাদাতিল আরদু ওয়া লাকিন্নাল্লাহা যূ ফাদলিন আলাল আলামীন।

অনুবাদ: যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি অনুগ্রহশীল।[১১২] অতএব এটি সুস্পষ্ট যে, "সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কিতালের আদেশ এসেছে যুলম-অত্যাচার, বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘনকে পরিহার ও অকল্যাণ দূরীভূত করণ ও কল্যাণ আহরণের উদ্দেশ্যে। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

উচ্চারণ: ওয়া কাতিলূ ফি সাবিলিল্লাহিল্লাযিনা ইয়ুকাতিলুনাকুম ওয়া লা তা'তাদূ। ইন্নাল্লাহা লা ইয়ুহিব্বুল মু'তাদীন।

অনুবাদ: "আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।[১১৩]

যুদ্ধের ইতিবাচক একটি উদ্দেশ্য হল, এক আল্লাহর ইবাদত করা, মানুষের কল্যাণ করা, তাদেরকে পদানত না করা ও তাদের প্রতি যুলুম না করা। জিহাদ ও কিতাল সম্পর্কিত সূরা হজ্জের ৩৯-৪১ নং আয়াতে এ বিষয়গুলো লক্ষণীয়: প্রথমত তাদেরকে মযলুম বা অত্যাচারিত হতে হবে, এমন হতে

[১১১] সূরা হজ্জ (২২), আয়াত: ৪০।
[১১২] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ২৫১।
[১১৩] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ১৯০।

হবে যে তাদের ওপর সীমালঙ্ঘন করা হয়েছে, তাদেরকে তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তাদের দীন ও ঈমান গ্রহণের কারণে।

যদি এরকম অবস্থায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অনুমোদন দেওয়া না হতো তাহলে জগতের সকল উপাসনালয় ধ্বংস হয়ে যেত। যমীনে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কেন্দ্রীয়ভাবে সকল লোক নিয়ে সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যা অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে। সামাজিক-অর্থনৈতিক কল্যাণে যাকাতের ব্যবস্থা করা, সৎকাজের আদেশ দেয়া, যা সকল কল্যাণ ও মানবতার-উপকারী বিষয় শামিল করে এবং নিষেধ করে সেসকল অসৎ কর্মকে যা ব্যক্তি ও সমাজকে ক্ষতি করে।[১১৪]

৭.৩ কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় ফরয ইবাদত

কিতাল একটি রাষ্ট্রীয় ফরয ইবাদত। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য এ ইবাদত আঞ্জাম দেওয়ার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রের বাইরে কেউ তা করতে গেলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ হিসেবে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয়ত ইসলামে জিহাদ বা কিতালের বৈধতার বেশকিছু দলিল রয়েছে, তাহল: রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি নেয়া; পর্যাপ্ত সামর্থ্য থাকা; রাষ্ট্র বা মুসলিমদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হওয়া; সন্ধি ও শান্তির সুযোগকে প্রাধান্য দেওয়া; যুদ্ধ প্রকাশ্যে ঘোষিত হওয়া; যারা সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত নয় তাদের হত্যা না করা যেমন নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। জিহাদের নামে গণহত্যা, ব্যাপকহারে সম্পদ বিনষ্ট করা এবং কোনো ধর্মের উপাসনালয়ে আক্রমন করা নিষিদ্ধ।

রাসূল (সা.) যখন কোনো যুদ্ধদল পাঠাতেন, তখন তাদের বলতেন:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ " اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلاَلٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَىْءِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ . وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ.

উচ্চারণ: আন সুলাইমানাবনি বুরাইদাতা আন আবীহি কালা কানা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইযা আম্মারা আমীরান আলা জাইশিন আউ সারিয়্যাতিন আওসাহু ফী খাসাসাতিহী

[১১৪] তাফসীর আল মানার, ১১/১২৯, ১৩০, আল হাইআতুল মিসরিয়্যাহ আল আহম্মদ লিল কিতাব, প্রকাশনা, ১৯৯০।

বিতাকওয়াল্লাহি ওয়া মান মাআহূ মিনাল মুসলিমীনা খাইরান। সুম্মা কালা উগযূ বিসমিল্লাহি ফী সাবীলিল্লাহি কাতিলূ মান কাফারা বিল্লাহি। উগযূ ওয়া লা তাগুল্লু ওয়া লা তাগদিরূ ওয়া লা তামসুলূ ওয়া লা তাকতুলূ ওয়ালীদান ওয়া ওয়া ইযা লাকীতা আদুওয়াকা মিনাল মুশরিকীনা ফাদউহুম ইলা সালাসি খিসালিন আও খিলালিন। ফাআয়্যাতুহুন্না মা আজাবূকা ফাকবাল মিনহুম ওয়া কুফফা আনহুম। সুম্মাদউহুম ইলাল ইসলামি ফা-ইন আজাবূকা ফাকবাল মিনহুম ওয়া কুফফা আনহুম। সুম্মাদউহুম ইলাত তাহওউলি মিন দারিহিম ইলা দারিল মুহাজিরীনা ওয়া আখবিরহুম আন্নাহুম ইন ফাআলূ যালিকা ফালাহুম মা লিল মুহাজিরীনা ওয়া আলাইহিম মা আলাল মুহাজিরীনা। ফাইন আবাও আন ইয়াতাহাওয়লূ মিনহা ফাআখবিরহুম আন্নাহুম ইয়াকূনূনা কাআরাবিল মুসলিমীন। ইয়াজরী আলাইহিম হুকমুল্লাহিল্লাযী ইয়াজরী আলাল মুমিনীনা। ওয়া লা ইয়াকূনু লাহুম ফিল গানিমাতি ওয়াল ফাই-ই শাইউন ইল্লা আন ইয়ুজাহিদূ মাআল মুসলিমীনা। ফা-ইন হুম আাবও ফাসাল হুমুল জিযইয়াতা। ফা-ইন হুম আজাবূকা ফাকবাল মিনহুম ওয়া কুফফা আনহুম। ফা-ইন হুম আবাও ফাসতা-ইন বিল্লাহি ওয়া কাতিলহুম। ওয়া ইযা হাসারতা আহলা হিসনিন ফাআরাদূকা আন তাজআলা লাহুম যিম্মাতাল্লাহি ওয়া যিম্মাতা নাবিয়্যিহী ফালা তাজআল লাহুম যিম্মাতাল্লাহি ওয়া লা যিম্মাতা নাবিয়্যিহী ওয়া লাকিন ইজআল লাহুম যিম্মাতাকা ওয়া যিম্মাতা আসহাবিকা। ফা-ইন্নাকুম আন তুখফিরূ যিমামাকুম ওয়া যিমামা আসহাবিকুম আহওয়ানু মিন আন তুখফিরূ যিম্মাতাল্লাহি ওয়া যিম্মাতা রাসূলিহী। ওয়া ইযা হাসারতা আহলা হিসনিন ফাআরাদূকা আন তুনযিলাহুম আলা হুকমিল্লাহি ফালা তুনযিলহুম আলা হুকমিল্লাহি। ওয়া লাকিন আনযিলহুম আলা হুকমিকা। ফা-ইন্নাকা লা তাদরী আতুসীবু হুকমাল্লাহি ফীহিম আম লা।

অনুবাদ: "সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন কোনো সেনাবাহিনী কিংবা সেনাদলের উপর আমীর নিযুক্ত করতেন তখন বিশেষতঃ তাকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলার উপদেশ দিতেন এবং তার সঙ্গী মুসলিমদের প্রতি আদেশ করতেন তারা যেন ভালভাবে চলে। আর (বিদায়লগ্নে) বলতেন, যুদ্ধ করো আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে, লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী করেছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তবে গনীমাতের মালের খিয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রু পক্ষের অঙ্গ বিকৃতি সাধন করবে না। শিশুদেরকে হত্যা করবে না। যখন তুমি মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হবে, তখন তাকে তিনটি বিষয় বা আচরণের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা এগুলোর মধ্য থেকে যেটিই গ্রহণ করে, তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবে।

প্রথমে তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে। যদি তারা তোমার এ আহবানে সাড়া দেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে সরে দাঁড়াবে। এরপর তুমি তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে মুহাজিরদের এলাকায় (মাদীনায়) চলে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। এবং তাদের জানিয়ে দিবে যে, যদি তারা তা কার্যকরী করে, তবে মুহাজিরদের জন্য যেসব উপকার ও দায়দায়িত্ব রয়েছে, তা তাদের উপর কার্যকর হবে। আর যদি তারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে, তবে তাদের জানিয়ে দেবে যে, তারা সাধারণ বেদুঈন মুসলিমদের মত গণ্য হবে। তাদের উপর আল্লাহর সে বিধান কার্যকরী হবে, যা মুমিনদের উপর কার্যকরী হয় এবং তারা গনীমাত ও ফাই (যুদ্ধলব্দ মাল) থেকে কিছুই পাবে না। অবশ্য মুসলিমদের সঙ্গে শামিল হয়ে যুদ্ধ করলে তার অংশীদার হবে।

আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের কাছে জিযিয়া প্রদানের দাবী জানাবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে নেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। আর যদি তারা এ দাবী না মানে তবে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে। আর যদি তুমি কোন দুর্গবাসীকে অবরোধ করো এবং তারা যদি তোমার কাছে আল্লাহ ও তার রসূলের যিম্মাদারী চায়, তবে তুমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রসূলের যিম্মাদারী মেনে নিবে না। বরং তাদেরকে তোমার এবং তোমার সাথীদের যিম্মাদারীতে রাখবে। কেননা তারা যদি তোমার ও তোমার সাথীদের যিম্মাদারী ভঙ্গ করে, তবে তা আল্লাহ ও তার রসূলের যিম্মাদারী ভঙ্গের চাইতে কম গুরুতর। আর যদি তোমরা কোন দূর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ করো, তখন যদি তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক নেমে আসতে চায়, তবে তোমরা তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের উপর নেমে আসতে দিবে না, বরং তুমি তাদেরকে তোমার সিদ্ধান্তের উপর নেমে আসতে দেবে। কেননা তোমার জানা নেই যে, তুমি তাদের মাঝে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে পারবে কি-না? "[১১৫]

বাইহাকীর বর্ণনায় আরো আছে, "অসুস্থকে হত্যা করো না, সন্ন্যাসীদের হত্যা করো না, ফলদ বৃক্ষ কর্তন করো না, জনবসতিকে বিরান করো না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া উট ও গরু জবাই করো না, খেজুরবৃক্ষ নিপাত করো না, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ো না।[১১৬]

৭.৪ কিতাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কতোটা প্রাসঙ্গিক?

ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। উদারতা, সহনশীলতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সাম্য, মৈত্রী ইসলামের অন্যতম শিক্ষা ও সৌন্দর্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও কিছু জঙ্গি গোষ্ঠী ধর্মের নামে জঙ্গিবাদ সৃষ্টির পায়তারা করছে। তারা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ের অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এসব উগ্র জঙ্গিবাদীদের একটি অন্যতম প্রধান কৌশল হচ্ছে 'ইসলাম আজ আক্রমণের শিকার এবং একে রক্ষা করার দায়িত্ব সকল মুসলমানের', 'বাংলাদেশে জিহাদ ফরয হয়ে গেছে', 'বাংলাদেশ সরকার তাগুত সরকার' ইত্যাদি বিভ্রান্তিকর কিছু বাক্য মানুষের মাঝে বার বার বিভিন্ন মাধ্যমে উপস্থাপন করে এদেশের কতিপয় ব্যাক্তিকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। অথচ জঙ্গিদের এসব বক্তব্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও নির্জলা মিথ্যা এবং অন্তঃসারশূন্য অপপ্রচার বৈ কিছুই নয়।

বাংলাদেশ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম-কর্ম মেনে চলছে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কখনো কাউকে বাঁধা দেয়না। এ দেশে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ যুগযুগ ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে আসছে। সুতরাং কিতালের কোনো প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা বাংলাদেশে নেই। যদিও এটা জঙ্গিদের ভালো লাগছে না। তারা কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করে জঙ্গিবাদকে উস্কে দিয়ে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এতে একদিকে যেমন দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও স্থিতিশিলতা বিন্যস্ত হচ্ছে অন্য দিকে ইসলাম ও মুসলমানদের সুনাম সুখ্যাতি বিনষ্ট হচ্ছে।

---

[১১৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৭৩১, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত।
[১১৬] বাইহাকী, সুনান আলকুবরা, হাদীস: ১৭৫৯১।

অধ্যায়-০৮

ফিতনা ও ফাসাদ

৮.১ ফিতনা শব্দের ব্যবহার ও এর উদ্দেশ্য

ফতনা (فتنة) একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফে ফিতনা শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে, যেমন: কুফর, শিরক, পরীক্ষা, মাল-সম্পদ, অন্যায় অত্যাচার, যুলুম, নিপীড়ন, দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদ, আযাব, গযব, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, জাহান্নামীদের অগ্নি দ্বারা সাজা ইত্যাদি। যেমন সূরা আনফালে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

উচ্চারণ: ওয়া কাতিলূহুম হাত্তা লা তাকূনা ফিতানতুন ওয়া ইয়াকূনাদ দীনু কুল্লুহূ লিল্লাহ। ফাইনিন তাহাও ফাইন্নাল্লাহা বিমা ইয়ামালূনা বাসীর।

অনুবাদ: তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না ফিতনা (কুফর ও শিরক) খতম হয়ে যায় আর দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর তারা যদি বিরত হয় তাহলে তারা (ন্যায় বা অন্যায়) যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।[১১৭] এ আয়াতে ফিতনা দ্বারা বুঝানো হল, দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের অব্যাহত ধারা। নিম্নোক্ত হাদীসটি থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হওয়া যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) প্রমূখ সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে, আয়াতে ফেৎনা অর্থ হচ্ছে, দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের ধারা, পক্ষান্তরে দ্বীন' শব্দের অর্থ প্রভাব ও বিজয়। মক্কার কাফেররা সদাসর্বদা মুসলিমদের উপর এ ফেৎনা অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থান করছিলেন। প্রতি মূহুর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদীনায় হিজরত করেন, তারপরও গোটা মদীনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা-রোষই প্রকাশ পেতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এখানে আয়াতটির অর্থ হবে, মুসলিমগণকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তারা অন্যায়-অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন, মুসলিম আপন দ্বীন পালন করতে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়।[১১৮] সূরা বাকারায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

উচ্চারণ: ওয়াল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাতলি।

---

[১১৭] সূরা আনফাল (৮), আয়াত: ৩৯।
[১১৮] সূরা মায়ইদা (৫), আয়াত: ৪৪।

অনুবাদ: আর ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর।[১১৯] এ আয়াতে ফিতনা বলতে কুফুরি ও শিরক বুঝানো হয়েছে।[১২০] সূরা আনকাবূতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنۡ يُّتۡرَكُوۡۤا اَنۡ يَّقُوۡلُوۡۤا اٰمَنَّا وَ هُمۡ لَا يُفۡتَنُوۡنَ

উচ্চারণ: আহাসিবান নাসু আন ইয়ুতরাকূ আন ইয়াকূলূ আমান্না ওয়া হুম লা ইয়ুফতানূন।

অনুবাদ: মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?[১২১] এ আয়াতে মাল-সম্পদ। বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্দশা বুঝানো হয়েছে। কেননা يُفْتَنُون শব্দটি فتنة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা।[১২২]

নবীগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাদেরই হাতে এসেছে। এসব পরীক্ষা জান ও মালের উপর ছিল।[১২৩] এর মাধ্যমে তাদের ঈমানের দৃঢ়তার পরীক্ষা হয়ে যেত। কোন সময় কাফের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন অধিকাংশ নবীগণ, শেষনবী মুহাম্মদ (সা.) ও তার সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। সকল সময়ই পরীক্ষা রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন আইয়ুব (আ.) এর হয়েছিল। কারও কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেয়া হয়েছে। সূরা যারিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

يَوۡمَ هُمۡ عَلَى النَّارِ يُفۡتَنُوۡنَ

উচ্চারণ: ইয়াওমা হুম আলান্নারি ইয়ুফতানূন।

অনুবাদ: যে দিন তারা অগ্নিতে সাজাপ্রাপ্ত হবে।[১২৪]

এ আয়াতে ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য (জাহান্নামী) আগুনের সাজা। ফাতহুল কাদির। সূরা বুরুজে এই মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা আরোও বলেন:

اِنَّ الَّذِيۡنَ فَتَنُوا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوۡبُوۡا فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمۡ عَذَابُ الۡحَرِيۡقِ

উচ্চারণ: ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি সুম্মা লাম ইয়াতূবূ ফালাহুম আযাবু জাহান্নামা ওয়া লাহুম আযাবুল হারীক।

অনুবাদ: যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের প্রতি যুলম পীড়ন চালায় অতঃপর তাওবাহ করে না, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে আগুনে দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা।[১২৫]

---

[১১৯] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ১৯১।
[১২০] তাফসীর আহসানুল রায়ান, পৃ: ৫৩।
[১২১] সূরা আনকাবূত (২৯), আয়াত: ২।
[১২২] তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, ৬/১৫৫, দারুল ফিতর, বৈরুত, সংস্করণ ১১৯৫, তাফসীর ফাতহুল কাদীর, ৪/২৭৩, শামেলা, আইসারুত তাফাসীর, ৪/১০৮, মাকতাবতুল উলূম ওয়াল হিকাম, মদীনা মুসাওয়ারা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৩।
[১২৩] তাফসীর আহসানুল বায়ান, পৃ: ৬৯০।
[১২৪] সূরা যারিয়াত (৫১), আয়াত: ১৩।
[১২৫] সূরা বুরুজ (৮৫), আয়াত: ১০।

فَتَنُّوا শব্দের এক অর্থ হচ্ছে, أحرقوا বা জ্বালিয়েছিল। অপর অর্থ পরীক্ষা করা। বিপদে ফেলা। মূলত এ আয়াতে ফিতনা দ্বারা কাফেরদের কর্তৃক মুসলমানদের উপর যুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়ন বুঝানো হয়েছে। আয়াতে প্রকৃত পক্ষে এসব কাফেরদের জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণার খবর দেয়ার সাথে সাথে কুরআন বলছে যে, এই আযাব তাদের ওপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি। এতে তাদেরকে তওবার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। হাসান বসরী বলেনঃ বাস্তবিকই আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপার কোন তুলনা নেই। তারা তো আল্লাহর নেক বান্দাদেরকে জীবিত দগ্ধ করে তামাশা দেখছে, আল্লাহ তা'আলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফিরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন।[১২৬] সূরা আনফালে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ اتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

উচ্চারণ: ওয়াত্তাকূ ফিতনাতাল লা তুসীবান্নাল্লাযীনা যালামূ মিনকুম খাসসাতান। ওয়া'লামূ আন্নাল্লাহা শাদীদুল ই'কাব।

অনুবাদ: আর তোমরা ভয় কর ফিতনাকে যা তোমাদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে শুধু যালিমদের উপরই আপতিত হবে না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর।[১২৭]

এখানে ফিতনা অর্থ মানুষের একে অপরের উপর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নির্বিচারে সকলের উপর অত্যাচার করা। অথবা ব্যাপক আযাব বা শাস্তি, যেমন অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি, যা আকাশ ও পৃথিবী হতে প্রাকৃতিক দুর্যোগরূপে নেমে আসে, যাতে সৎ-অসৎ সবাই প্রভাবিত হয়। অথবা কিছু হাদীসে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধাদান ছেড়ে দিলে যে শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে, এখানে তাকেই 'ফিতনা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।[১২৮]

অন্যান্য মুফাসসিরীনদের মতে এখানে ফেতনা বলতে সে সব সামাজিক সামগ্রিক ফেতনা বুঝানো হয়েছে, যা এক সংক্রামক ব্যাধির মত জন-সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, যাতে কেবল গুনাহগার লোকরাই নিপতিত হয় না, সে লোকেরাও এতে পড়ে মার খায়, যারা গুনাহগার সমাজে বসবাস করাকে বরদাশত করে থাকে।[১২৯] একই সূরার ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

উচ্চারণ: ওয়া'লামূ আন্নামা আমওয়ালুকুম ওয়া আওলাদুকুম ফিতনাতান। ওয়া আন্নাল্লাহা ইনদাহু আজরুন আযীম।

অনুবাদ: আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো ফিতনা। আর নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর নিকট আছে মহা পুরস্কার।[১৩০]

---

[১২৬] তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, ৬/১৭,৮/৪৮৫, দারুল ফিতর, বৈরুত, সংস্করণ ১১৯৫, তাফসীর ইবনে কাসীর, ৬/৯৪, দার তইবাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৯, শামেলা।

[১২৭] সূরা আনফাল (৮), আয়াত: ২৫।

[১২৮] তাফসীর আহসানুল বায়ান, পৃ: ৬৯০।

[১২৯] তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪/৩৮, দার তইবাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৯, তাফসীরে মুইয়াসসার, ৩/১৯৩, কিং ফাহাদ কুরআন কমপ্লেক্স, মদীনা।

[১৩০] সূরা আনফাল (৮), আয়াত: ২৮।

এ আয়াতে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদিকে ফিতনা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, সাধারণতঃ সন্তান ও সম্পদ মানুষকে খিয়ানত করতে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হতে বাধ্য করে। সেই জন্য সে দুটিকে ফিতনা (পরীক্ষা) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা মানুষের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে যে, তাদের ভালবাসায় আমানত ও আনুগত্যের হক পূর্ণরূপে আদায় করে কি না? যদি সে তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তাহলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, অন্যথা সে অনুত্তীর্ণ ও অসফল বলে গণ্য হয়। এই অবস্থায় এই সম্পদ ও সন্তান তাঁর জন্য আল্লাহর শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১৩১]

এভাবে সূরা আলে ইমরানের ৭, সূরা নিসার ৯১, সূরা মাইদার ৭১, সূরা তাওবার ৪৭, ৪৮ ও ৪৯ এবং সূরা আহযাবের ১৪ নং আয়াতসহ আরোও অনেক আয়াতে ফিতনা শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। এসব আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, অবস্থাভেদে ফিতনার অর্থের মধ্যে ভিন্নতা আসে।

হাদীস শাস্ত্রে ফিতনা সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ হাদীসের ভাষ্য থেকে ফিতনা বলতে এমন একটা অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যাতে সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। সমাজে সংঘাত থাকবে বহুমুখী। মানুষের মধ্যে মতভেদ, রাজনৈতিক বিভাজন, অনৈক্য, অস্থিরতা, দলাদলি প্রকট আকার ধারণ করবে। তারা নিজেদের মধ্যে বহুবিদ মতপার্থক্যে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি ও রক্তপাতে লিপ্ত হবে। ফিতনার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে। সে সময় ঈমান নিয়ে চলা অনেক কঠিন হবে। আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা.) কে ফিতনার এ ব্যাপকতা সম্পর্কে বারবার সাবধান করেছেন। তিনি বলেছেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَتَكُونُ فِتَنٌ، القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِمِ، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْهَا مَلْجَأً، أَوْ مَعَاذًا، فَلْيَعُذْ بِهِ

উচ্চারণ: আন আবী হুরাইরাতা কালা, কালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, সাতাকূনু ফিতানুন। আল কা-ইদু ফীহা খাইরুম মিনাল কা-ইমি। ওয়াল কা-ইমু ফীহা খাইরুম মিনাল মাশী। ওয়াল মাশী ফীহা খাইরুম মিনাস সাঈ। মান তাশাররাফা লাহা তাসতাশরিফুহূ। ফামান ওয়াজাদা মিনহা মালজাআন আও মাআযান ফালইয়ু-ইয বিহী।

অনুবাদ: শীঘ্রই অনেক ফিতনা দেখা দেবে। তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে তাকাবে ফিতনা তাকে ঘিরে ধরবে। তখন কেউ যদি কোন আশ্রয়ের জায়গা কিংবা নিরাপদ জায়গা পায়, তাহলে সে যেন সেখানে আত্মরক্ষা করে।[১৩২] আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ فِي مَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ

---

[১৩১] তাফসীর আহসানুল বায়ান, পৃ: ৬৯০।

[১৩২] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭০৮১ দার তওকুর নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৮৮৬, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, শামেলা।

উচ্চারণ: আন আবী সাঈদিনিল খুদরী আন্নাহু কালা, কালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, ইয়া'তী আলাননাসি যামানুন তাকূনুল গানামু ফীহি খাইরা মালিল মুসলিমি। ইয়াতবা-উ বিহা শাআফাল জিবালি আও সাআফাল জিবালি ফী মাওয়াকি-ইল কাতরি। ইয়াফিররু বিদীনিহী মিনাল ফিতানি।

অনুবাদ: মানুষের উপর এমন এক যুগ আসছে, যখন মুসলিমের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে ভেঁড়া-ছাগল; তাই নিয়ে পর্বত-শিখরে ও পানির জায়গাতে চলে যাবে; ফিতনা থেকে নিজ দ্বীন নিয়ে পলায়ন করবে।[১৩৩] উহবান (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন:

عن أهبان قَالَ قَالَ رسول الله ﷺ سَتَكُونُ فِتَنٌ وَفُرْقَةٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاكْسِرْ سَيْفَكَ وَاتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ

উচ্চারণ: আন উহবানা কালা, কালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, সাতাকূনু ফিতানুন ওয়া ফুরকাতুন। কানা যালিকা। ফাকসির সাইফাকা ওয়াত তাখিয সাইফান মিন খাশাবিন।

অনুবাদ: ভবিষ্যতে ফিতনা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে। সুতরাং সে সময় এলে তুমি তোমার তরবারি ভেঙ্গে ফেলো এবং কাষ্ঠের তরবারি বানিয়ে নিয়ো।[১৩৪]

খালেদ বিন উরফুত্বাহ (রা.) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا خَالِدُ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَحْدَاثٌ وَفِتَنٌ وَاخْتِلَافٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ فَافْعَلْ فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَاكَ فَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ

উচ্চারণ: আন খালিদিবনি উরফুতাতা কালা, কালা লী রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, ইয়া খালিদু! ইন্নাহা সাতাকূনু বা'দী আহদাসুন ওয়া ফিতানুন ওয়াখতিলাফুন। ফা-ইনিসতা'তা আন তাকূনা আবদাল্লাহিল মাকতূলা লাল কাতিলা ফাফআল। ফা-ইন আদরাকতা যাকা ফাকুন আবদাল্লাহিল মাকতূলা। ওয়া তাকুন আবদাল্লাহিল কাতিলা।

অনুবাদ: হে খালেদ! আমার পরে বহু অঘটন, ফিতনা ও মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। সুতরাং তুমি পারলে সে সময় আল্লাহর নিহত বান্দা হও এবং হত্যাকারী হয়ো না।[১৩৫] আবূ মূসা আশআরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَامَةُ الرَّجُلِ فِي الْفِتْنَةِ أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ

উচ্চারণ: ওয়া আন আবী মূসাল আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু কালা, কালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, সালামাতুর রাজুলি ফিল ফিতনাতি আন ইয়ালযামা বাইতাহূ।

---

[১৩৩] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৬০০, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি.।

[১৩৪] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ২০৬৭১, মুআসসাতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৯, শামেলা।

[১৩৫] মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ২২৪৯৯, মুআসসাতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ,১৯৯৯, শামেলা, মুসনাদে আবূ য়া'লা, হাদীস:১৫২৩, দারুল মামুন, দামেস্ক, প্রথম প্রকাশ. ১৯৯৪।

অনুবাদ: ফিতনার সময় মানুষের নিরাপত্তার উপায় তার স্বগৃহে অবস্থান।[১৩৬] আহনাফ ইবনু কায়স (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

উচ্চারণ: আনিল আহনাফিবনি কাইসিন কালা, যাহাবতু লিআনসুরা হাযার রাজুলা। ফালাকিয়ানী আবূ বাকরাতা। ফাকালা, আইনা তুরীদু? কুলতু আনসুরু হাযার রাজুলা। কালা, ইরজি', ফা-ইন্নি সামি'তু রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়াকূলু, ইযাল তাকাল মুসলিমানি বিসাইফাইহিমা ফাল কাতিলু ওয়াল মাকতূলু ফিননারি। কুলতু ইয়া রাসূলাল্লাহি, হাযাল কাতিলু। ফামা বালুল মাকতূলি? কালা, ইন্নাহূ কানা হারীসান আলা কাতলি সাহিবিহী।

অনুবাদ: আমি তাকে (আলী রা.) সাহায্য করার জন্য যাচ্ছিলাম। ইত্যবসরে আমার সাথে আবূ বকর (রা.) এর সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছি? আমি বললাম, ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে। তিনি বললেন, ফিরে যাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, যখন দুজন মুসলমান তরবারী নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যাক্তির অবস্থান হবে জাহান্নাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো বোধগম্য। কিন্তু নিহত ব্যাক্তির ব্যাপার, সে কেমন? তিনি বললেন: সেও তো প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে আগ্রহী ছিল।[১৩৭]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, মুসলমানদের দুই পক্ষে সংঘাত বাধলে তাদের কোনো এক পক্ষের সমর্থনে যুদ্ধ না করে বরং মীমাংসা করার চেষ্টা করাই রাসূল (সা.) এর আদর্শ। কারণ মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের সংঘাত ফিতনার পর্যায়ে পড়ে, যা থেকে দূরে থাকাকে সৌভাগ্য বলা হয়েছে।

---

[১৩৬] মানাবী, আততাইসীর শারহুল জামে আস সগীর, ২/১২৩, মাকবাতুল ঈমাম শাফেয়ী, তৃতীয় প্রকাশ, রিয়াদ, ১৯৮৮। সহীহ ওয়া দঈফ আল জামে আস সগীর, হাদীস: ৫৯৬২, শামেলা।

[১৩৭] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৮৭৫, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৮৮৮, দার ইহয়া আত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, সুনান আল বাইহাকী, হাদীস: ১৬৭৯৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩।

৮.২ ফাসাদ শব্দের ব্যবহার ও এর উদ্দেশ্য

ফাসাদ (فساد) শব্দটি আরবি। এর অর্থ নৈরাজ্য, উগ্রতা, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়, অশান্তি, উত্তরাধিকার, পারম্পারিক বন্ধুত্ব প্রভৃতি। ফাসাদ শব্দটি কুরআনের বহু জায়গায় ব্যবহার হয়েছে। যেমন সূরা আল আরাফে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ لَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ

উচ্চারণ: ওয়া লা তুফসিদূ ফিল আরদি বা'দা ইসলাহিহা ওয়াদউহু খাওফাউ ওয়া তমায়া। ইন্না রাহমাতাল্লাহি কারীবুম মিনাল মুহসিনীন।

অনুবাদ: দুনিয়ায় শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করোনা, আল্লাহকে ভয়-ভীতি ও আশা আকাঙ্খার সাথে ডাক, নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতি সন্নিকটে।[১৩৮]

ইবনে কাসীর (র.) বলেন: শান্তি স্থাপনের পর ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করা এবং যেসকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা থেকে বিরত থাকতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ করেছেন। কারণ যখন সবকিছু স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণভাবে চলতে থাকে, তখন যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়, তা হলে তা মানুষের জন্য বেশী ক্ষতিকর। এ জন্য আল্লাহ্ এরুপ করতে নিষেধ করেছেন।[১৩৯] সূরা কাসাসে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ ابْتَغِ فِیْمَاۤ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِیْبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَ اَحْسِنْ كَمَاۤ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَیْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِیْنَ

উচ্চারণ: ওয়াবতাগি ফীমা আতাকাল্লাহুদ দারাল আখিরাতা ওয়া লা তানসা নাসীবাকা মিনাদ দুনইয়া ওয়া আহসিন কামা আহসানাল্লাহু ইলাইকা ওয়া লা তাবগিল ফাসাদা ফিল আরদি। ইন্নাল্লাহা লা ইয়ুহিব্বুল মুফসিদীন।

অনুবাদ: আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না'।[১৪০] এ আয়াতে ফাসাদ অর্থ উগ্রতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। কুরআনে এগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা মহাপাপ ও শক্ত গুনাহ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সূরা বাকারায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ اللّٰهُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ.

উচ্চারণ: ওয়াল্লাহু লা ইয়ুহিব্বুল ফাসাদা।

অনুবাদ: এবং আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেননা।[১৪১]

---

[১৩৮] সূরা আল আরাফ (৭), আয়াত: ৫৬।
[১৩৯] তাফসীর ইবনে কাসীর, দার তইবাহ, রিয়াদ, ৩/৪২৯।
[১৪০] সূরা কাসাস (২৮), আয়াত: ৭৭।
[১৪১] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ২০৫।

সূরা মাইদায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

উচ্চারণ: ওয়াল্লাহু লা ইয়ুহিব্বুল মুফসিদীনা।

অনুবাদ: আর আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না।[১৪২] সূরা মাইদায় আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

উচ্চারণ: মিন আজলি যালিকা, কাতাবনা আলা বানী ইসরাঈলা আন্নাহু মান কাতালা নাফসান বিগাইরি নাফসিন আউ ফাসাদিন ফিল আরদি ফাকাআন্নামা কাতালান নাসা জামীআ। ওয়া মান আহইয়াহা ফাকাআন্নামা আহইয়ান নাসা জামীআ।

অনুবাদ: এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের জন্য বিধান দিয়েছিলাম যে, যে ব্যক্তি মানুষ হত্যা কিংবা যমীনে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে সে যেন তামাম মানুষকেই হত্যা করল। আর যে মানুষের প্রাণ বাঁচালো, সে যেন তামাম মানুষকে বাঁচালো।[১৪৩] এ আয়াতে ফাসাদ দ্বারা বুঝানো হয়েছে সকল ধরণের সন্ত্রাস, উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ ও অশান্তিকে। সূরা আনফালে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ

উচ্চারণ: ওয়াল্লাযীনা কাফারূ বা'দুহুম আউলিয়া-উ বা'দিন। ইল্লা তাফআলূহু তাকুন ফিতনাতুন ফিল আরদি ওয়া ফাসাদুন কাবীরুন।

অনুবাদ: আর যারা কুফরী করে তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না কর (অর্থাৎ তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আস) তাহলে দুনিয়াতে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।[১৪৪] এ আয়াতে ফাসাদের উদ্দেশ্য গোলযোগ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও চরম অশান্তি।[১৪৫]

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

উচ্চারণ: যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাসি লিইয়ুযীকাহুম বা'দাল্লাযী আমিলূ লাআল্লাহুম ইয়ারজিউন।

অনুবাদ: মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কোন কোন কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা (অসৎ পথ হতে) ফিরে আসে।[১৪৬]

---

[১৪২] সূরা মাইদা (৫), আয়াত: ৩২।
[১৪৩] সূরা মাইদা (৫), আয়াত: ৩২।
[১৪৪] সূরা আনফাল (৮), আয়াত: ৭৩।
[১৪৫] তাফসীর আহসানুল বায়ান, পৃ: ৩২৫।
[১৪৬] সূরা রুম (৩০), আয়াত: ৪১।

আয়াতে 'স্থল' বলতে মানুষের বাসভূমি এবং জল বলতে সমুদ্র, সামুদ্রিক পথ এবং সমুদ্র-উপকূলে বসবাসের স্থান বুঝানো হয়েছে। 'ফাসাদ' (বিপর্যয়) বলতে ঐ সকল আপদ-বিপদকে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা মনুষ্য-সমাজে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হয় এবং মানুষের শান্তিময় জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয়। অর্থাৎ, মানুষ এক অপরের উপর অত্যাচার করছে, আল্লাহর সীমা লংঘন করছে এবং নৈতিকতার বিনাশ সাধন করছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত সাধারণ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। অবশ্য 'ফাসাদ'-এর অর্থ আকাশ-পৃথিবীর ঐ সকল বিপর্যয় নেওয়াও সঠিক, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও সতর্কতা স্বরূপ প্রেরণ করা হয়। আর তাতে উদ্দেশ্য এই থাকে যে, ঐ সর্বনাশী বিপর্যয় ও আপদ-বিপদ দেখে সম্ভবত মানুষ পাপকর্ম থেকে বিরত হবে এবং আল্লাহর কাছে তওবা করে পুনরায় তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসবে।[১৪৭] এভাবে বিভিন্ন অর্থে ফাসাদ শব্দটি সূরা মাইদার ৩৩ ও ৬৪, সূরা হূদের ১১৬, সূরা কাসাসের ৮৩ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। এসব আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, নাযিলের প্রেক্ষাপট ও অবস্থাভেদে ফাসাদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়।

[১৪৭] তাফসীর আহসানুল বায়ান, পৃঃ ৭১০।

অধ্যায়-৯

উগ্রবাদী কার্যক্রমের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নিষেধাজ্ঞা

৯.১ সন্ত্রাসী হামলা ও সন্ত্রাসবাদ

ধর্মের সঙ্গে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। ইসলামের এক অর্থ শান্তি। যে ধর্মে ব্যক্তির প্রথম সম্বোধন আস-সালামু আলাইকুম, অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, সে ধর্ম কী করে সন্ত্রাসের অনুমোদন দিতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

উচ্চারণ: ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামীন।

অনুবাদ: "আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।"[১৪৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) সবার জন্যেই রহমতস্বরূপ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমন গোটা মানব জাতির জন্য আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ। হাদীসে এসেছে:

عن أبي هريرة، قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة.

উচ্চারণ: আন আবী হুরাইরাতা কালা, কীলা ইয়া রাসূলাল্লাহি উদ-উ আলাল মুশরিকীনা। কালা, ইন্নী লাম উব্আস লা'আনান ওয়া ইন্নামা বু-ইসতু রাহমাতান।

অনুবাদ: "আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মুশরিকদের জন্য বদ দুআ করুন। তিনি বললেন: " আমি তো লানতকারী রূপে প্রেরিত হইনি; বরং প্রেরিত হয়েছি রহমত স্বরূপ।"[১৪৯]

ইসলামের সাথে উগ্রতা, অরাজকতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন সম্পর্ক নেই। জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী তৎপরতা দিয়ে বিশ্বে কখনো ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ইসলাম তার সুমহান ও অনুপম আদর্শ, চারিত্রিক মাধুর্যতা, অন্তরের কোমলতা এবং তার অন্তর্নিহিত স্বকীয় সৌন্দর্যময় বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা, শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা, মহানুভবতা ও পরমতসহিষ্ণুতার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মানুষ হত্যা, খুন, গুম, উগ্রতা, কঠোরতা, শক্তি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, তরবারির আঘাত, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, বোমাবাজী, আত্মঘাতি হামলা, রক্তপাত ও অরাজকতার মাধ্যমে নয়।

---

[১৪৮] সূরা আম্বিয়া (২১), আয়াত: ১০৭।

[১৪৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৫৯৯, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত।

৯.২ ইসলামের দিকে আহ্বানের পদ্ধতি

যুগে যুগে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ এ ধর্মের অনুপম বৈশিষ্ট্যের কারণেই হয়েছে। ইসলামের উদারতা, মানবিকতা ও কল্যাণের সৌন্দর্যের কারণেই মানুষ ইসলামী আদর্শের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে, সুতরাং ইসলামে বা ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বানের পথ ও পদ্ধতি কেমন হবে তা আল্লাহ্ তা'আলা তার রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামের দিকে আহ্বানের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَ الۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَ جَادِلۡہُمۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّکَ ہُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِہٖ وَ ہُوَ اَعۡلَمُ بِالۡمُہۡتَدِیۡنَ

উচ্চারণ: উদউ ইলা সাবীলি রাব্বিকা বিল হিকমাতি ওয়াল মাওয়িযাতিল হাসানাতি ওয়া জাদিলহুম বিল্লাতী হিয়া আহসানু। ইন্না রাব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান দাল্লা আন সাবীলিহী। ওয়া হুওয়া আ'লামু বিল মুহতাদীন।

অনুবাদ: জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তুমি (মানুষকে) তোমার পালনকর্তার পথে আহবান জানাও।[১৫০]

৯.৩ ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে নিপীড়নের শিকার হলে ধৈর্যধারণ করতে হবে, পাল্টা আঘাত করা যাবে না

ইসলামের দাওয়াত, প্রচার প্রসার করতে গিয়ে যুলুম অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার হলে পাল্টা যুলুম অত্যাচার করা যাবে না, বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে, মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে নয় বরং ভালো দিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ اصۡبِرۡ وَ مَا صَبۡرُکَ اِلَّا بِاللّٰہِ وَ لَا تَحۡزَنۡ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا تَکُ فِیۡ ضَیۡقٍ مِّمَّا یَمۡکُرُوۡنَ

উচ্চারণ: ওয়াসবির ওয়া মা সাবরুকা ইল্লা বিল্লাহি ওয়া লা তাহযান আলাইহিম ওয়া লা তাকু ফী দাইকিম মিম্মা ইয়ামকুরূন।

অনুবাদ: তুমি ধৈর্য ধারণ কর; তোমার ধৈর্য হবে আল্লাহরই সাহায্যে; তাদের জন্য দুঃখ কোরনা এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়োনা।[১৫১]

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নৈরাজ্য, অরাজকতা সৃষ্টি সম্পূর্ণ হারাম। বোমাবাজি, মানুষ হত্যা, খুন, গুম, সন্ত্রাস, রাহাজানি, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও আত্মঘাতী হামলা ইত্যাদি তৎপরতা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যারা এগুলো করছে তাদের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তারা পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সকল বরেণ্য আলেম-ওলামা, স্কলার, ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষকগণ এ

[১৫০] সূরা নাহাল (১৬), আয়াত: ১২৫।
[১৫১] সূরা নাহাল (১৬), আয়াত: ১২৭।

বিষয়ে একমত যে, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সঠিক মুসলিম নয়, এরা বিভ্রান্ত, বিপথগামী। এরা ইসলাম, ঈমান, দেশ ও মানবতার শত্রু। এরা বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী এসকল মানুষ কোনভাবেই ইসলাম, দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। তাদের কারণে সাধারণ মানুষ ইসলামকে ভুল বুঝছে। কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা, বিকৃত ও কুৎসিতভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে এসব পথভ্রষ্ট মানুষেরা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এরা শান্তি, উন্নতি, অগ্রগতির বিরুদ্ধে। এরা অন্যায়, অত্যাচার, যুলুম, হত্যা, খুন, রক্তপাত, বোমাবাজি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও সহিংসতা ছড়িয়ে পৃথিবীতে অস্থিরতা, বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়। অথচ ইসলামে এ ধরণের কার্যকলাপকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে সন্ত্রাস ও জঙ্গি তৎপরতাকে 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' শব্দদ্বয় দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। ফিতনা-ফাসাদ মহান আল্লাহর কাছে অতীব ঘৃণিত একটি মহাপাপ, শক্ত গুনাহ। এগুলোর জন্যে ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ لَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِہَا وَ ادْعُوْہُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰہِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ.

উচ্চারণ: ওয়া লা তুফসিদূ ফিল আরদি বা'দা ইসলাহিহা ওয়াদউহু খাওফাউ ওয়া তমায়া। ইন্না রাহমাতাল্লাহি কারীবুম মিনাল মুহসিনীন।

অনুবাদ: "দুনিয়ায় শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করনা, আল্লাহকে ভয়-ভীতি ও আশা আকাঙ্খার সাথে ডাক, নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতি সন্নিকটে।[১৫২] আল্লাহ্ তা'আলা আরোও বলেন:

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

উচ্চারণ: ওয়া লা তা'সাউ ফিল আরদি মুফসিদীন।

অনুবাদ: "দুষ্কৃতিকারীর মত পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।"[১৫৩] তিনি অন্যত্র বলেন:

وَ ابْتَغِ فِیْمَاۤ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِیْبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَ اَحْسِنْ كَمَاۤ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَیْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِیْنَ.

উচ্চারণ: ওয়াবতাগি ফীমা আতাকাল্লাহুদ দারাল আখিরাতা ওয়া লা তানসা নাসীবাকা মিনাদ দুনইয়া ওয়া আহসিন কামা আহাসানাল্লাহু ইলাইকা ওয়া লা তাবগিল ফাসাদা ফিল আরদি। ইন্নাল্লাহা লা ইয়ুহিব্বুল মুফসিদীন।

অনুবাদ: আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না'।[১৫৪]

---

[১৫২] সূরা আল আরাফ (৭), আয়াত: ৫৬।
[১৫৩] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ৬০।
[১৫৪] সূরা কাসাস (২৮), আয়াত: ৭৭।

৯.৪ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের শাস্তি

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন:

إِنَّمَا جَزَاءِ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا فِى الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

উচ্চারণ: ইন্নামা জাযাউল্লাযীনা ইয়ুহারিবূনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ওয়া ইয়াসআউনা ফিল আরদি ফাসাদান আন ইয়ুকাত্তালূ আও ইয়ুসাল্লাবূ আও তুকাত্তা'আ আইদীহিম ওয়া আরজুলুহুম মিন খিলাফিন আও ইয়ুনফাও ফিল আরদি। যালিকা লাহুম খিযইয়ুন ফিদ্দুনইয়া ওয়া লাহুম ফিল আখিরাতি আযাবুন আযীম।

অনুবাদ: 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহা আযাব।'[১৫৫]

৯.৫ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হত্যা নিষিদ্ধ, তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতে হবে

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

لَا يَنْهٰىكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

উচ্চারণ: লা ইয়ানহাকুমুল্লাহু আনিল্লাযীনা লাম ইয়ুকাতিলূকুম ফিদ্দীনি ওয়া লাম ইয়ুখরিজূকুম মিন দিয়ারিকুম আন তাবাররূহুম ওয়া তুকসিতূ ইলাইহিম। ইন্নাল্লাহা ইয়ুহিব্বুল মুকসিতীন।

অনুবাদ: দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের ক'রে দেয়নি তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে আর ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।[১৫৬]

আলোচ্য আয়াতে যেসব কাফের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কারেও অংশগ্রহণ করেনি, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেক কাফেরের সাথেও জরুরী। এতে যিম্মি কাফের, চুক্তিতে আবদ্ধ কাফের এবং শত্রু কাফের সবাই সমান। আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) তাঁর মুশরিক মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা

[১৫৫] সূরা মাইদা (৫), আয়াত: ৩৩।
[১৫৬] সূরা মুমতাহিন (৬০), আয়াত: ৮।

সম্পর্কে নবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, أُمَّكَ صِلِىْ "তোমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার কর।"[১৫৭] আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا .

উচ্চারণ: আন আবদিল্লাহিবনি আমরিন আনিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কালা, মান কাতালা নাফসান মুআহাদান। লাম ইয়ারিহ রা-ইহাতাল জান্নাতি ওয়া ইন্না রীহাহা লাইয়ুজাদু মিন মাসিরাতি আরবাঈনা আমান।

অনুবাদ: "যে কেউ কোন অঙ্গীকারবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ এর গন্ধ চল্লিশ বছরের পথের দুরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।"[১৫৮] মুআহাদ বলতে যে বা যাদের সাথে আহ্দ বা চুক্তি হয়েছে তাদেরকে বুঝায়। ফিকহী ভাষায় সে যিম্মি হোক বা সুলাহকারী মুআহাদ বা মুসতামান (আশ্রয় গ্রহণকারী)। যারা মুসলিম দেশে ভিসা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে থাকছে তারা যে মুআহাদের অন্তর্ভুক্ত এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বিদায় হজ্জের ভাষণে সন্ত্রাস সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ. أَىُّ يَوْمٍ هَذَا ". قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ " فَأَىُّ بَلَدٍ هَذَا ". قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ " فَأَىُّ شَهْرٍ هَذَا ". قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ". فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ ـ " فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

উচ্চারণ: আন ইবনি আব্বাসিন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আন্না রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতাবান নাসা ইয়াওমান নাহরি ফাকালা, ইয়া আয়্যুহান নাসু আয়্যু ইয়ওমিন হাযা? কালূ ইয়াওমুন হারামুন। কালা, ফাআয়্যু বালাদিন হাযা? কালূ, বালাদুন হারামুন। কালা, ফাআয়্যু শাহরিন হাযা? কালূ, শাহরুন হারামুন। কালা, ফা-ইন্না দিমাআকুম ওয়া আমওয়ালাকুম ওয়া আ'রাদাকুম আলাইকুম হারামুন কাহুরমাতি ইয়াওমিকুম হাযা ফী বালাদিকুম ফী শাহরিকুম হাযা। ফা-আদাহা মিরারান। সুম্মা রাফা'আ রা'সাহূ ফাকালা, আল্লাহুম্মা হাল বাল্লাগতু। আল্লাহুম্মা হাল বাল্লাগতু। কালা ইবনু আব্বাসিন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ফাওয়াল্লাযী নাফসী বিইয়াদিহী ইন্নাহা লাওয়াসিয়্যাতুহূ ইলা উম্মাতিহী। ফালইয়ুবাল্লিগিশ শাহিদুল গা-ইবা। লা তারজি-উ বা'দী কুফফারান ইয়াদরিবু বা'দুকুম রিকাবা বা'দিন।

অনুবাদ: ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন লোকদের উদ্দেশ্যে একটি খুত্বা দিলেন। তিনি বললেনঃ হে লোক সকল! আজকের এ দিনটি কোন্ দিন? সকলেই বললেন, সম্মানিত দিন। তারপর তিনি বললেন: এ শহরটি কোন্ শহর?

---

[১৫৭] সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৬২০, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০০৩, দার ইহইয়াইত তুবাস আল আনাবি, বৈরুত।

[১৫৮] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৯১৪, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ।

তাঁরা বললেন, সম্মানিত শহর। তারপর তিনি বললেন: এ মাসটি কোন্ মাস? তারা বললেন: সম্মানিত মাস। তিনি বললেন: তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের জন্য তেমনি সম্মানিত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এ দিনটি, তোমাদের এ শহরে এবং তোমাদের এ মাসে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। পরে মাথা উঠিয়ে বললেন: ইয়া আল্লাহ! আমি কি (আপনার পয়গাম) পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়েছি? ইবনু 'আব্বস (রা.) বলেন, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই এ কথাগুলো ছিল তাঁর উম্মতের জন্য অসীয়ত। (নবী সা.) আরো বললেন: উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। আমার পরে তোমরা কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না; যে, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করবে।[১৫৯]

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলোতে আমাদের জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে যে, ইসলামে সন্ত্রাস, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, রাহাজানি, উগ্রতা, জঙ্গিবাদ, চরমপন্থা, ফিতনা-ফাসাদ, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, খুন, হত্যা, বোমাবাজি করে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হারাম। এগুলো কঠিন ও গুরুতর অপরাধ। সুতরাং কোন মানুষের জন্য এ ধরণের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

৯.৬ নিরপরাধ মানুষ হত্যার শাস্তি

মানুষ হত্যা করা মানুষের কাজ নয়। তাই যারা মানুষ হত্যা করে তারা আর মানুষ থাকে না। মানুষ তাদেরকে অমানুষ ভাবে, ধিক্কার জানায়। শুধু ইসলাম নয় পৃথিবীর যেকোন সভ্য সমাজেই নিরপরাধ মানুষ হত্যা মহাপাপ। কোনভাবেই ইসলাম নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে সমর্থন করে না। ইসলামে সব রকমের, হত্যা, রক্তপাত, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সহিংসতা, অরাজকতা ও নৈরাজ্যকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মানুষের জীবন, মান-সম্মান, সম্পদ সবকিছুই আল্লাহর পবিত্র আমানত। কোনো ব্যক্তি যদি এ আমানতের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোনো নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত হত্যাকারীকে চির জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তিনি তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হবেন জানিয়েছেন। এ ছাড়া হত্যাকারীর উপর তাঁর অভিশাপ ও আখিরাতে তার জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا

উচ্চারণ: ওয়া মান ইয়াকতুল মুমিনাম মুতাআম্মিদান ফাজাযা-উহু জাহান্নাহু খালিদান ফীহা ওয়া গাদিবাল্লাহু আলাইহি ওয়া লাআনাহু ওয়া আ'আদ্দা লাহু আযাবান আযীমা।

অনুবাদ: "আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে হত্যা করে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম। তার মধ্যে সে সদা সর্বদা থাকবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন ও তাকে অভিশাপ দিবেন।

[১৫৯] সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৭৩৯, দার তাওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৬৭৯, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১৩৯৮, শারিকাতু মাকতাবা ওয়া মাতবাআ মুস্তফা আল হালারী, মিশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ১৮৯, মাকতাবাতুল মাতবুআত আল ইসলামিয়্যাহ, হালাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬।

তেমনিভাবে তিনি তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ভীষণ শাস্তি”।[১৬০] নিরপরাধ মানুষ হত্যা একটি ভয়াবহ অপরাধ। এ কারণেই শুধুমাত্র একজনের হত্যাকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবতার হত্যাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِيْ الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

উচ্চারণ: মিন আজলি যালিকা, কাতাবনা আলা বানী ইসরাঈলা আন্নাহু মান কাতালা নাফসান বিগাইরি নাফসিন আউ ফাসাদিন ফিল আরদি ফাকাআন্নামা কাতালান নাসা জামীআ। ওয়া মান আহইয়াহা ফাকাআন্নামা আহইয়ান নাসা জামীআ।

অনুবাদ: “এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যার বিনিময় অথবা ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টির হেতু ছাড়া অন্যায়ভাবে হত্যা করলো সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কাউকে অবৈধ হত্যাকান্ড থেকে রক্ষা করলো সে যেন সকল মানুষকেই রক্ষা করলো”।[১৬১] হত্যাকান্ডকে হাদীসের পরিভাষায় সর্ববৃহৎ গুনাহ্ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন:

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ، أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

উচ্চারণ: আকবারুল কাবাইর আল ইশরাকু বিল্লাহ ওয়া কাতলুন নাফসি ওয়া উকূকুল ওয়ালিদাইনি ওয়া কাওলুয যূরি আও কালা শাহাদাতুয যূরি।

অনুবাদ: “সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে চারটি: আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা। বর্ণনাকারী বলেন: হয়তো বা রাসূল (সা.) বলেছেন: মিথ্যা সাক্ষী দেয়া”।[১৬২]

৯.৭ যে হাদীসগুলোতে হত্যাকান্ডের ভয়াবহতা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়

আব্দুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন:

يَجِيْءُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، يَقُوْلُ: يَا رَبِّ! هَذَا قَتَلَنِيْ، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ، قَالَ: فَذَكَرُوْا لِابْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: «وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا» قَالَ: مَا نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَلَا بُدِّلَتْ، وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟!.

[১৬০] সূরা নিসা (৪), আয়াত: ৯৩।
[১৬১] সূরা মাইদা (৫), আয়াত: ৩২।
[১৬২] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৮৭২, দার কওকুন নাজাহ, প্রতম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সুনান আল বাইহাকী, হাদীস: ১৫৮৫০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩।

উচ্চারণ: ইয়াজী-উল মাকতূলু বিল কাতিলি ইয়াওমাল কিয়ামাতি, নাসিইয়াতুহূ ওয়া রা'সুহূ বিইয়াদিহী, ওয়া আওদাজুহূ তাশখাবু দামান। ইয়কূলু, ইয়া রাব্বি! যাযা কাতালানী, হাত্তা ইয়ুদনিয়াহূ মিনাল আরশি। কালা, ফাযাকারু লিবনি আব্বাসিনিত তাওবাতা। ফাতালা হাযিহিল আয়াতা, ওয়া মান ইয়াকতুল মুমিনাম মুতাআম্মিদান ফাজাযা-উহু জাহান্নাহু খালিদান ফীহা ওয়া গাদিবাল্লাহু আলাইহি ওয়া লাআনাহু ওয়া আ'আদ্দা লাহু আযাবান আযীমা। কালা, মা নুসিখাত হাযিহিল আয়াতু ওয়া বুদ্দিলাত। ওয়া আন্না লাহুত তাওবাতু?

অনুবাদ: "হত্যাকৃত ব্যক্তি হত্যাকারীকে সঙ্গে নিয়ে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে। হত্যাকৃত ব্যক্তির মাথা তার হাতেই থাকবে। শিরাগুলো থেকে তখন রক্ত পড়বে। সে আল্লাহ্ তা'আলাকে উদ্দেশ্য করে বলবে: হে আমার প্রভু! এ ব্যক্তি আমাকে হত্যা করেছে। এমনকি সে হত্যাকারীকে আরশের অতি নিকটেই নিয়ে যাবে। শ্রোতারা ইবনে 'আববাস (রা.) কে উক্ত হত্যাকারীর তাওবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উপরোক্ত সূরাহ নিসা'র আয়াতটি তিলাওয়াত করে বললেন: উক্ত আয়াত রহিত হয়নি। পরিবর্তনও হয়নি। অতএব তার তাওবা কোন কাজেই আসবে না"।[১৬৩] আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) থেকে আরোও বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন:

إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُوْرِ الَّتِيْ لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيْهَا سَفْكُ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.

উচ্চারণ: ইন্না মিন ওয়ারাতাতিল উমূরিল্লাতী লা মাখরাজা লিমান আওকাআ' নাফসাহূ ফীহা সাফ্কুদ দামিল হারামি বিগাইরি হিল্লিহী।

অনুবাদ: "এমন ঝামেলা যা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই তা হচ্ছে অবৈধভাবে কারোর রক্তপাত করা"।[১৬৪] আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন:

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ الدِّمَاءِ.

উচ্চারণ: আওয়ালু মা ইয়ুকদা বাইনান নাসি ইয়াওমাল কিয়ামাতি ফিদ দিমা-ই।

অনুবাদ: "কিয়ামতের দিন মানবাধিকার সম্পর্কিত সর্বপ্রথম হিসেব হবে রক্তের"।[১৬৫]

আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন:

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوْا فِيْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِيْ النَّارِ.

---

[১৬৩] সুনানে দিরমিযী, হাদীস: ৩০২৯, শারিকাতু মাকতাবা ওয়া মাতবাআ মুস্তফা আল হালাবী, মিশর, সংস্করণ, ১৯৭৫, সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ৪০০৫, মাকতাবাতুল আতবুআত আল ইসল্যামিয়্যাহ, হালাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬।

[১৬৪] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৮৬৩, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সুনান আল বাইহাকী, হাদীস ১৫৮৫৯, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহি, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩।

[১৬৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৬৭৮, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৩৪৪২, মাকতাবাতুল মাতবুআক আল ইসলামিয়্যাহ, হালাব, দ্বিত্বীয় সংস্করণ, ১৯৮৬, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ, হাদীস: ২৭৯৪৮, মাকতাবাতুর রুশদা, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৯ হি.।

উচ্চারণ: লাও আন্না আহলাস সামা-ই ওয়া আহলাল আরদি ইশতারাকূ ফী দামিন, লাআকাব্বাহুমুল্লাহু ফিন নারি।

অনুবাদ: "যদি আকাশ ও পৃথিবীর সকলে মিলেও কোন হত্যায় অংশ গ্রহণ করে তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন"।[১৬৬] জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ আল-বাজালী, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর, আব্দুল্লাহ্ বিন আববাস ও আবূ বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, নবী (সা.) বলেছেন:

لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

উচ্চারণ: লা তারজি-উ বা'দী কুফফারান ইয়াদরিবু বা'দুকুম রিকাবা বা'দিন।

অনুবাদ: "আমার ইন্তিকালের পর তোমরা কাফের হয়ে যেও না। পরস্পর হত্যাকান্ড করো না"।[১৬৭]

পরিবারের কোনো একজন সদস্য নিহত হলে গোটা পরিবারের ওপরই নেমে আসে এক নিদারুণ শোকের ছায়া। আজীবন তারা এ শোকের তাড়না বয়ে বেড়ায়। তাদের ওপর পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিক নানাবিধ সমস্যা চেপে বসে। মাতৃ ও পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় নিহতের সন্তান-সন্ততিরা। বিধবা হয় স্ত্রী অথবা স্বামী হয় স্ত্রীহারা। মা-বাবা হারান তাঁদের কলিজার টুকরা সন্তান। এর চেয়ে বড় যুলুম ও অবিচার আর কী হতে পারে? তাই অত্যাচারী যালেমদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ তা'আলা যালেমকে অবকাশ দেন, এরপর যখন পাকড়াও করেন তখন আর তাকে ছাড় দেন না। কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি দেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

উচ্চারণ: ইন্নামাস সাবীলু আলাল্লাযীনা ইয়াযলিমূনান্নাসা ওয়া ইয়াবগূনা ফিল আরদি বিগাইরিল হাক্কি, উলা-ইকা লাহুম আযাবুন আলীম।

অনুবাদ: কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং যমীনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[১৬৮] হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি ঃ

فَقَالَ هِشَامٌ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا .

---

[১৬৬] সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১৩৯৮, শারিকাতু মাকতাবা ওয়া মাতবাআ মুস্তফা আল হালাবী, মিশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫।

[১৬৭] সহীহ বুখারী, হাদীস: ১২১, ১৭৩৯, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ ১৪২২ হি., সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৬৫,৬৬, দার ইহইয়াইত তুরা আল আরাবি, বৈরুত, সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ২১৯৩, শারিকাতু মাকতাবা ওয়া মাতবাআ মুস্তফা আল হালাবী, মিশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, সুনান আবূ দাউদ, হাদীস:৪৬৮৬, মাকতাবা আসরিয়্যাহ, সইদা বৈরুত।

[১৬৮] সূরা শুরা (৪২), আয়াত: ৪২।

উচ্চারণ: ফাকালা হিশামুন, আশহাদু লাসামি'তু রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়কূলু, ইন্নাল্লাহা ইয়ুআযযিবুল্লাযীনা ইয়ুআযযিবূনান নাসা ফিদ্দুনইয়া।

অনুবাদ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন যারা পৃথিবীতে (অন্যায়ভাবে) মানুষকে শাস্তি দেয়।[১৬৯] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا.

উচ্চারণ: আনিবনি উমার কালা, কালা রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, লান ইয়াযালাল মু'মিনু ফী ফুসহাতিম মিন দীনিহী মা লাম ইয়ুসিব দামান হারামান।

অনুবাদ: মুমিন ব্যক্তি তার দীনের ব্যাপারে সর্বদা অবকাশের মধ্যেই থাকে যে পর্যন্ত না সে নিষিদ্ধ রক্তপাত ঘটায়।[১৭০] আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি:

سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

উচ্চারণ: সামি'তু আবাদ দারদা-ই ইয়াকূলু, সামি'তু রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইয়াকূলু, কুল্লু যানবিন আসাল্লাহু আন ইয়াগফিরাহু ইল্লা মান মাতা মুশরিকান আও মুমিনুন কাতালা মুমিনান মুতাআম্মিদান।

অনুবাদ: 'আল্লাহ হয়তো সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু তাঁর সাথে শিরককারী বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যাকারীর গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না'।[১৭১] ইসলামে অন্যায়ভাবে নির্দোষ ও নিরপরাধ ব্যক্তিকে শুধু হত্যা করাই হারাম করা হয়নি, তার দিকে অস্ত্র তাক করাও নিষিদ্ধ করেছে।

---

[১৬৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬১৩, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস: ৩০৪৫, মাকতাবা আসরিয়্যাহ, সইদা, বৈরুত সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ৮৭১৮, মাকতাবাতুল মাতবুআত আল ইসলামিয়্যাহ, হালাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬, সুনান আল বাইহাকী, হাদীস: ১৮৭৩৫, দারুল কুতুবিল আসলামিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৬১২, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩।

[১৭০] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৮৬২, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস: ৪২৭০, মাকতাবা আসরিয়্যাহ, সইদা, বৈরুত সুনান আল বাইহাকী, হাদীস: ১৫৮৫৮, দারুল, কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩।

[১৭১] সুনানে বুখারী, হাদীস: ৪২৭০, মাকতাবা আসরিয়্যাহ, সইদা, বৈরুত, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৫৯৮০ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩, সুনানে আল বাইহাকী, হাদীস ১৫৮৬১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

উচ্চারণ: আব্দুল্লাহিবনু ইউসুফা আখবারানা মালিকুন, আন নাফিয়িন আন আব্দিল্লাহিবনি উমার, আন্না রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কালা, মান হামালা আলাইনাস সিলাহা ফালাইসা মিন্না।

অনুবাদ: যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উত্তোলন করবে সে আমাদের দলভূক্ত নয়।[১৭২]

৯.৮ আত্মঘাতী হামলা

আত্মঘাতী হামলা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অমার্জনীয় কঠিন অপরাধ। প্রচলিত আত্মঘাতী হামলা যার উদ্দেশ্যে করা হয়, তাতে তার মৃত্যু নিশ্চিত না হলেও হামলাকারীর মৃত্যু নিশ্চিত। তাই আত্মঘাতী হামলা শরীয়তের দৃষ্টিতে মূলত আত্মহত্যা। ইসলাম কখনো আত্মহত্যা ও আত্মঘাতী হামলার অনুমতি দেয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যাকারী ও আত্মঘাতী হামলাকারীর পরিণতি জাহান্নাম। ইসলামের প্রায় ১৪৫০ বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আত্মঘাতী হামলার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

সন্ত্রাসী ও জঙ্গিরা সাধারণত সুইসাইড স্কোয়াড বা আত্মঘাতী দল গঠনের মাধ্যমে হামলা চালিয়ে থাকে। এর পিছনে মূলত ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা ও জ্ঞানের অপরিপক্কতা দায়ী। বিচ্ছিন্ন চিন্তার এসব মানুষেরা সহজ-সরল সাদাসিধে মুসলিমকে বিনা হিসেবে সরাসরি জান্নাত পাবার লোভ ও পুরস্কারের কথা বলে এ কাজে নিয়োজিত করে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা অন্যকে যেমন হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তেমনি নিজের জীবনকেও ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন। আত্মহত্যা করতে বারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

৯.৮.১ আত্মঘাতী হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার হুঁশিয়ারি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَ اَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

উচ্চারণ: ওয়া লা তুলকূ বিআইদীকুম ইলাত তাহলুকাতি ওয়া আহসিনূ। ইন্নাল্লাহা ইয়ুহিব্বুল মুহসিনীন।

অনুবাদ: তোমরা স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না এবং কল্যাণকর কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।[১৭৩]

---

[১৭২] সহীহ বুখারী হাদীস: ৭০৭০, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৯৮, দার ইহউয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, সুনানে তিরমিযী. হাদীস: ১৪৯৫, সহীহ ইবনে হেব্বান, হাদীস: ৪৫০৯, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩।

[১৭৩] সূরা বাকারা (২), আয়াত: ১৯৫।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

উচ্চারণ: ওয়া লা তাকতুলূ আনফুসাকুম। ইন্নাল্লাহা কানা বিকুম রাহীমা।

অনুবাদ: 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।'[১৭৪] আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ

উচ্চারণ: মিন আজলি যালিকা, কাতাবনা আলা বানী ইসরাঈলা আন্নাহু মান কাতালা নাফসান বিগাইরি নাফসিন আউ ফাসাদিন ফিল আরদি ফাকাআন্নামা কাতালান নাসা জামীআ। ওয়া মান আহইয়াহা ফাকাআন্নামা আহইয়ান নাসা জামীআ।

অনুবাদ: এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের উপর এই হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল।[১৭৫]

৯.৮.২ আত্মঘাতী হামলাকারীদের বিরুদ্ধে রাসূল (সা.) এর হুঁশিয়ারি

আত্মঘাতী হামলাকারী জাহান্নামী:

রাসূল (সা.) বলেছেন:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُوْنَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِيْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِيْ ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِيْ طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

[১৭৪] সূরা নিসা (৪), আয়াত: ২৯।
[১৭৫] সূরা মাইদা (৫), আয়াত: ৩২।

উচ্চারণ: আন সাহলিবনি সাদিনিস সা-ইদী আন্না রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইলতাকা হুওয়া ওয়াল মুশরিকূনা ফাকতাতালূ। ফালাম্মা মালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইলা আসকারিহী ওয়া মালাল আখারূনা ইলা আসকারিহিম। ওয়া ফী আসহাবি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রাজুলুন লা ইয়াদা-উ শায্যাতান ওয়া লা ফায্যাতান ইল্লা ইত্তাবাআহা ইয়াদরিবুহা বিসাইফিহী। ফাকালা মা আজযাআ মিন্নাল ইয়াওমা কামা আজযাআ ফুলানুন। ফাকালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমা ইন্নাহু মিন আহলিন নারি। ফাকালা রাজুলুম মিনাল কাওমি আনা সাহিবুহূ, কালা ফাখারাজা মাআহূ, কুল্লামা ওয়াকাফা ওয়াকাফা মাআ'হূ। ওয়া ইযা আসরাআ আসরাআ মাআহু। কালা ফাজুরিহার রাজুলু জুরহান শাদীদান ফাসতা'জালাল মাওতা ফাওয়াদাআ নাসলা সাইফিহী বিলআরদি ওয়া যুবাবাহূ বাইনা সাদইয়াইহি সুম্মা তাহামালা আলা সাইফিহী। ফাকাতালা নাফসাহু। ফাখারাজার রাজুলু ইলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাকালা, আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহি। কালা, ওয়া মা যাকা? কালা আর রাজুলুল্লাযী যাকারতা আনিফান আন্নাহু মিন আহলিন নারি ফাআ'যামান নাসু যালিকা। ফাকুলতু আনা লাকুম বিহী। ফাখারাজতু ফী তালাবিহী। সুম্মা জুরিহা জুরহান শাদীদান। ফাসতা'জালাল মাওতা ফাওয়াদাআ নাসলা সাইফিহী বিলআরদি ওয়া যুবাবাহূ বাইনা সাদইয়াইহি সুম্মা তাহামালা আলা সাইফিহী। ফাকাতালা নাফসাহু। ফাকালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইনদা যালিকা, ইন্নার রাজুলা লাইয়া'মালু আমালা আহলিল জান্নাতি ফীমা ইয়াবদূ লিন্নাসি ওয়া হুওয়া মিন আহলিন নারি। ওয়া ইন্নার রাজুলা লাইয়া'মালু আমালা আহলিন নারি ফীমা ইয়াবদূ লিন্নাসি ওয়া হুওয়া মিন আহলিল জান্নাতি।

অনুবাদ: সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) এবং মুশরিকরা একবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। রাসূল (সা.) এর দলের মাঝে এমন একজন সৈন্য ছিলো যে তার সামনে যাকে পাচ্ছিলো তাকে খতম করছিলো। কেউ একজন বলল অমুক লোকটি আজ যে লড়াই করেছে আমাদের কেউই তার মতো করতে পারেনি। রাসূল (সা.) বললেন: নিশ্চিত সে জাহান্নামী"।

এক লোক বলল: আমি তার পেছনে পেছনে থাকবো, দেখবো সে কি করে। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তার পেছনে পেছনে গেলেন। সে থামলে তিনিও থামেন। সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়ান। এক পর্যায়ে সে চরম আহত হয় এবং মৃত্যুর ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে। তরবারীর বাট মাটিতে রেখে অগ্রভাগ তার বুকে ঠেকায়। এরপর জোরে চাপ দেয় এবং আত্মহত্যা করে। লোকটি তখন রাসূল (সা.) এর কাছে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: কী কারণে?

সে বলল, আপনি যে লোকটির কথা বলেছিলেন, সে 'জাহান্নামী হবে' এতে মানুষ অবাক হয়েছিলো। আমি লোকটিকে লক্ষ্য করছিলাম, এক পর্যায়ে লোকটি মারাত্মক আহত হয়। সে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। তরবারীর বাট মাটিতে রেখে অগ্রভাগ বুকে ঠেকিয়ে জোরে চাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। তখন রাসূল (সা.) বললেন: এমনও লোক আছে যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে জান্নাতের আমল করে অথচ সে জাহান্নামী। আর কেউ আবার চোখের দেখায় জাহান্নামের কাজ করে, কিন্তু সে জান্নাতে যায়।[১৭৬]

[১৭৬] সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৮৯৮, দার তওকুন সাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১১২, দার ইহইয়াইতুরাস আল আরাবি, বৈরুত।

، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

উচ্চারণ: আন সাবিতিবনিদ দাহ্হাকি রাদিয়াল্লাহু আনহু আনিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কালা, মান হালাফা বিমিল্লাতি গাইরিল ইসলামি কাযিবান মুতাআম্মিদান ফাহুওয়া কামা কালা। ওয়া মান কাতালা নাফসাহু বিহাদীদাতিন উযযিবা বিহী ফী নারি জাহান্নাম।

অনুবাদ: 'সাবিত ইবনু দাহহাক (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন ধর্মের (অনুসারী হওয়ার) ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা হলফ করে সে যেমন বলল, তেমনই হবে আর যে ব্যাক্তি কোন ধারালো লোহা দিয়ে আত্মহত্যা করে তাকে তা দিয়েই জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।'[১৭৭] আরেকটি হাদীসে রয়েছে, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

উচ্চারণ: আন আবী হুরাইরাতা রাদিয়াল্লাহু আনহু আনিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কালা, মান তারাদ্দা মিন জাবালিন ফাকাতালা নাফসাহু ফাহুওয়া ফী নারি জাহান্নামা ইয়াতারাদ্দা ফীহি খালিদান মুখাল্লাদান ফীহা আবাদান। ওয়া মান তাহসসা সাম্মান ফাকাতালা নাফসাহূ ফাসাম্মুহূ ফী ইয়াদিহী ইয়াতাহাস্সাহু ফী নারি জাহান্নামা ইয়াতারাদ্দা ফীহি খালিদান মুখাল্লাদান ফীহা আবাদান। ওয়া মান কাতালা নাফসাহূ বিহাদীদাতিন ফাহাদীদাতুহূ ফী ইয়াদিহী ইয়াজা-উ বিহা ফী বাতনিহী ফী নারি জাহান্নামা ইয়াতারাদ্দা ফীহি খালিদান মুখাল্লাদান ফীহা আবাদান।

অনুবাদ: আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, চিরদিন সে জাহান্নামের মধ্যে অনুরূপভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে সে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তা দ্বারা নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।[১৭৮]

---

[১৭৭] সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৩৬৩, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১৫৪৩, শারিকাতু মাকতাবা ওয়া মাতবাআ আল মুস্তফা আল হালাবী, মিশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস: ৩২৫৭, মাকতাবা আসরিয়্যাহ, সইদা, বৈরুত।

[১৭৮] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫৭৭৮, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ২১০৩, মাকতাবাতুল মাতবুআত আল ইসলামিয়্যাহ, হালাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬।

আবূ হুরায(রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا فَقَتَلَهَا خَنَقَ نَفْسَهُ فِي النَّارِ ، وَمَنْ طَعَنَ نَفْسَهُ طَعَنَهَا فِي النَّارِ ، وَمَنِ اقْتَحَمَ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ اقْتَحَمَ فِي النَّارِ

উচ্চারণ: মান খানাকা নাফসাহূ ফিদ্দুনইয়া ফাকাতালাহা খানাকা নাফসাহূ ফিননারি, ওয়া মান তাআনা নাফসাহু তাআনাহা ফিন নারি, ওয়া মান ইকতাহামা ফাকাতালা নাফসাহূ ইকতাহামা ফিন নারি।

অনুবাদ: যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে দোজখে অনুরূপভাবে নিজ হাতে ফাঁসির শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর যে বর্শার আঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করে- দোজখেও সে সেভাবে নিজেকে শাস্তি দেবে। আর যে নিজেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, কিয়ামতের দিন সে নিজেকে উপর থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করবে।'[১৭৯] জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ (সা.) বলেছেন:

كان فيمن قبلَكم رجلٌ به جُرْحٌ فجزِعَ . فأخذ سِكِّينًا فجزَّ بها يدَهُ ، فما رقَأَ الدمُ حتى مات ، فقال اللهُ : بادَرَني عبدِي بنفْسِهِ ، فحرَّمْتُ عليه الجنةَ

উচ্চারণ: কানা ফীমান কাবলাকুম রাজুলুন বিহী জুরহুন ফাজাযিআ ফাআখাযা সিক্কিনান ফা জায্যা বিহা ইয়াদাহু ফামা রাকাআদ দামু হাত্তা মাতা। ফাকালাল্লাহু বাদারানী আবদী বিনাফসিহী ফাহাররামতু আলাইহিল জান্নাতা।

অনুবাদ: 'তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে একজন লোক আঘাত পেয়েছিল তাতে কাতর হয়ে পড়েছিল। এরপর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। মহান আল্লাহ বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই তার প্রাণের ব্যাপারে আমার চেয়ে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করল (অর্থাৎ সে আত্মহত্যা করল)। কাজেই, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম।'[১৮০] আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

উচ্চারণ: আন আব্দিল্লাহিবনি আমরিন আন্নান নাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কালা, লাযাওয়ালুদ দুনইয়া আহওয়ানু আলাল্লাহি মিন কাতলি রাজুলিন মুসলিমিন।

অনুবাদ: একজন মুসলমানকে হত্যা করা পুরো দুনিয়া ধ্বংস করার নামান্তর।[১৮১]

---

[১৭৯] সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৫৯৮৭, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩।

[১৮০] সহীহ বুখারী হাদিস: ৩৪৬৩, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২হি., সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৫৯৮৮, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩, সুনান আল নাইহাকী, হাদীস: ১৫৮৭৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৩।

[১৮১] সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১৩৫৯, শারিকাতু মাকতাবা ওয়া মাতবাআ মুস্তফা আল হালাবী, মিশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ৩৪৩৫, মাকতাবাতুল মাতবুআত আল ইসরামিয়্যাহ, হালাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ ... لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

উচ্চারণ: আনিবনি আব্বাসিন আন্না রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা খাতাবান নাসা ইয়াওমান নাহরি ফাকালা...লা তারজি-উ বা'দী কুফফারান ইয়াদরিবু বা'দুকুম রিকাবা বা'দিন।

অনুবাদ: আমার পরে তোমরা পরস্পরকে হত্যা করে কুফরির দিকে ফিরে যেয়ো না।[১৮২] আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে আত্মহত্যা তো দূরে থাক, বিপদআপদ, মুসিবতে পড়ে বা জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে মৃত্যু কামনাও ইসলামে জায়েয নেই। আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ".

উচ্চারণ: আন আনাসিবনি মালিকিন রাদিয়াল্লাহু আনহু কালান নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা, লা ইয়াতামান্নায়ান্না আহাদুকুমুল মাওতা মিন দুররিন আসাবাহু, ফা-ইন কানা লা বুদ্দা ফা-ইলান ফালইয়াকুল, আল্লাহুম্মাহয়িনী মা কানাতিল হায়াতু খাইরাল লী, ওয়া তাওয়াফফানী ইযা কানাতিল ওয়াফাতু খায়রাল লী।

অনুবাদ ঃ তোমাদের কেউ যেন কোনো বিপদে পতিত হয়ে মৃত্যু কামনা না করে। মৃত্যু যদি তাকে প্রত্যাশা করতেই হয় তবে সে যেন বলে, 'হে আল্লাহ আমাকে সে অবধি জীবিত রাখুন, যতক্ষণ আমার জীবনটা হয় আমার জন্য কল্যাণকর। আর আমাকে তখনই মৃত্যু দিন যখন মৃত্যুই হয় আমার জন্য শ্রেয়।'[১৮৩]

আত্মঘাতী হামলার ব্যাপারে বিশ্ববিখ্যাত আলেম জাস্টিস মুফতি তাকী উসমানী বলেন: "প্রচলিত আত্মঘাতী হামলায় নিজেকে ধ্বংস করে অন্যকে ধ্বংস করার মাধ্যম বানানো হয়, এজন্যে এ বান্দার এসবের জায়েয হওয়ার ব্যাপারে শরহে সদর (জায়েয বলে মনে) হয়নি।[১৮৪]

---

[১৮২] সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৭৩৯, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৬৭৯, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১৩৯৮, শারিকাতু মাকতাবা ওয়া মাতবাআ মুস্তফা আল হালাবী, মিশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, সুনানে নাসায়, হাদীস: ১৮৯, মাকতাবাতুল আল ইসলামিয়্যাহ, হলোব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬।

[১৮৩] সহীহ বুখারী হাদিস: ৫৬১৭, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি., সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৮০, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ২৯৩, শারিকাতু মাকতাবা ওয়া মাতবাআ মুস্তফা আল হালাবী, মিশর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, সুসনানে নাসায়ী, হাদীস: ৭৪৭৫, মাকতাবাতুল মাতবুআত আল ইসলামিয়্যাহ, হালাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৯৬৮, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩।

[১৮৪] ইনামুল বারী, খন্ড-৭/পৃ: ১০৮০-১০৮৭।

উপরোক্ত আয়াত, হাদীস ও আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আত্মহত্যা ও আত্মঘাতী হামলা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ ধরনের জঘন্য অপরাধে যারা জড়িত, তারা ইহকাল এবং পরকালে আল্লাহর কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। জঙ্গিরা সাধারণত সহজ সরল মুসলমানদেরকে আত্মঘাতী হওয়ার জন্য শহীদের ভুল ব্যাখ্যা শিখাচ্ছে। আত্মঘাতী হামলায় মারা যাওয়া ও শাহাদাত বরণ করা এক জিনিস নয়। যুদ্ধের ময়দানে সরাসরি শত্রুর হাতে শহীদ হওয়া আর নিজে আত্মঘাতী হয়ে মারা যাওয়া কখনো এক হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধের ময়দানে জিহাদরত অবস্থায় প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হলেই তাকে 'শহীদ' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বারবার শহীদ হতে চেয়েছিলেন, শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদার কারণে। তিনি ময়দানে যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধে আহত হয়েছেন। কিন্তু আত্মঘাতী হননি।[১৮৫]

আলী (রা.) বলেন: জনৈক সেনাপতি ক্রুদ্ধ হয়ে তার সেনাদলকে আগুনে প্রবেশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন একদল তাতে প্রবেশ করার সংকল্প করল। অপর দল একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল এবং বলল, আমরা আগুন থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকটে এসেছিলাম'। তখন সেনাপতির রাগ ঠান্ডা হয়ে যায় ও আগুন নিভে যায়। অতঃপর মদীনায় ফিরে এসে ঘটনাটি রাসূল (সা.) এর নিকটে বলা হলে তিনি বলেন: 'যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত, তাহলে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা সেখানেই থাকত'। তিনি আরও বলেন: 'আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ন্যায় কর্মে'।[১৮৬]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আমীর বা সেনাপতি নির্দেশ দিলেও আত্মঘাতী হওয়ার সুযোগ নেই। আত্মঘাতী হামলা মূলত কাপুরুষতার লক্ষণ। দিকভ্রান্ত ভীতুরাই কেবল আত্মঘাতী হয়। যুদ্ধের মাঠে উন্মুক্ত তরবারির সামনে শত্রুর মোকাবেলায় বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক আক্রমন; গোলা-বারুদ, ট্যাংক, কামান, রাইফেল, বন্দুকের সামনে বীরত্বের সাথে লড়াই; আর চুপিসারে নিরীহ, নিরপরাধ, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর নির্বিচারে আত্মঘাতী হামলা চালানো এক কথা নয়। তাই একজন হয় জাতির বীর সেনানী আর অন্যজন হয় আত্মঘাতী জঙ্গি ও সন্ত্রাসী। একজনের ঠিকানা হবে জান্নাতের আলোকিত মঞ্জিল, অন্যজনের ঠিকানা হবে জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত বাসস্থান।

---

[১৮৫] সহীহ বুখারী, ৩৬, দার তওকুন, নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি, সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৮৭৬, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ৪২৯১, মাকতাবাতুল রুশদ, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৯ হি. ।

[১৮৬] সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭১৪৫, দার তওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি. গহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৮৪০, দার ইহইয়াইত তুরাস আল আরাবি, বৈরুত, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ, হাদীস: ৩৩৭০৬, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ: ১৪০৯।

উপসংহার

'উগ্রবাদ ও উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট' বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থটিতে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পরিচয়, ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস, সন্ত্রাসের প্রেক্ষপট, কারণ ও প্রতিকার, জিহাদ, কিতাল, নিরপরাধ মানুষ হত্যা, আত্মঘাতী হামলা, গণতন্ত্র ও ইসলাম ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের কর্মধারার আলোকে রেফারেন্সসহ আলোচনা করা হয়েছে।

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ, চরমপন্থা ইত্যাদির পরিচয় এবং ইসলামের নামে উগ্রতা, সহিংসতা, সন্ত্রাসের কারণ ও প্রেক্ষাপট আলোচনার প্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট যে জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম নেই। ইসলামে সন্ত্রাস ও হানাহানির পথ একেবারেই রুদ্ধ। কোনোভাবেই ইসলাম অস্ত্রধারণের অনুমতি দেয়না। কারণ ইসলামে একজন মানুষ হত্যাকে পৃথিবীর সকল মানুষ হত্যার নামান্তর বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু সমকালীন বিশ্বে উগ্রবাদীরা ধর্মীয় উগ্রতা, সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য জিহাদ ও কিতালের আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যাসহ ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষাকে ভুল ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। ইসলামের সাথে উগ্রতা, অরাজকতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন সম্পর্ক নেই। বরং ইসলাম এসব অপরাধকে হারাম ঘোষণা করেছে। এর জন্য কঠিন শাস্তির বিধান করেছে। ইসলাম তার সুমহান আদর্শ, চারিত্রিক মাধুর্যতা, অন্তরের কোমলতা ও তার অন্তর্নিহিত স্বকীয় সৌন্দর্যময় বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা, শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা, মহানুভবতা এবং পরমতসহিষ্ণুতার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মানুষ হত্যা, খুন, গুম, উগ্রতা, কঠোরতা, শক্তি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, তরবারির আঘাত, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, বোমাবাজী, আত্মঘাতি হামলা, রক্তপাত ও অরাজকতার মাধ্যমে নয়। ইসলাম কখনো জিহাদের নামে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যার কথা বলে না। জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হল মানব জীবন রক্ষা ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। ইসলাম মানবতার কল্যাণের জন্য এসেছে। ইসলাম মানুষকে পাশবিক নয় বরং মানবিক হতে শিখিয়েছে। ইসলামের সকল কর্মসূচী মানবতার কল্যাণে নিবেদিত। ইসলামে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ, বর্ণবাদ, বস্তুবাদ, গোত্রবাদ, গোষ্ঠীবাদ, শ্রেণী বৈষম্যবাদের কোনো স্থান নেই। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ হচ্ছে পাশবিকতা ও অনধিকার চর্চা, পক্ষান্তরে ইসলামের জিহাদ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। তাই সন্ত্রাস হারাম। যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষ খুন করে ইসলামের গায়ে কালি লেপন করতে চায় তারা জঙ্গি ও সন্ত্রাসী। চরমপন্থী ও জঙ্গিরা বলপ্রয়োগ, আইন অমান্য ও খুনখারাপির মাধ্যমে তাদের আদর্শ চাপিয়ে দিতে চান। পক্ষান্তরে মূলধারার মানুষেরা দেশের আইনের আওতায় গণতান্ত্রিক অধিকারের মাধ্যমে নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করেন।

বাংলাদেশ একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ। এদেশের মানুষ ঐতিহ্যগত ও প্রকৃতিগতভাবেই শান্তিপ্রিয়। যুগযুগ ধরে এদেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। কখনো ধর্মীয় সংঘাত ও হানাহানি দেখা দেয়নি। আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়ায় যেমন বিভিন্ন বিশ্বাসের অনুসারীদের মধ্যে হানাহানির ঘটনা ঘটে থাকে তা বাংলাদেশে কখনোই ঘটেনা। কিন্তু আমাদের এ শান্তির দেশেও মাঝে মাঝে ধর্মীয় উগ্রতা ও সন্ত্রাসের উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। যারা বাংলাদেশের মতো একটি উদার, শান্তিপ্রিয় ও স্থিতিশীল দেশে বোমাবাজি করে, নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে ইসলাম কায়েম করতে চায় তারা উগ্রবাদী তথা জঙ্গী। তারা ইসলাম, দেশ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের শত্রু।

বাংলাদেশের মতো একটি শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল মুসলিম দেশে জিহাদের দাবি করা চরম অজ্ঞতা ও ষড়যন্ত্রপূর্ণ। উগ্রবাদীদের এই ষড়যন্ত্র রুখতে এখনই সমাজ ও রাষ্ট্রের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ অবস্থা থেক উত্তরণের পথ আমাদেরকেই বের করতে হবে। উদ্যোগী হতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

اِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

উচ্চারণ: ইন্নাল্লাহা লা ইয়ুগায়্যিরু মা বিকওমিন হাত্তা ইয়ুগায়্যিরু মা বিআনফুসিহিম।

অনুবাদ: আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে।[১৮৭]

সুতরাং সন্ত্রাস দমন ও নির্মূলে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও বাস্তবভিত্তিক সুচিন্তিত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। জঙ্গিবাদ যেহেতু ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে সেহেতু এর নিয়ন্ত্রণে দেশের আলেম-ওলামা এবং ইসলামিক স্কলারদের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারা যদি নামাজের খুতবায়, ওয়াজ মাহফিলে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আয়োজনে মানুষকে সঠিকভাবে আলোচ্য বিষয়গুলো বুঝান তাহলে আশা করা যায় এর একটা ইতিবাচক প্রভাব সমাজে পড়বে।

সহিংস উগ্রবাদের কারণে শুধু ব্যক্তি নয়- পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র নানা ধরনের ক্ষয়ক্ষতির মুখে পতিত হয়। জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ এর শিকার হয়ে থাকেন। কেবলমাত্র আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এই হুমকি প্রতিহত করা সম্ভব নয়। এর বিস্তার রোধে প্রয়োজন উগ্রবাদের কারণ ও নিয়ামকসমূহ, উগ্রবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া, তরুণদের বিভ্রান্ত করার নানা কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঠিক জ্ঞান এবং তার প্রয়োগ। সকলের মিলিত প্রচেষ্টা, উগ্রবাদ বিরোধী জ্ঞানচর্চা এবং সচেতনতাই পারে উগ্রবাদের এই ভয়াবহতা প্রতিহত করতে।

[১৮৭] সূরা রাদ (১৩), আয়াত: ১১।